বিসিএস নাকি বিদেশে উচ্চশিক্ষা?

বিশ্ববিদ্যালয়-গ্র্যাজুয়েট, মাস্টার্স-ছাত্র, গবেষক
ও শিক্ষকদের জন্য দিক-নির্দেশনা

ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

www.rokomari.com 16297

কেন এই বই?

ক্যারিয়ার গঠন-সংক্রান্ত বইটি লেখার সময় দেশের প্রেক্ষাপটে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে—

১। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বেকারত্বের চরম কষাঘাত থেকে থেকে মুক্তি পেতে বিদেশে উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে বিকল্প ক্যারিয়ার গঠনের উপায় বাতলে দেওয়া। এর সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য হচ্ছে দেশের জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা। আশেপাশে খেয়াল করলে দেখা যায়—কোনো নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে কেউ প্রবাসে শ্রমিক হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেলে পরিবারটির অর্থনৈতিক চেহারা পাল্টে যায়। বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষিতের বড় একটা অংশ বেকার। বিসিএস জবকে প্রধান লক্ষ্য বানানোর কারণে অনেক গ্রাজুয়েট বিকল্প পেশা বা ক্যারিয়ার গঠন নিয়ে পরিকল্পনা করছে না। বাস্তবতা হচ্ছে বিসিএস জব প্রতিযোগিতায় ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা ৯৯ ভাগেরও বেশি। এত অনিশ্চয়তা জেনেও বিসিএস জব নিয়ে আমাদের সমাজে এক ধরনের উন্মাদনা গড়ে উঠেছে। বিদেশে উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে ক্যারিয়ার গঠন করা বিসিএস জবের চেয়ে অনেক সহজ, যদি শিক্ষার্থীরা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষাবৃত্তি পাওয়ার টার্গেট করে। আমার পরিচিত বলয়ে এ পর্যন্ত এমন কাউকে পাইনি যিনি বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। এই বইয়ের খসড়া তৈরির সময় একটি জরিপ চালিয়েছিলাম, যেখানে ২৪টি দেশে ১৬৬ জন উচ্চশিক্ষা শেষ করেছেন বা শিক্ষারত আছেন এমন শিক্ষার্থীরা অংশ নিয়েছিলেন। তাদের শতকরা ৯০ ভাগ মনে করেন, দেশে বিসিএস জব পাওয়ার চাইতে বিদেশে উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে ক্যারিয়ার গঠনের সুযোগ অনেক বেশি।

২। দেশে উচ্চশিক্ষিতের হার বাড়লেও দক্ষতাসম্পন্ন জনশক্তি গড়ে ওঠেনি। এই অভাব পূরণ করতে প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে শিল্প-কারখানা, প্রতিষ্ঠান চালাতে দক্ষ জনশক্তি আমদানি করতে হচ্ছে। প্রসংগত, ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ৩২ হাজার কোটি টাকা) শুধু ভারতেই রেমিটেন্স হিসেবে চলে যাচ্ছে। বিদেশে উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে গড়ে ওঠা দক্ষ জনশক্তি এবং রিসোর্সের সুফল পাচ্ছে চীন ও ভারত।

৩। উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশে পাড়ি জমায় মূলত বিজ্ঞান ও প্রকৌশল গ্রাজুয়েটরা, যদিও তারা মোট গ্রাজুয়েটদের মাত্র শতকরা ১১ ভাগ। অন্যান্য বিভাগের গ্রাজুয়েটরা (শতকরা ৮৯ ভাগ) দেশেও আশানুরূপ জব পাচ্ছে না, আবার বিদেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিতে পারছে না। এর মূল কারণ হচ্ছে 'তথ্য গ্যাপ'। কীভাবে নিজেকে উচ্চশিক্ষার জন্য যোগ্য করে তুলতে হবে, কোন দেশে সুযোগ রয়েছে—সেসম্পর্কে আলোচনা প্রায় অনুপস্থিত। এই বইয়ে তথ্য-উপাত্ত এবং কিছু কেইস স্টাডির মাধ্যমে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে যাতে সব অনুষদের গ্রাজুয়েটদের জন্যই সুযোগ তৈরি হয়। এমনকি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ডিপ্লোমা (কারিগরি), আলিয়া এবং কওমি মাদরাসা পড়ুয়ারাও বিদেশে উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে নিজেকে যোগ্য করে তুলতে পারেন।

৪। বেশিরভাগ পিতামাতা সঠিক তথ্যের অভাবে সন্তানকে জোর করে এমন বিষয় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে বাধ্য করেন, যেখানে জবের সুযোগ কম, কিংবা সন্তানের ইচ্ছে নেই। ক্যারিয়ার গঠনে পিতামাতারা এই বই থেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা পেতে পারেন। শিক্ষকরাই দেশের মূল কারিগর। স্কুল-কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকরা তাদের শিক্ষার্থীদের বিদেশে ভবিষ্যৎ-ক্যারিয়ার গঠনের সম্ভাবনা নিয়ে যেন অনুপ্রাণিত করতে পারেন তার খোরাক রয়েছে এই বইয়ে।

৫। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে—বিশ্বায়নের এই সময়ে দক্ষ জনশক্তি শুধু দেশেরই নয়, বিশ্বেরও সম্পদ। করোনা-পরবর্তী পৃথিবীতে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের দেশে বাস করেও বিদেশে জব (ভার্চুয়াল অফিস) করার সুযোগ তৈরি হচ্ছে। তাই দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ঢেলে সাজাতে হবে, রিসার্চের পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। বিদেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ তৈরিতে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষাবৃত্তি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা তৈরিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মেন্টরের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

সবশেষে মুসলিম পাঠকদের উদ্দেশে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করি। বিদেশে (বিশেষ করে অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশসমূহে) পড়াশোনাকালীন খাপ খাওয়াতে কিছু সামাজিক (ভাষা, কৃষ্টি-কালচার) এবং ধর্মীয় বিষয়াদি আলোচনা প্রসঙ্গে এসেছে। বিদেশে উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতি নেওয়ার পাশাপাশি এসব দেশে গমন, সেখানে পড়াশোনা, ক্যারিয়ার গঠন ও অভিবাসন ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামিক শারিয়ার অবস্থান ভালোভাবে জেনে নিতে উপযুক্ত ইসলামিক স্কলারের শরণাপন্ন হতে পারেন। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এটি আপনাদের জন্য কল্যাণকর হবে।

ড. মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন

শিক্ষক (বিশ্ববিদ্যালয়) ও গবেষক

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই তথ্যবহুল বইটি দাঁড় করাতে প্রথমত আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যিনি এই কাজে মনোনিবেশ করতে চিন্তা করার শক্তি ও ধৈর্য দান করেছেন। বিদেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিয়ে অনলাইনে বেশ কয়েক বছর ধরে লেখালেখি করছিলাম, বই আকারে তা প্রকাশ করারও চিন্তা ছিল, কিন্তু সাহস করতে পারছিলাম না। আমেরিকা প্রবাসী প্রিয় বন্ধু ড. এনায়েতুর রহীম এর উৎসাহে এটি নিয়ে কাজ শুরু করি। এই কাজটি করতে আরো অনেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অবদান রেখেছেন। বিশেষ করে আমার সহধর্মিণী (শামীমা ফেরদৌস), যার সাথে আলোচনা করে প্রাথমিক আইডিয়াগুলো পরিপক্ক করেছি। মাদরাসা পড়ুয়াদের উচ্চশিক্ষা-বিষয়ক তথ্য এবং সাক্ষাৎকার দিয়ে অবদান রেখেছেন শাইখ মুহিউদ্দীন ফারুকী (প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, মারকাযুল লুগাতিল আরাবিয়া) ও ইফতেখার জামিল (স্টুডেন্ট, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, মালয়েশিয়া)। তুরস্কে পড়াশোনার বিষয়াদি নিয়ে ড্রাফট তৈরিতে সহযোগিতা করেছেন তুরস্ক প্রবাসী পিএইচডিরত বস্ত্র প্রকৌশলী মোঃ সুলতান মাহমুদ। চীন ও দক্ষিণ কোরিয়ায় পিএইচডিরত যথাক্রমে নাজমুল আহসান রাজীব ও মোঃ মাজেদুল হক তাদের উচ্চশিক্ষা স্বপ্নযাত্রা নিয়ে অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন। ডিপ্লোমা গ্রাজুয়েট হয়ে চীনে স্নাতক পড়তে স্কলারশিপ পাওয়া মোশারফ পারভেজ অবদান রেখেছেন তার নিজের স্টোরি শেয়ার করার মাধ্যমে। এ ছাড়া বিভিন্ন দেশে যারা পড়াশোনা শেষ করেছেন বা অধ্যয়নরত আছেন তাদের মধ্যে থেকে যারা তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন—শাফায়েত হোসেন (চীন), জহিরুল ইসলাম (দক্ষিণ কোরিয়া), সাজ্জাদ হোসেন, শামিনা কবির চৌধুরী (জার্মানি), সাজ্জাদ মাহমুদ (চেক রিপাবলিক),

CamScanner

আলমগীর হোসেন (ফিনল্যান্ড), ড. রেজাউল করিম (নেদারল্যান্ডস)। ড. আব্বাস উদ্দীন (শিক্ষক, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব টেক্সটাইল), ফারহিন ইসলাম, মোঃ আলিমুজ্জামান, আব্দুল্লাহ সোলাইমান ও জাইমা রহমান তাদের অন্যতম। সবশেষে বিগত ২৫ বছর ধরে অনলাইনে অনেকের লেখা আর্টিকেল পড়ে সমৃদ্ধ হয়েছি, তাদের সবার পরোক্ষ অবদান রয়েছে এই বইটি দাঁড় করাতে।

CamScanner

শাইখ মুহিউদ্দীন ফারুকীর অভিমত

বিদেশ সফর মাত্রই এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা আর তা যদি হয় উচ্চশিক্ষা লাভের আশায় তাহলে তাকে বলতে হবে 'শিক্ষার্থীর স্বপ্নময় অভিযাত্রা'। মূলত শিক্ষার জন্য বিদেশ ভ্রমণের বিষয়টি যুগ যুগ ধরে উচ্চশিক্ষা প্রত্যাশী ছাত্রদের নিকট পরিচিত। এর উপকারিতাও রয়েছে অনেক। ইমাম শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'শ্রেষ্ঠত্ব আর ক্যারিয়ার গঠনে বিদেশ ভ্রমণ করো। এতে পাঁচটি উপকারিতা রয়েছে। দুশ্চিন্তা দূর হয়, জীবিকা অর্জনের অবারিত সুযোগ তৈরি হয়, জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন, বিভিন্ন কালচার দেখা ও শেখার সুযোগ পাওয়া যায় এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সংশ্রব লাভ হয়।'

এইসব বিবেচনায় বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের প্রত্যাশা প্রতিটি ছাত্রের। ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থায় এই ধারা অনেক পুরোনো। সালাফের প্রায় সকলেই ইলম ও জ্ঞানার্জনে দীর্ঘ সময়ের জন্য বিদেশ সফর করেছেন। অনেক কষ্ট শিকার করেছেন। এভাবে এক উস্তায থেকে আরেক উস্তাযের নিকট সফর করে ইলম ও জ্ঞানার্জনে নিজেকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন।

বর্তমানে সাধারণ, সরকারি মাদরাসা ও কওমি মাদরাসা শিক্ষার্থীদের মাঝে বিদেশে উচ্চশিক্ষা অর্জনের প্রত্যাশা অনেক বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে। সকলেই চায় বিদেশে একটি নামি-দামি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে, নিজের স্বপ্নময় ক্যারিয়ার সাজাতে। কিন্তু এক্ষেত্রে যে কারণটি বড় বাধা হিসেবে কাজ করে তা হলো—বিদেশে উচ্চ শিক্ষা বিষয়ে বিস্তারিত না জানা আর সঠিক গাইডলাইন না থাকা। আর তাই

CamScanner

বর্তমানে উচ্চশিক্ষা প্রত্যাশী শিক্ষার্থীরা বিভিন্নভাবে প্রতারিত হচ্ছেন। কোথাও কোথাও নিজেরাও হোঁচট খাচ্ছেন। কখনো মাঝপথে থেমে যাচ্ছে অনেকের স্বপ্নময় অভিযাত্রা। আবার কখনো তারা বুঝে উঠতে পারছেন না কত পয়েন্ট বা সিজিপিএ হলে বিদেশে ভর্তি হতে পারবেন। সরকারি (আলিয়া) মাদরাসা থেকে যেমন বিদেশে অনেক বিশ্ববিদ্যলয়ে যাওয়া যাচ্ছে, কওমি থেকেও কি যাওয়া যাবে—এমন নানাবিধ প্রশ্ন তাদের মাথায় ঘুরপাক খায়। এমন সব প্রশ্নের সঠিক উত্তরের সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজন সঠিক দিকনির্দেশনা।

আলহামদুলিল্লাহ, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, বিশিষ্ট গবেষক প্রিয় ড. মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন উচ্চশিক্ষা প্রত্যাশীদের জন্য একটি উপকারী এবং সময়োপযোগী কাজ করেছেন। বিদেশে উচ্চশিক্ষা প্রত্যাশীদের দীর্ঘ ও কঠিন এক আয়োজনকে কয়েক পৃষ্ঠায় তুলে এনেছেন সুনিপুণভাবে। আশা করছি প্রত্যেক অঙ্গনের শিক্ষার্থীরাই তাদের প্রত্যাশিত খোরাক পাবেন এই গ্রন্থে। নিজের ভবিষ্যৎ পথ বিনির্মাণে, স্বপ্নময় ক্যারিয়ার গঠনে বিশেষ দিকনির্দেশনা পাবেন খুব সহজে ইনশাআল্লাহ।

লেভেল আপ পাবলিশিংয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য বিশেষ দুআ। উচ্চশিক্ষা বিষয়ক চমৎকার একটি কাজ তারা পাঠকদের উপহার দিতে সক্ষম হয়েছেন। তারা সকলের ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা পেতেই পারেন।

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক

মারকাযুল লুগাতিল আরাবিয়া, ঢাকা

CamScanner

সূচিপত্র

কেন বিদেশে উচ্চশিক্ষা? ১৫

দেশে উচ্চশিক্ষিত বেকারত্বের করুণ তথ্যচিত্র ১৫

উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন জনশক্তির সংকট ঘনীভূত হচ্ছে ১৭

দেশে উদ্যোক্তা হতেও অনেক বাধা ১৭

বেকারত্বের অভিশাপে উচ্চশিক্ষিতরা হতাশাগ্রস্ত ১৮

'বিসিএস'কে একমাত্র লক্ষ্য বানানো কেন খুব ঝুঁকিপূর্ণ? ১৮

মেধাবী-পরিশ্রমীদের উন্নত দেশগুলো খুঁজছে! ২০

বিদেশে উচ্চশিক্ষা বিলাসিতা, নাকি বাঁচার তাগিদে প্রয়োজন? ২১

বিদেশে উচ্চশিক্ষায় কী কী অর্জিত হতে পারে? ২২

বিদেশে উচ্চশিক্ষা নিয়ে সমাজে প্রচলিত কিছু ধারণার প্রেক্ষাপট পরিবর্তন ২৩

বিদেশে উচ্চশিক্ষায় রয়েছে সবার সুযোগ ২৭

চিকিৎসকদের বেকারত্ব এড়াতে বিদেশে উচ্চশিক্ষা হতে পারে সমাধান ২৮

বিদেশে এত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও দেশের গ্রাজুয়েটরা সেই সুযোগ নিতে ব্যর্থ হচ্ছে কেন? ৩০

একটি সমীক্ষা : ক্যারিয়ার গঠনের সহজ পদ্ধতি—বিসিএস নাকি বিদেশে উচ্চশিক্ষা? ৩১

বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য প্রস্তুতি কীভাবে নিতে হবে? ৩৪

বিদেশে ডিগ্রি অর্জনের মূলমন্ত্র—প্রস্তুতি থেকে ভর্তি প্রক্রিয়া ৩৪

কোন প্রোগ্রাম টার্গেট করা উচিত—মাস্টার্স নাকি পিএইচডি? ৩৫
উচ্চশিক্ষা বৃত্তির জন্য অত্যাবশ্যকীয় যেসব কাগজপত্র প্রয়োজন ৩৬
শিক্ষাবৃত্তি পেতে অতিরিক্ত কোন কোন দক্ষতা প্রয়োজন? ৩৮
শিক্ষাবৃত্তি অর্জনে কমিউনিটি সার্ভিস বা সমাজ সেবামূলক কাজের গুরুত্ব ৪১
ক্যারিয়ার গঠনে নেটওয়ার্কিং বা সোশ্যাল ক্যাপিটাল কীভাবে সহায়তা করে? ৪২
শিক্ষাবৃত্তি অর্জনে আন্ডারগ্রাজুয়েট গবেষণার অভিজ্ঞতা কেন গুরুত্বপূর্ণ? ৪৩
উচ্চশিক্ষার জন্য প্রস্তুতি কীভাবে এবং কখন থেকে তা শুরু করা উচিত? ৪৫
বিদেশে উচ্চশিক্ষার আদর্শ প্রস্তুতির ছক ৪৬
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদের প্রস্তুতি ৪৭
ডিপ্লোমা (কারিগরি) কোর্সে অধ্যয়নকারীদের প্রস্তুতি ৪৯
কলেজ শিক্ষক, চাকরিজীবীদের স্টাডিগ্যাপ মোকাবেলা করার প্রস্তুতি ৫২
ডিসিপ্লিন সুইচিং ৫৫
বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য ফিন্যান্সিয়াল পরিকল্পনাও থাকা উচিত ৫৬
উচ্চশিক্ষা প্রস্তুতিতে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টসরা যেখানে এগিয়ে ৫৭
ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ুয়া সন্তানদের গার্ডিয়ানরা সচরাচর যে ভুল করেন ৫৭
ক্যারিয়ার পরিকল্পনায় পিতামাতারা যেভাবে বড় বাধা হয়ে ওঠেন ৫৯

কোন কোন দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ আছে? ৬১
উচ্চশিক্ষা বৃত্তির জন্য কোন দেশ, কীসের ভিত্তিতে নির্বাচন করবেন? ৬১
উচ্চশিক্ষা বৃত্তি সন্ধান করতে কিছু সুনির্দিষ্ট পরামর্শ ৬২
চীনে অনেক সুযোগ—গবেষণায় নতুন শক্তিধর রাষ্ট্র, ছাড়িয়ে গেছে আমেরিকাকেও! ৬৩
চীনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আন্তর্জাতিক ছাত্র-ছাত্রী বাড়ছে, বাংলাদেশ পিছিয়ে ৬৫
চীন যে যে ধরনের বৃত্তি প্রদান করে ৬৬
বৃত্তি পাওয়ার টিপস ৭০
জাপান আরো বেশি আন্তর্জাতিক উচ্চশিক্ষার্থী নিচ্ছে ৭১
দক্ষিণ কোরিয়ায় উচ্চশিক্ষা বৃত্তির জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ ৭৪

ইউরোপের যে দেশগুলোতে বাংলাদেশিরা সুযোগ নিতে পারে ৭৬
ইউরোপের উচ্চশিক্ষা বৃত্তি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পয়েন্ট ৭৭
জার্মানিতে উচ্চশিক্ষা ৭৮
ইউরোপের শীর্ষ ২৪টি বার্ষিক উচ্চশিক্ষা বৃত্তি প্রোগ্রাম (মাস্টার্স-পিএইচডি) ৮১
আমেরিকা ও কানাডায় শিক্ষাবৃত্তি ৯৪
অস্ট্রেলিয়াতে উচ্চশিক্ষা বৃত্তি ৯৬
তুরস্কে উচ্চশিক্ষার অনেক সুযোগ ৯৮

মাদরাসা ছাত্রদের বিদেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ এবং প্রস্তুতি ১০৪
দেশের মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক অবস্থা ১০৪
বিদেশে উচ্চশিক্ষার্থে কওমি মাদরাসার শিক্ষার্থীদের অবস্থা এবং বাধাগুলো কী কী? ১০৫
কওমি মাদরাসার শিক্ষার্থীরা যেভাবে বিদেশে জন্য প্রস্তুতি নিতে পারেন ১০৬
সাক্ষাৎকার—কওমি মাদরাসা থেকে বিদেশে উচ্চশিক্ষার অভিজ্ঞতা ১০৭
কওমি মাদরাসার ছাত্ররা যেখানে এগিয়ে ১১০

প্রবাসের বাধাগুলো এবং সেগুলো কীভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব? ১১২
নিজের অভিজ্ঞতায় বিদেশ-বিভুঁইয়ে খাপ খাওয়ানো ১১২
প্রবাসে বসবাসের বাধাগুলো এবং সম্ভাব্য সমাধান ১১৪
ড. এনায়েতুর রহীমের কানাডা-আমেরিকায় ২০ বছর বসবাসের অভিজ্ঞতা ১১৭

থ্যালাসেমিয়া রোগটি ক্যারিয়ার গঠনে বাধা হয়ে উঠতে পারে ১২৪

কেন বিদেশে উচ্চশিক্ষা?

দেশে উচ্চশিক্ষিত বেকারত্বের করুণ তথ্যচিত্র

বাংলাদেশের মতো সীমিত সম্পদের দেশে একটা শিশুর জন্ম থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি অর্জন পর্যন্ত পিতামাতাকে অপরিসীম ত্যাগের পাশাপাশি পরিবারকে অনেক সম্পদ (রিসোর্স) ব্যয় করতে হয়। খুবই পরিতাপের বিষয় হলেও সত্যি যে, উচ্চশিক্ষিতদের একটা বড় অংশ কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারছে না, তথা বেকার। একজন কর্মক্ষম মানুষ কাজ করার সুযোগ না পেলে একদিকে নিজে যেমন হতাশায় ডুবে যায়, অন্যদিকে তারা পরিবার ও দেশের বোঝা হিসেবে পরিগণিত হয়।

গুণগত ও মানসম্পন্ন গবেষণার অভাবে দেশে প্রকৃত বেকারের সংখ্যা এখনো অজানাই রয়ে গেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০১৭ সালের সর্বশেষ শ্রমশক্তি সমীক্ষা অনুযায়ী মোট কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর মাত্র শতকরা ৪ দশমিক ২ ভাগ বেকার তথা ২৭ লক্ষ বেকার;[১] কিন্তু এই সংখ্যা প্রশ্নবিদ্ধ। কেননা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) যে সংজ্ঞার ওপর ভিত্তি করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, তাতে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা রয়েছে। সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী কাজ প্রত্যাশী হওয়া সত্ত্বেও সপ্তাহে এক দিন এক ঘণ্টা মজুরির বিনিময়ে কাজের সুযোগ না পেলে ওই ব্যক্তিকে বেকার হিসেবেই ধরা হয়। অন্যভাবে বলা যায়—জরিপ করার আগের সপ্তাহের যেকোনো সময়ে এক

---

[১] 'দেশে ২৭ লাখ বেকারের তথ্য কতটা বিশ্বাসযোগ্য'- প্রথম আলো, ২৯ অক্টোবর ২০২০

ঘণ্টা কাজ করলেই তাকে বেকার বলা যাবে না। এই প্রেক্ষাপটে বিবিএস দেশের জন্য আরেকটি মানদণ্ডে বা সংখ্যা ব্যবহার করেছে, যেখানে কোনো কর্মক্ষম মানুষ যদি সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টার কম কাজের সুযোগ পান, তবে তাকে ছদ্ম বেকার-ই বলা হয়। সেই হিসেব মতে দেশে এমন ছদ্ম বেকারের সংখ্যা হচ্ছে ৬৬ লাখ[১], যারা পছন্দমতো কাজ পান না। এদের বড় অংশই রাইড শেয়ারিং, টিউশনি ও বিক্রয়কর্মীসহ নানা ধরনের খণ্ডকালীন কাজ করতে বাধ্য হন। তবে এই সংখ্যা নিয়েও প্রশ্ন থেকে যায়। শ্রমজীবী অধিকার নিয়ে কাজ করা বেশ কিছু সংস্থার মতে, দেশে কর্মহীন জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ন্যূনতম ১ কোটি ৫০ লাখ থেকে সর্বোচ্চ ৫ কোটির মধ্যে।[২]

অন্যদিকে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস) এর দুটি জরিপ অনুযায়ী দেশের স্নাতক (অনার্স) ডিগ্রিধারীদের ৩৭ থেকে ৬৬ শতাংশ বেকার।[৩] একশন এইড (২০১৯) এর গবেষণা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটের ৪৬ শতাংশের বেশিই বেকার।[২] বিশ্বব্যাংক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর জরিপ করেছিল। তাতেও দেখা গেছে, স্নাতক পাস করা শিক্ষার্থীদের ৪৬ শতাংশ বেকার[৪], যারা তিন বছর ধরে চাকরি খুঁজছেন। ব্রিটিশ সাময়িকী ইকোনমিস্টের ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (ইআইইউ) প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশের ৪৭ শতাংশ স্নাতকই বেকার, যেখানে ভারতে ৩৩ শতাংশ, পাকিস্তানে ২৮ শতাংশ, নেপালে ২০ শতাংশ এবং শ্রীলঙ্কায় ৭ দশমিক ৮ শতাংশ বেকার।[৩] এসব তথ্য পর্যালোচনা করে ধারণা করা যায় যে, প্রতিবছর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করা ২০-২২ লক্ষ মানুষের প্রায় অর্ধেক (১০ লক্ষ) বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাজুয়েট জব পাচ্ছে না। করোনা অতিমারির কারণে উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা আরো বেড়ে গেছে। গুটিয়ে আসছে চাকরির বাজার, তৈরি হচ্ছে না নতুন কর্মক্ষেত্র, করোনার কারণে পুরোনো প্রতিষ্ঠানে বাড়ছে চাকরি থেকে ছাটাই।

---

[১] 'দেশে ২৭ লাখ বেকারের তথ্য কতটা বিশ্বাসযোগ্য' - প্রথম আলো, ২৯ অক্টোবর ২০২০

[২] 'The rise of joblessness among the youths in Bangladesh', Fintech, July 15, 2019

[৩] '৬৬ শতাংশ শিক্ষিত বেকার' প্রথম আলো, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১

[৪] 'উচ্চশিক্ষিতদের উচ্চ বেকারত্ব, সমাধানে প্রয়োজন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন' প্রথম আলো, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২১

উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন জনশক্তির সংকট ঘনীভূত হচ্ছে

অবাক করা বিষয় হচ্ছে, একদিকে দেশে উচ্চশিক্ষা অর্জনের হার বাড়ছে, কিন্তু অন্যদিকে দেশের প্রধান চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো দক্ষ মানবসম্পদের অভাবে ভুগছে। এই অভাব পূরণে প্রতিষ্ঠানগুলো ভারত-শ্রীলংকাসহ অন্যান্য দেশ থেকে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন জনশক্তি (টেকনিক্যাল ও ম্যানেজারিয়াল) আমদানি করায় বাংলাদেশের বিরাট অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করতে হচ্ছে। প্রসঙ্গত, ভারতের প্রায় ২ লক্ষ মানুষ আমাদের দেশের বিভিন্ন (মূলত বস্ত্রখাত, কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি, ঔষধ শিল্প) সেক্টরে কাজ করে প্রতিবছর কমপক্ষে ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার[১] (অর্থাৎ প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা) তাদের দেশে রেমিটেন্স হিসেবে পাঠাচ্ছে। খুবই দুঃখের বিষয়, দেশের (পাবলিক এবং প্রাইভেট মিলে) ৩৩টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতিবছর কমপক্ষে ৩০০০ টেক্সটাইল গ্রাজুয়েট (ইঞ্জিনিয়ার) টেক্সটাইল বের হলেও এই খাতে দক্ষ জনশক্তির সে অভাব রয়েই গেছে।

দেশে উদ্যোক্তা হতেও অনেক বাধা

বিশ্বব্যাংকের ২০২০ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, 'Ease of Doing Business' সূচকে ১৯০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের স্থান ১৬৮ তম। প্রথম স্থানে নিউজিল্যান্ড এবং শেষের স্থানে সোমালিয়ার অবস্থান। দেশে উদ্যোক্তা তৈরিতে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ এবং তাদের সহযোগিতা করার জন্য রাষ্ট্রীয় কোনো সাপোর্ট সিস্টেম গড়ে ওঠেনি। নতুন ব্যবসা বা উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা করতে অর্থসংস্থান নিয়ে বাধা; বিভিন্ন ধরনের অনুমতি বা লাইসেন্স, আয়কর প্রদান, সরকারি বা ব্যাংক লোন-সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার জন্য এখন পর্যন্ত কোনো সহজবান্ধব প্রতিষ্ঠানও গড়ে ওঠেনি। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে নাগরিক সার্ভিস পেতে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়। তরুণদের মধ্যে উদ্যোক্তা হওয়ার প্রবণতা দেখা দিলেও উদ্যোক্তা হিসেবে টিকে থাকা তাদের পক্ষে বেশ দুরূহ ব্যাপার। নতুন কোনো উদ্যোগ নিতে বিভিন্ন রকমের পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করতে হয়। নারীদের জন্য উদ্যোক্তা হওয়া তো আরো কঠিন; থাকে নানা রকম পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা। এসব কারণে দিনশেষে ব্যর্থতার পাল্লাই ভারী হয়।

---

[১] "Indians remit $4b from Bangladesh: RMMRU" Prothom Alo, 29 Dec 2019

বেকারত্বের অভিশাপে উচ্চশিক্ষিতরা হতাশাগ্রস্ত

কর্মসংস্থান-সংক্রান্ত অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতা ও অনিশ্চয়তার কারণে দেশের জব প্রত্যাশী গ্রাজুয়েটরা মানসিকভাবে উদ্বিগ্ন ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত ৯৮৮ জন বেকার গ্রাজুয়েটের ওপর এক গবেষণায় দেখা গেছে, শতকরা ৮১ ভাগ জব প্রত্যাশী ডিপ্রেশনে ভুগছে।[১] আর্থিক সংগতি হবে কি না সেই চিন্তা হতাশাগ্রস্ত হওয়ার পেছনে অনুঘটকের ভূমিকা বেশ জোরেশোরেই পালন করে। প্রথম আলোর ২০১৯ সালের তারুণ্য জরিপ অনুযায়ী, দেশের ৭৭ দশমিক ৬ শতাংশ তরুণই কর্মসংস্থান নিয়ে উদ্বিগ্ন। এ ছাড়াও জরিপে অংশ নেওয়া উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রায় ৯১ শতাংশ[২] ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থান নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভোগে। দেশে প্রতিযোগিতা, সামাজিক অস্থিরতা, ভবিষ্যৎ কর্মজীবন নিয়ে দুশ্চিন্তা তরুণ-তরুণীদের ভেতরে পরোক্ষভাবে আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। মূলধারার পত্রিকায় প্রকাশিত পুলিশের তথ্যানুযায়ী ২০২১ সালের প্রথম ৬ মাসে প্রায় সাড়ে ৭ হাজার মানুষ আত্মহত্যা করেছে, যাদের বেশিরভাগের বয়স ১৮-৩০ বছরের মধ্যে।

'বিসিএস'কে একমাত্র লক্ষ্য বানানো কেন খুব ঝুঁকিপূর্ণ?

বিসিএস পেশা সামাজিক মর্যাদা হিসেবে বর্তমানে বিশেষ স্থান দখল করে বসে আছে। এক সময় গার্ডিয়ানরা সন্তানদের প্রকৌশলী, চিকিৎসক বানাতে স্বপ্ন দেখতেন; এখন দেখছেন বিসিএস ক্যাডার নিয়ে। বিয়ের ক্ষেত্রেও সেই একই দশা, সরকারি চাকরি থাকলে ধাক্কা দিয়ে গুরুত্ব বাড়ে। একসময় টেকনিক্যাল সেক্টরে বেসরকারি জবে প্রারম্ভিক বেতন বিসিএস ক্যাডারের তুলনায় বেশি ছিল। এখন বিসিএস জবের শুরুতেই ৪০ হাজার টাকার বেশি বেতন দিয়ে দেওয়া হয়। মূল বেতনের সাথে অতিরিক্ত হিসেবে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা (যেমন : চিকিৎসাভাতা, উৎসবভাতা, ভ্রমণ, বাড়িভাড়া, কাপড় পরিষ্কার করার ভাতা, প্রেষণভাতা, আপ্যায়নভাতা, যাতায়াত ভাতা, টিফিনভাতা, ঝুঁকিভাতা) রয়েছে।

---

[১] "Financial threat, hardship and distress predict depression, anxiety and stress among the unemployed youths: A Bangladeshi multi-city study (2020)"- Journal of Affective Disorders, Volume 276, Pages 1149-1158

[২] 'উদ্বেগ বেশি কর্মসংস্থান নিয়ে' প্রথম আলো, ২৩ ডিসেম্বর ২০২০

চাকরিটাও নিরাপদ। সমাজে একটা ধারণা প্রোথিত হয়েছে যে, বিসিএস বা সরকারি চাকরি একবার পেয়ে গেলে তা আর কখনো যাবে না; তাই একবার বাগিয়ে নিতে পারলে পুরো জীবনটাই গোছানো হয়ে গেলো। টাকার পাহাড় বানানোর সুযোগ তো রয়েই গেছে তাদের জন্য, যাদের দুর্নীতিতে জড়িত হতে কোনো বিবেকবোধ কাজ করে না। বিশেষ করে যারা প্রশাসনিক পদে থাকেন, তাদেরকে সাধারণ মানুষ ক্ষমতাবান হিসেবে অহেতুক একটা সমীহ করে। এসব কারণে বিসিএস নিয়ে সমাজে বিস্ময়কর রকমের উন্মাদনা তৈরি হয়েছে।

এইসব কারণে বিসিএস পরীক্ষা সব বিভাগের (বিজ্ঞান, প্রকৌশল, চিকিৎসক, কৃষিবিদ এবং অন্যান্য এপ্লাইড বিষয়, কলা সমাজবিজ্ঞান, বাণিজ্য) গ্রাজুয়েটদের জন্য হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের মঞ্চ। অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েই বিসিএসকে টার্গেট করে প্রস্তুতি শুরু করেন। সেশন জটের কারণে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি অর্জন করতে প্রায় ২ বছর বেশি সময় লেগে যায়। এরপর বিসিএস প্রত্যাশীরা সাধারণত ৪-৫ বার পরীক্ষায় অংশ নেন। এজন্য সব মিলে প্রায় ৮-১০ বছরব্যাপী দীর্ঘ উৎকণ্ঠা ও মানসিক চাপের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় বিসিএস প্রত্যাশীদের। সরকারি চাকরিতে ঢোকার বয়স আরো ৫ বছর বাড়িয়ে ৩৫ বছর করার জন্য আন্দোলন চলছে, যাতে বিসিএস বা অন্যান্য সরকারি চাকরিতে চেষ্টা করার আরো সুযোগ থাকে।

বিসিএস পরীক্ষায় অকৃতকার্য বা ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা ৯৯ ভাগের বেশি। গত ৪১তম এবং ৪২তম বিসিএস প্রত্যাশীদের তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিসিএস ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত বা কৃতকার্য হয় শতকরা শূন্য দশমিক পাঁচেরও (০.৫%) নিচে। যেমন : ৪১তম বিসিএসে আবেদন জমা পড়েছে মোট ৪ লাখ ৭৫ হাজার, যেখানে পদসংখ্যা মাত্র ২,১৩৫। অর্থাৎ, প্রতিটি পদের জন্য ২০০ এর বেশি প্রার্থী প্রতিযোগিতা করে এবং শেষপর্যন্ত প্রতি ১০০ জনে ৯৯ জনেরও বেশি ব্যর্থ হয়! শুধু বিকল্প ক্যারিয়ার গড়ার যে সুযোগ রয়েছে, সেই তথ্যের অভাব এবং মানসিকতাজনিত কারণে বিসিএস নামক মরীচিকার পেছনে ছুটে ছুটে অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে হতাশায় ডুবে যাচ্ছে। সামাজিক ও পারিবারিক প্রভাবে ইদানীং স্কুল-কলেজ লেভেল থেকেও অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা বিসিএস এর স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। আফসোস, এই উন্মাদনার ফলে গ্রাজুয়েটরা দেশে বা বিদেশে ক্যারিয়ার গঠনের অন্যান্য সহজ সুযোগ লুফে নিতে পারছে না। বিসিএসকেন্দ্রিক নির্ভরশীলতার কারণে দেশের অনেক সম্পদ ও গ্রাজুয়েটদের ঘুমন্ত সম্ভাবনার

বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, দিন দিন বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক বিশেষায়িত সাবজেক্টের (যেমন বিজ্ঞান ও ফলিত বিজ্ঞান) উপযোগিতাই হারানোর একধরনের ভয়ংকর আবহ গড়ে উঠেছে, যা সন্দেহাতীতভাবে দেশের ভবিষ্যৎ অগ্রগতিতে বড়সড়ো বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

মেধাবী-পরিশ্রমীদের উন্নত দেশগুলো খুঁজছে!

মিডিয়াতে ইদানীং প্রায়ই দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র বা গ্রাজুয়েটের আত্মহত্যার খবর, যার নেপথ্যে থাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দুশ্চিন্তা তথা স্বপ্নভঙ্গের ঘটনা। বস্তুত আশা বা স্বপ্ন মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, মানুষকে কাজ করতে শক্তি জোগায়। দেশে যোগ্যতার মাপকাঠিতে মূল্যায়ন সিস্টেম এখনো গড়ে ওঠেনি। এজন্যও অনেকে নিগ্রহের শিকার হয়। কেউ কেউ তা সহ্য না করতে পেরে নিজের মূল্যবান জীবনটাকেই ধ্বংস করে দেয়। এর মাধ্যমে পিতামাতার অনেক ত্যাগ, পরিশ্রম ও সম্পদের বিনিয়োগ একনিমিষেই ধ্বংস হয়ে যায়।

বিশ্বজুড়ে কিন্তু অনেক সুযোগ তৈরি হয়েছে, যা আমাদের দেশের গ্রাজুয়েটরা জানে না অথবা বিষয়টা তারা অনুধাবন করতে পারছে না; তাই দেশের এই ছোট গণ্ডির মাঝেই নিজেদের স্বপ্ন ধারণের চেষ্টা করে তারা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গ্রাজুয়েটদের সময়োপযোগী ক্যারিয়ার গঠনের বিশেষ উদ্যোগ তেমন চোখে পড়ে না। বিশ্বায়নের যুগে পরিশ্রমী ও মেধাবী মানুষের অনেক কদর রয়েছে বিশ্বব্যাপী। এজন্য নিজেকে সেভাবে তৈরি করতে হয়। প্রসঙ্গত, বিশ্বের সবচেয়ে ধনী উদ্যোক্তা ইলন মাস্ক সাউথ আফ্রিকা থেকে আমেরিকায় মাইগ্রেট করেন। গুগুলের সিইও হচ্ছেন একজন ইন্ডিয়ান। এমন লক্ষ লক্ষ দৃষ্টান্ত রয়েছে।

বিশ্বায়নের ফলে কম বয়স্ক জনসংখ্যাবহুল উন্নয়নশীল দেশেগুলোর (যেমন : বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান) জনসংখ্যা গুরুত্বপূর্ণ মানবসম্পদে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান অগ্রগতিতে প্রবাসী শ্রমিকরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সরকারের তথ্য অনুযায়ী ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে প্রবাসী শ্রমিকরা প্রায় ২৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (২ লক্ষ কোটি টাকার বেশি) ফরেন রেমিটেন্স পাঠিয়েছে। উন্নত দেশগুলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। তাই নতুন জ্ঞান ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সেই দেশগুলো নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয় ও ইন্ডাস্ট্রির মাধ্যমে প্রতিবছর হাজার হাজার স্কলারশিপ দিয়ে সারা বিশ্ব থেকে মেধা আমদানি করে। উচ্চ দক্ষতাপূর্ণ এই সুযোগগুলো কাজে লাগিয়ে চায়না ও ভারতের

অর্থনীতি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটেছে। এই প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় রয়েছে অনেকগুণ পিছিয়ে।

আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে উন্নত দেশগুলোতে শিশু জন্মহার নেগেটিভ হয়ে গেছে, ফলে অনেক দেশেই জনসংখ্যা কমতে শুরু করেছে। ২০২০ সালে বিশ্বের স্বনামধন্য লেনসেট জার্নাল এই বিষয়ে একটা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় ৩০টি দেশের জনসংখ্যা বর্তমানের চেয়ে অনেক অনেক কমে যাবে। ইউরোপের বেশিরভাগ দেশ ও এশিয়ার, বিশেষ করে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, চায়না, থাইল্যান্ডে জনসংখ্যা দিন দিন কমতির দিকে এগিয়ে যাবে।[১] একদিকে শিশু জন্মহার কমে গেছে, অন্যদিকে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে; তাই অর্থনীতির চাকা সচল ও সবল রাখতে দরকার দক্ষ জনশক্তি। এই কারণে বিশ্বের উন্নত দেশগুলো উচ্চশিক্ষিত মেধাবীদের আকৃষ্ট করতে বিভিন্ন রকমের অফার দিচ্ছে, যাতে তারা জনসংখ্যার এই ঘাটতিটা পূরণ করে উঠতে পারে। তো এইসব কারণে নিকট ভবিষ্যতে উন্নত দেশগুলোতে উচ্চশিক্ষা ও জবের সুযোগ আরো বেড়ে যাবে।

বিশ্বে এত এত সুযোগ থাকতেও বিসিএসকেন্দ্রিক স্বপ্ন (যেখানে ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা ৯৯ ভাগেরও বেশি) দেখার যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, তা রীতিমতো বিস্ময়কর। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে যারা বড় লক্ষ্য তাড়া করে প্রস্তুতি নেবে, তাদেরকে হতাশা গ্রাস করে ফেলার কথা নয়।

বিদেশে উচ্চশিক্ষা বিলাসিতা, নাকি বাঁচার তাগিদে প্রয়োজন?

এই আমাদের উপমহাদেশে এমন সময়ও ছিল, যখন এন্ট্রান্স (এসএসসি) পরীক্ষায় পাস করলেও এলাকাবাসী দেখতে ভিড় জমাতো। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া তো ছিল বিরাট ব্যাপার। ৮০'র দশকেও উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাত্রা স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। শুধু অসাধারণ ও তাক লাগানো রেজাল্টধারী গ্রাজুয়েটরা পিএইচডি করতো—এরকম একটা ধারণা সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু এখন বিদেশে উচ্চশিক্ষা স্বাভাবিক হয়ে গেছে, যেন পানি-ভাত।

---

[১] "Fertility rate: 'Jaw-dropping' global crash in children being born" 15 July 2020, BBC

CamScanner

১৯৯০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল মাত্র ১০টা। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৫৮টা। এর মধ্যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ৫৩টা এবং ১০৫টা হচ্ছে প্রাইভেট। প্রতিবছর প্রায় ৮ লক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাজুয়েট বা স্নাতক ডিগ্রিধারী কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে; কিন্তু সেই তুলনায় জব বাড়েনি। বর্তমানে দেশে ১০ লক্ষ গ্রাজুয়েট বেকার পড়ে আছে।

৯০'দশকেও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে ক্যারিয়ার গঠনে একধরনের মোটামুটি মাপের নিশ্চয়তা ছিল। প্রসঙ্গত, এখন ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে টেক্সটাইল সেক্টরে ১৫-২০ হাজার টাকার জব পেতেও অনেক কঠিন পথ পাড়ি দিতে হচ্ছে। তেমনিভাবে সদ্য পাস করা চিকিৎসকদের ২০-২৫ হাজার টাকার বেতনে জবে ঢুকতে হয়। দেশে প্রতিবছর ৪১টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০০ এর বেশি ফার্মাসি গ্রাজুয়েট হচ্ছে, কিন্তু সেই তুলনায় ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির সংখ্যা বাড়েনি। হাতে গোনা ২০টা ফার্মা কোম্পানি ভালো করছে। অন্যরা মূলত টোল বা কন্ট্রাক প্রডাকশন করে বড় কোম্পানিগুলোর। আমাদের সময় দেশে মাইক্রোবায়োলজি গ্রাজুয়েট হতো প্রতিবছর ২০ জন। এখন পাশ করছে প্রায় ৫০০ জনের মতো। বিজনেস ডিসিপ্লিন থেকে হাজার হাজার পাশ করছে, কিন্তু জব পাচ্ছে না। পেলেও স্যালারি গাড়ির ড্রাইভারদের চেয়েও কম অফার করে। দেশে প্রায় সব ডিসিপ্লিনের এই একই অবস্থা।

এখন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েট হওয়ার জন্য চ্যালেঞ্জও কম, কিন্তু সবকিছু মিলে ক্যারিয়ার গঠন করা অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই কারণেও হতাশাগ্রস্ত বেকারের সংখ্যা খুব বেড়ে গেছে। মেধাবীরা বিসিএস জব নিশ্চিত করতে জীবন কুরবান করে দিচ্ছে, কিন্তু তারা যে চান্স পাবে, তার নিশ্চয়তা নেই! শতকরা ১ শতাংশও নয়।

বিদেশে উচ্চশিক্ষায় কী কী অর্জিত হতে পারে?

প্রথমত, জ্ঞান-বিজ্ঞানে এগিয়ে থাকা দেশের উন্নত পরিবেশে পড়ালেখা-গবেষণার মাধ্যমে বিশেষ দক্ষতা অর্জিত হয়। আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়ানোরও একটা বিশেষ যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। বিশ্বায়নের যুগে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন মানুষের চাহিদা পৃথিবীজুড়ে। ভালো মানের পিএইচডি বা মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করলে বিভিন্ন দেশের কর্মক্ষেত্রে ভূমিকা রাখা তথা প্রফেশনাল দ্বার সামনে খুলে যায়।

CamScanner

দ্বিতীয়ত, দেশে দক্ষ জনশক্তির যে ঘাটতি রয়েছে, বিদেশে উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে তা পূরণ হতে পারে। রূঢ় বাস্তবতা হচ্ছে, আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষিতের হার বাড়লেও সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়েনি শিক্ষার মান। দেশের জব সেক্টরে উচ্চ দক্ষতাপূর্ণ পজিশনগুলো পূরণ করতে ভারত, শ্রীলংকার শরণাপন্ন হতে হচ্ছে; এতে হাজার হাজার কোটি টাকা হাত গলে দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যায়, সাম্প্রতিক সময়ে চায়না ও ভারতের অর্থনীতি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির নেপথ্যে রয়েছে তাদের উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন প্রবাসী জনশক্তি। একসময় উচ্চশিক্ষার্থে মেধাবীদের প্রবাসে পাড়ি দেওয়াকে মেধার অপচয় (brain drain) বলা হতো, কিন্তু পরবর্তী সময়ে অনুকুল পরিবেশে তারাই দেশ গড়ার কারিগরে রূপান্তরিত হয়েছে।

তৃতীয়ত, একজন মানুষ অপার সম্ভাবনা নিয়েই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। সুযোগের অভাবে সেগুলো ঠিকঠাক বিকশিত হতে পারে না। উন্নত দেশের প্রতিষ্ঠিত স্বচ্ছ ও মেধাভিত্তিক সিস্টেমে সেই অপ্রকাশিত সম্ভাবনাগুলো বিকশিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে, যে মানুষটি দেশে নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ পাননি, প্রবাসে গিয়ে সে-ই তিনিই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী, অ্যাকাডেমিশিয়ান (প্রফেসর) হয়েছেন।

চতুর্থত, বিদেশে উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলো অর্জন করতে পারলে দেশেও জব পেতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। এটা বিসিএস প্রস্তুতিতেও বেশ সহায়ক হতে পারে।

পঞ্চমত, নতুন ভাষা, সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিতি সুবাদে মননজুড়ে প্রশস্ততা বেড়ে যাওয়ার ঢের সুযোগ তৈরি হয়।

বিদেশে উচ্চশিক্ষা নিয়ে সমাজে প্রচলিত কিছু ধারণার প্রেক্ষাপট পরিবর্তন

ক. বিদেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়া কি দেশ ও পরিবারকে বঞ্চিত করা?

সময় পালটে গেছে। ৪০-৫০ বছর আগেও এলাকা বা গ্রামকেন্দ্রিক চিন্তা-চেতনার অনেক প্রভাব ছিল জনমনে, সেভাবেই বিয়ে-শাদি হতো। পৈত্রিক সম্পত্তি ও ভিটেমাটির প্রতি বিশেষ ধরনের আবেদন ছিল। জনসংখ্যা বেড়েছে অনেক, কিন্তু সে অনুযায়ী সম্পদ বাড়েনি, তাই চাহিদা বেড়ে গেছে। তা মেটাতে হতে

CamScanner

হয় শহরমুখী। শহরায়ণ বাড়ার সাথে সাথে সেই আবেগেও ভাটা পড়া শুরু হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং তথ্য-প্রযুক্তি প্রসারের কারণে পুরো বিশ্ব এখন পরিণত হয়েছে গ্লোবাল ভিলেজে। বাস্তবতা হচ্ছে—স্বনির্ভর হওয়ার মতন কারো আর্থিক স্বচ্ছলতা যদি না থাকে, তাহলে ভিটেমাটি, প্যারেন্টাল লিগেসি তেমন অর্থবহ হয় না। অর্থনৈতিক টানাপোড়েনে পরিবারের প্রিয় আপনজনও (পিতামাতা, ভাইবোন) ভুল বোঝা শুরু করতে পারে। ইত্যাকার বিভিন্ন ধরনের বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়ার কারণে সব শ্রেণির মানুষই উপার্জনের জন্য ছুটছে দেশ-বিদেশে। মোটামুটি সম্মানজনকভাবে বাঁচার আশায় নিম্ন মধ্যবিত্তরা এতটাই মরিয়া যে, অবৈধভাবে দুর্গম পাহাড় পাড়ি দিয়ে, সমুদ্র সাঁতরিয়ে বিদেশ-বিভূঁইয়ে কাজের সন্ধানে বের হচ্ছে। বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে বাংলাদেশের কমপক্ষে ৪০ লক্ষ শ্রমিক কাজ করে প্রতিবছর প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকার রেমিটেন্স পাঠাচ্ছে। দেখা যায়, পরিবারের কেউ প্রবাসে পড়াশোনা বা শ্রমিক হিসেবে পাড়ি জমালে সেই পরিবারের অবস্থা পালটে যায়। তথ্য-প্রযুক্তির উন্নতির কারণে এখন পারস্পরিক যোগাযোগও অনেক সহজ হয়ে গেছে; তাই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রবাসী হওয়াটা কোনোভাবেই পরিবার বা দেশকে বঞ্চিত করার প্রশ্ন ও যুক্তিতে টেকে না।

২০২০ সাল পর্যন্ত আনুমানিক ৬.৬ মিলিয়ন চীনা শিক্ষার্থী বিদেশে পড়াশোনা করেছে, বেশিরভাগই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। যদিও অনেকে বিদেশে থেকেছেন বা থাকছেন, তাই বলে চীন সরকার কিন্তু তাদের 'হারিয়েছে' বিবেচনা করে না; বরং বিতরণ করা সম্পদ হিসাবে বিবেচনা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউ গবেষণা এবং উদ্ভাবনী উদ্যোগগুলোতে চীনা মানব পুঁজির প্রবাহ থেকে ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছে; তবে কারা লাভবান হবে, সেই প্রশ্নটা বিতর্কের বিষয় হয়েই রয়ে গেছে।

সম্প্রতি চীনে ফিরে আসা বিদেশি ছাত্র ও বিজ্ঞানীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, আংশিকভাবে সরকারের প্রত্যাবর্তন মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম দ্বারা উদ্দীপিত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে স্থায়ী গবেষণা অবস্থান, আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক বেতন, গবেষণা তহবিল এবং অভিবাসন প্রক্রিয়ায় প্রশাসনিক সহায়তাসহ সামগ্রিকভাবে উন্নতমানের গবেষণার পরিবেশ। ২০০০ সালের মাঝামাঝি, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অভিজাত গবেষণা বিভাগের এবং চাইনিজ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেসের বেশিরভাগ জীবন বিজ্ঞানের অধ্যাপকরা বিদেশে অধ্যয়ন করেছিলেন। ২০২০ সালের একটা প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে, প্রত্যাবর্তনকারীরা চীনের শীর্ষ ১০% সর্বাধিক উদ্ধৃত প্রকাশনার একটি বড় অংশের

CamScanner

জন্য দায়ী। চীনা বিজ্ঞানের গুণগত উন্নতি সাধনে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা একটা প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

খ. বিশ্বে ধর্মকর্ম ইস্যুতে কেমন পরিবর্তন হয়েছে? চ্যালেঞ্জ?

তথ্যের অভাবে দেশের অনেকেই প্রবাসে ধর্ম পালনের ইস্যুতে অস্পষ্ট ধারণা রাখেন। এজন্য কেউ কেউ বিদেশে উচ্চশিক্ষা অর্জনে সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন। এটা ঠিক যে, একসময় নন-মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোতে মুসলিমদের ধর্ম পালনে বেশ সমস্যায় পড়তে হতো, কিন্তু গত ৩০ বছরের বিভিন্ন ঘটনায় যেমন—মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ, সেপ্টেম্বর ইলেভেন, আফগানিস্তান যুদ্ধ ইত্যাদিতে একটা আমূল পরিবর্তন হয়েছে। এখন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে চিন্তাধারায় ব্যাপক পরিবর্তনের হাওয়া লাগায় আগের চেয়ে ধর্ম পালন করা এখন অনেক সহজ হয়েছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) পর অটোম্যান সাম্রাজ্য পতনের পর পৃথিবীতে ইসলাম ইস্যুটি গৌণ হয়ে যায়। তখন ধারণা করা হতো, একেশ্বরবাদী ধর্মসমূহ (ইহুদিধর্ম, খৃস্টধর্ম ও ইসলাম) একসময় বিলীন হয়ে পুরো বিশ্বের সব সিস্টেম সেক্যুলারাইজেশন হয়ে যাবে। অন্যভাবে, যদি অস্তিত্ব থেকেও থাকে, তবে তা একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার হিসেবে হয়তো কোনোরকমে টিকবে। আমেরিকান অ্যাকাডেমিশিয়ান হার্ভে কক্স (Harvey Cox) ১৯৬৫ সালে তার প্রকাশিত বিখ্যাত গ্রন্থ, *দ্য সেক্যুলার সিটিতে* (*The Secular City*) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, ২০০০ সালের মধ্যেই হয়তো এই ঘটনা ঘটবে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, তা হয়নি; বরং ধর্মের পুনর্জাগরণ হয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইসরাইল নামক নতুন দেশ প্রতিষ্ঠা করা নিয়ে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের ফলে ইসলাম ধর্ম ইস্যুটি আবারো বিশ্বে আলোচনায় উঠে আসে। গণতন্ত্র ও কমিউনিজম আইডিওলজি নিয়ে পৃথিবী বিভাজিত হয়। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত কমিউনিজম আইডিওলজি বা ভাবধারা তরুণ-তরুণীদের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। ইরানে বিপ্লব এবং আফগানিস্তানে আমেরিকা-রাশিয়া যুদ্ধ বেঁধে যায় রাজনৈতিক আদর্শগত কারণে। এরপর ইতিহাসের প্রেক্ষাপটগুলো তুলনামূলক দ্রুতই পরিবর্তন হতে শুরু করে। ২০০১ সালে টুইন টাওয়ার বিধ্বস্ত ও পরবর্তী ঘটনায় মুসলিমরা ভুক্তভোগী হলেও ধর্মীয় আইডিওলজি হিসেবে ইসলাম বিশ্ব রাজনীতিতে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে। এসব ঘটনায় বুদ্ধিভিত্তিক

CamScanner

আলোচনা, সামাজিক সচেতনতা, রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ ও পলিসির কারণে অনেকে ইসলাম ধর্মে কনভার্ট হচ্ছে। অন্যদিকে দাওয়াতের কাজ (যেমন : তাবলিগ), ইউরোপ-আমেরিকায় শিশু জন্মহার বৃদ্ধি ও যুদ্ধ-শরণার্থী, শ্রমিক এবং উচ্চশিক্ষার জন্য মাইগ্রেশন বা অভিবাসনের কারণে নন-মুসলিম দেশেও উল্লেখযোগ্য মুসলিম বাস করছে। এর ফলে ধর্মকর্ম পালন (যেমন : হালাল খাবার এবং মসজিদে সালাত আদায়) আগের চেয়ে সহজতর। তা ছাড়া বিশ্বের প্রায় দুই বিলিয়ন মুসলিম একটা বড় বাজার। কয়েক বছর আগে এক স্টাডিতে উঠে এসেছে—বিশ্বে হালাল মার্কেটের সাইজ প্রায় ৪০০ বিলিয়ন ডলার। মুসলিমরা মূলত ভোক্তা। তাই যারা পণ্য তৈরি করে, বিক্রি করার জন্য মুসলিমদের ইস্যুকে তাদের যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হয়। এই কারণেও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ধর্মকর্ম পালন করতে আর আগের মতো তেমন একটা বেগ পেতে হয় না।

পড়াশোনা ও জবের কারণে বিভিন্ন দেশে যেতে হয়েছিল আমাকে। ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিংগাপুরে উচ্চশিক্ষার সুবাদে ১০ বছরেরও বেশি সময় সিংগাপুরে কাটিয়েছি। সরকারের পলিসি হচ্ছে—যেকোনো সরকারি বা বেসরকারি মিটিংয়ে হালাল খাবারের ব্যবস্থা করতেই হবে, যাতে মুসলিমরা অংশগ্রহণ করতে পারে। পিএইচডি সমাবর্তনের সময় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেয়, মুসলিম মহিলা গ্রাজুয়েটরা ডিগ্রি নেওয়ার সময় ধর্মীয় কারণে হ্যান্ডশেক করার বাধ্যবাধকতা নেই। প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালে প্রাতিষ্ঠানিক কাজে ১০ দিনের জন্য চায়নায় ট্যুরে যেতে হয়েছিল। যাওয়ার আগে শুকনো খাবার সঙ্গে নেওয়ার অভ্যাস, যাতে হালাল খাবার নিয়ে কোনো সমস্যা না হয়। আমার সাথে ছিলেন আরো দুজন কলিগ। চায়না ট্যুরের প্রথম ৩ দিন মিটিংয়ে দেওয়া খাবার খেতাম না হালাল ইস্যুতে, শুধু ফল আর পানি খেয়ে কাটিয়েছি। এই ঘটনা কয়েকদিন দেখার পর চাইনিজ গাইড (ইন্ডাস্ট্রি কনটাক পার্সন) জিজ্ঞেস করেই বসলেন, আমি কেন খাবার খাচ্ছি না। ধর্মীয় ইস্যুতে সন্দেহ থাকায় পরিহার করছি বলে জানালাম। এটা শুনে তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, এটা আগে জানা থাকলে তো হালাল খাবার বা রেস্টুরেন্টের ব্যবস্থাই করতাম। বুঝলাম, চায়নাতে হালাল খাবার আশেপাশে ছিল, কিন্তু তথ্য জানা ছিল না। আমাদের সেই প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়মিত চীনে যায় লোকজন এবং সেই ব্যক্তিই চায়নার কন্টাক পার্সন হিসেবে কাজ করেন। এত লোক ভিজিট করল, কিন্তু তারা সম্ভবত হালাল ইস্যুটি সামনে আনতে লজ্জা পেয়েছেন। সমস্যা হচ্ছে—নিজেদের মুসলিম পরিচয় দিতে আমাদের মাঝে একধরনের হীনম্মন্যতা কাজ করে। উচ্চশিক্ষার্থে আমার

CamScanner

এক জুনিয়র বন্ধুর ওয়াইফ চায়নাতে নিকাব পরে চলাফেরা করেছে, বন্ধুটি নিজেও বেশভূষায় মুসলিম (টুপি-পাঞ্জাবি); তাতে তারা কোনো সমস্যার মুখোমুখি হয়নি।

করুণ বাস্তবতা হচ্ছে, আমাদের মতো মুসলিম অধ্যুষিত দেশে প্রাইভেট কর্পোরেট অফিসগুলোতে বাহ্যিকভাবে মুসলিম বেশভূষাধারীদের জবে রিক্রুট করতে অনীহা প্রকাশ করে থাকে, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা কেমন জানি হীনম্মন্যতায় ভোগেন। ২০০২ সালে সিংগাপুরে পিএইচডি করতে যাওয়ার আগে নিজের কর্মরত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের এইচআর অফিসের একটা কাজে গিয়েছিলাম। সেখানকার সিইও আমার মুসলিম বেশভূষা দেখে খুবই রেগে গিয়ে অন্যদের ধমকাচ্ছিলেন—কেন এই মাদরাসার ছেলেকে ঢুকতে দিয়েছে! এখন হয়তো পরিস্থিতি কিছুটা পাল্টেছে। আমাদের দেশে মনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেও দুর্নীতিতে ভরা সিস্টেমে পড়ে ঘুষ, মিথ্যা কথা বলতে বাধ্য হন ধর্মপরায়ণ মানুষ; তবে দেশে সার্বিকভাবে এখনো ইসলামিক একটি ভাবধারা রয়েছে। মুসলিমরা বিদেশে দ্বীন প্রসারের উদ্দেশ উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করলে ক্ষুদ্র হলেও তার একটা না একটা প্রভাব পড়বেই।

বিদেশে উচ্চশিক্ষায় রয়েছে সবার সুযোগ (কলা, সমাজবিজ্ঞান, ব্যবসা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, মাদরাসা)

দেশে প্রচলিত ধারণা হচ্ছে, বিদেশে শিক্ষাবৃত্তি শুধু বিজ্ঞান, ফলিত এবং প্রযুক্তিবিদ্যায় গ্রাজুয়েটদের জন্য নির্ধারিত। এটা একটা ভুল ধারণা। প্রতিবছর যারা গ্রাজুয়েট হচ্ছেন, তাদের মধ্যে শতকরা ১১ ভাগ বিজ্ঞান অনুষদ, ২৪ ভাগ বাণিজ্য অনুষদ, ৩০ ভাগ কলা অনুষদ এবং ২৮ ভাগ সমাজবিজ্ঞান অনুষদ থেকে।[১] মজার ব্যাপার হচ্ছে, সর্বোতভাবে বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষার্থীদের মাঝেও বিদেশে উচ্চশিক্ষার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পার্থক্য রয়েছে। যেমন : বুয়েট, মাইক্রোবায়োলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে এই শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয় বিদেশে উচ্চশিক্ষার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। তাই এসব বিভাগগুলোতে বিদেশ গমন আবহ বা সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। মৌলিক বিজ্ঞানে (কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা) যারা ভর্তি হয়, তাদের অনেকেরই প্রচেষ্টা থাকে বিসিএস জব, আর বিকল্প হিসেবে কলেজের শিক্ষক বা ব্যাংকার হওয়া।

---

[১] "Without marketable skills, graduates stare at bleak job prospects" The Business Standard, 07 June, 2020

CamScanner

নন-সায়েন্স ডিপার্টমেন্টগুলোর (কলা, সমাজবিজ্ঞান) শিক্ষার্থীরা ধরেই নেয় যে, তাদের সুযোগ সীমিত, বিএসএস বা সরকারি জব ছাড়া গত্যন্তর নেই। বাণিজ্য অনুষদের আবহ হচ্ছে কর্পোরেট বা বেসরকারি চাকরি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়ে, তারা শুরু থেকেই এক ধরণের হীনম্মন্যতায় ভুগতে থাকেন। এনজিও বা সাধারণ টাইপের কোনো জব পেলেই সফল মনে করে। আর মাদরাসা পড়ুয়াদের তো দেশে ছাত্র-ই মনে না করার এক ধরনের ব্যাপার মিডিয়ার মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। ধরেই নেওয়া হয়, মাদরাসায় পড়ার উদ্দেশ্যই হচ্ছে শুধু ধর্মকর্ম করা। সমাজবিজ্ঞান বিভাগের গ্রাজুয়েটদের বিশ্বব্যাপী সুযোগ রয়েছে। স্কলারশিপের ভালো সুযোগ রয়েছে কলা, ব্যবসা, অর্থনীতি, সাংবাদিকতা বিভাগ পড়ুয়াদের। এমনকি আলিয়া ও কওমি মাদরাসা ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্টরাও বিদেশে উচ্চশিক্ষা নিতে পারে। পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে এসমস্ত ডিসিপ্লিনের অনেকে জানে না যে, তাদেরও আন্তর্জাতিকভাবে জ্ঞান তৈরি বা অবদান রাখার সুযোগ আছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বপ্ন তৈরির জায়গা হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু গবেষণার পরিবেশ বিরাজ না করার কারণে শিক্ষার্থীরা স্বপ্ন দেখার, চিন্তা করার সাহসটুকু পর্যন্ত করে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরদের সহযোগিতা ছাড়া কেউ উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশে ভর্তির সুযোগ পায় না। কেননা বাধ্যতামূলক হিসেবে সাধারণত দুটি সুপারিশপত্র বা রিকমেন্ডেশন লেটার প্রয়োজন। এটাই বিশ্বব্যাপী নিয়ম। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব অনুষদেই শিক্ষকদের রিসার্চ করা পেশাগত প্রধান দায়িত্বের অংশ, কিন্তু আমাদের দেশে গবেষণার বিষয়টি মূলত কাগুজে বিষয় হিসেবে গণ্য করা, ধরা হয় পদোন্নতির হাতিয়ার হিসেবে।

চিকিৎসকদের বেকারত্ব এড়াতে বিদেশে উচ্চশিক্ষা হতে পারে সমাধান

একসময় স্কুলের প্রথম সারির স্টুডেন্টদের স্বপ্ন থাকতো ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়া। বিকশিত মস্তিষ্কে শিক্ষক, পিতামাতা, সমাজের মানুষ এই স্বপ্ন লালন করে দিতেন। চিকিৎসা পেশা মানবসেবা হিসেবে অতুলনীয়, খুবই সম্মানের ও তৃপ্তিদায়ক হওয়ার কথা, কিন্তু বর্তমানে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা সন্তান বড় করছি না। বেশি বেশি অর্থ কামাই করা এবং সামাজিকভাবে লোক দেখানোটাই বড় ইস্যু হয়ে গেছে। এই কারণে বিসিএস ক্যাডার চিকিৎসা পেশার চেয়ে বেশি প্রাধান্য পায়। কেননা এতে ক্ষমতা, ভালো বেতন ও দুর্নীতির মাধ্যমে রয়েছে সীমাহীন অর্থ কামাইয়ের সুযোগ। ৩০ বছর আগে (১৯৯০ সালের দিকে) মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ছিল মাত্র ৮টা। বর্তমানে পাবলিক ও প্রাইভেট মিলে এর সংখ্যা হচ্ছে ১০৬টা।

CamScanner

ডেন্টাল কলেজ প্রায় ৪০টার মতো। ২০১৬ সালের সরকারি জরিপ অনুযায়ী দেশে প্রয়োজনের তুলনায় ১১ হাজারেরও বেশি চিকিৎসক ছিল। সেই সময় দেশে প্রতি ১৮৪৭ জন মানুষের জন্য চিকিৎসক ছিল একজন। সরকারি নিয়োগপ্রাপ্ত ছিল প্রতি ৬,৫৭৯ জনে একজন। ২০২৬ সালে দেশে প্রয়োজনের তুলনায় প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজারের মতো চিকিৎসক বেশি তৈরি হতে যাচ্ছে।[১] অর্থাৎ, এত পরিশ্রম করে পড়াশোনা করার পরও অনেক চিকিৎসক বেকারত্ব বরণ করবে।

দেশে মেডিকেল গ্রাজুয়েটদের প্রফেশনাল ক্যারিয়ার তৈরি করতে অনেক বেগ পেতে হয়। এর অন্যতম কারণসমূহের মধ্যে রয়েছে সিনিয়র চিকিৎসকরা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রাইভেট প্র্যাক্টিস করেন। এতে নতুনদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। দেশে রোগীদের চিকিৎসা-ব্যবস্থার রেফারেল সিস্টেমও গড়ে ওঠেনি। পাশ করা একজন চিকিৎসক মাত্র ২০-২৫ হাজার টাকা দিয়ে জব শুরু করেন প্রাইভেট হাসপাতালে, ১০-১২ ঘণ্টা খাটতে হয়। নিকট ভবিষ্যতে এই অবস্থা থেকে মুক্তির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। স্পেশাল বিসিএস দিয়ে সরকারি চাকরিতে যোগদান করে খুবই নোংরা পরিবেশের মধ্যে চিকিৎসা সেবা দেন। সত্যি কথা বলতে কি, এমন পরিবেশে স্বাভাবিক কাজ করাটাই কঠিন। বিশ্বের বেশিরভাগ দেশে চিকিৎসকদের মাসিক পারিশ্রমিক অন্য পেশার চেয়ে আলাদা। ভিন্ন বেতন স্কেলে তারা সম্মানী পান। আমাদের দেশে চিকিৎসকদের সেভাবে সম্মানিত করা হয় না। চিকিৎসকরা মানুষের জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে সেবা প্রদান করে। তাই প্রথাগত কারণেই একজনকে চিকিৎসক হতে অনেক খাটতে হয়, পড়াশোনা করতে হয়। মেডিকেল কারিকুলামও অত্যন্ত সেকেলে, লিডারশিপও তৈরি হচ্ছে না। সবকিছু মিলে দেশের নবীন চিকিৎসকরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। মেডিকেল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রসঙ্গত, কোভিডের সময় অনেক মেডিকেল শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে।

উন্নত বিশ্বে মেডিকেল গ্রাজুয়েটদের অনেক চাহিদা। গবেষণার ক্ষেত্রেও অনেক সুযোগ। বিশেষ করে, মলিকিউলার, লাইফ সায়েন্স, ক্লিনিক্যাল, পাবলিক হেলথ এবং বায়োমেডিকেল সেক্টরে। তারা অন্যান্য সেক্টরের গ্রাজুয়েটদের চেয়ে অগ্রাধিকার পাওয়ার কথা সংগত কারণেই, কিন্তু দেশের নবীন চিকিৎসকরা নিজেদের ক্যারিয়ার অপশন নিয়ে অতটাও সচেতন নন। দেশে ক্যারিয়ার নিয়ে হতাশায় নিমজ্জিত না

---

[১] "Doctors: Problems of plenty" The Financial Express, 14 January, 2018

CamScanner

হয়ে বিদেশে উচ্চশিক্ষা একটি ভালো ও বিকল্প ক্যারিয়ার গঠনে জোরদার ভূমিকা রাখতে পারে।

বিদেশে এত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও দেশের গ্রাজুয়েটরা সেই সুযোগ নিতে ব্যর্থ হচ্ছে কেন?

উপরের আলোচনায় কিছুটা উঠে এসেছে। মোটাদাগে প্রধান কারণগুলো—

প্রথমত, বেশিরভাগ শিক্ষার্থীরা জানেই না কীভাবে, কোথায় স্কলারশিপ পাওয়া যায়। খেয়াল করলে দেখা যায়, সেই সব পরিবার থেকেই বেশি বিদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় বা পড়াশোনা করতে যায়, যাদের আত্মীয়স্বজন প্রবাসে থাকে। অর্থাৎ, তথ্য এখানে নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষাবৃত্তি গরিব দেশের স্টুডেন্টদের অনুগ্রহ করে কেউ দেয় না; তা অর্জন করে নিতে হয়। স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য বিশেষ কিছু দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন, অনেকেই যা গ্রাজুয়েশন শেষ করে অর্জন করতে পারছে না।

তৃতীয়ত, অনার্স-মাস্টার্স পাশ করে বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য চিন্তা-ভাবনা বা প্রচেষ্টা শুরু করলে তা অনেক দেরি হয়ে যায়। পাশ করার পর বিয়ে-শাদি, উপার্জন করা—এসব কারণে উচ্চশিক্ষার জন্য দরকারি দক্ষতাগুলো অর্জন করা বেশ কঠিন।

চতুর্থত, উচ্চশিক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে মেন্টর বা সুপারভাইজার প্রয়োজন, যা অনেকের জন্য খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন। মেন্টর কিন্তু আবার গৃহশিক্ষকের মতো নন, তারা শুধু দিক-নির্দেশনা দেন। সেই যোগ্যতা অর্জন করতে তাদের প্রচুর খাটতে হয়েছে। মাত্র কয়েক মিনিটে তারা যে প্র্যাক্টিক্যাল পরামর্শ দেবেন, তা নিজে নিজে চেষ্টা করে জানতে গেলে কয়েক বছর লেগে যেতে পারে। পর্যাপ্ত মেন্টরের অভাব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সার্বিক ব্যর্থতা। গবেষণার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অনেকের বিদেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ তৈরি হয়, কিন্তু দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণার পরিবেশ নেই। অন্যদিকে যারা সীমাবদ্ধতার মাঝেও সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে গবেষণা করেন, তাদেরকে প্রতিষ্ঠানগুলোতে উপযুক্ত মূল্যায়ন করা হয় না। এই কারণে দেশে এত প্রফেসর বা ফ্যাকাল্টি থাকতেও রিসার্চ মেন্টরের বড় সংকট।

CamScanner

পঞ্চমত, অনেকে ভাবে উচ্চশিক্ষার জন্য স্কলারশিপ পেতে অনেক টাকা থাকতে হবে। তারা আসলে না জানার কারণে এমনটা ভাবেন। সেই হিসেবে বিসিএস বা লোকাল জবের জন্যও তো কিছু খরচ হয়—থাকা, খাওয়া, যাতায়ত ও ফর্ম ফিলাপ করতে।

ষষ্ঠত, বিজনেস, সোশ্যাল সায়েন্স ও আর্টস ডিসিপ্লিনের গ্রাজুয়েটরা সচরাচর মনে করেন, তাদের বিদেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সীমিত। বাস্তবে কিন্তু তা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এসব ডিসিপ্লিনে বহু দিনের গড়ে ওঠা সার্বিক পরিবেশও অনেকাংশে দায়ী। এসব কারণ সেখানকার গ্রাজুয়েটদের বিদেশে পিএইচডি-মাস্টার্স করার স্বপ্ন তৈরিতে বাধা হিসেবে কাজ করে।

একটি সমীক্ষা : ক্যারিয়ার গঠনের সহজ পদ্ধতি—বিসিএস নাকি বিদেশে উচ্চশিক্ষা?

উচ্চশিক্ষার জন্য কোন বিভাগ থেকে কী হারে বিদেশে যাচ্ছে সেটা-সহ তাদের ক্যারিয়ার গঠন নিয়ে কোনো প্রকাশিত গবেষণামূলক তথ্য নেই। এই বিষয় সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পেতে একটা অনলাইন জরিপ পরিচালনা করেছিলাম, যেখানে শুধু বিদেশে উচ্চশিক্ষা করছেন বা শেষ করেছেন, তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল। এই জরিপে ২৪টা দেশে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশি ১৬৬ জন অংশগ্রহণ করেন। বিদেশে পড়তে যাওয়া গ্রাজুয়েটদের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ বিজ্ঞান বিভাগের অন্তর্গত। শতকরা মাত্র ১০ ভাগ শিক্ষার্থী কলা-সমাজবিজ্ঞান-বাণিজ্য বিভাগের। শতকরা ৭০ ভাগের বেশি জরিপে অংশগ্রহণকারী মনে করেন, বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য স্কলারশিপ অর্জনের চেয়ে বিসিএস পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া অনেক কঠিন।

যারা বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছেন, তাদের শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি নিজেদের ক্যারিয়ার নিয়ে তৃপ্ত বা আশাবাদী। এদের শতকরা ৯০ ভাগের বেশি অন্যদের এই সুযোগ গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেন। এই জরিপের টেকনিক্যাল (স্টাডি ডিজাইন, কনভেনিয়েন্ট স্যামপ্লিং) সীমাবদ্ধতা থাকলেও একটা বিষয় স্পষ্ট যে, কলা-সমাজবিজ্ঞান-বাণিজ্য বিভাগের গ্রাজুয়েটদের বিদেশে প্রতিনিধিত্ব খুবই কম। এসব বিভাগ থেকে প্রতিবছর শতকরা ৯০ ভাগের বেশি গ্রাজুয়েট জব সেক্টরে প্রবেশ করে, কিন্তু চরম বাস্তবতা হচ্ছে, এদের সিংহভাগ বেকারত্ব বরণ করে নেয়। এমন তো নয় যে, উন্নত দেশে এসমস্ত বিভাগে উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে ক্যারিয়ার

CamScanner

গঠনের সুযোগ নেই। মূল সমস্যা হচ্ছে, এসব বিষয়ের গ্রাজুয়েটরা বিকল্প ক্যারিয়ার হিসেবে বিদেশের উচ্চশিক্ষাকে তেমন বিবেচনায় রাখে না; অর্থাৎ, কালচার-ই নেই। ইদানীং বিসিএসেও এসব বিভাগের গ্রাজুয়েটরা বিজ্ঞান বিভাগের গ্রাজুয়েটদের সঙ্গে পেরে উঠছে না। এটা কিন্তু আসলেই চিন্তার বিষয়। এই গ্যাপ নিয়ে দেশে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া দরকার।

যে প্রশ্নগুলো করা হয়েছিল	উত্তর দাতার সংখ্যা (n)	শতকরা (%)
১। আপনার বর্তমান অবস্থা?		
বিদেশে পিএইচডি করছি	৬৪	৩৯.০
বিদেশে মাস্টার্স করছি	১৭	১০.৪
পিএইচডি-মাস্টার্স ডিগ্রিপ্রাপ্ত হয়েছি	৫৫	৩৩.৫
পিএইচডি-মাস্টার্স শেষ, দেশে ফেরত এসেছি	২৭	১৬.৫
২। বাংলাদেশে কোন অনুষদে গ্রাজুয়েশন (স্নাতক-স্নাতকোত্তর) করেছিলেন		
বিজ্ঞান (বেসিক, প্রযুক্তি, ফলিত, মেডিসিন)	১৪৮	৯০.২
সমাজবিজ্ঞান	৩	১.৮
কলা	৫	৩.০
বাণিজ্য	৮	৪.৯
৩। বিদেশে শিক্ষাবৃত্তি পাওয়া বিসিএস এর চেয়ে কঠিন		
খুবই একমত	৪	২.৪
একমত	১০	৬.১
নিরপেক্ষ	৩২	১৯.৫
দ্বিমত	৭০	৪২.৭
খুবই দ্বিমত	৪৮	২৯.৩

CamScanner

৪। বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে ক্যারিয়ার গঠন নিয়ে তৃপ্ত বা আশাবাদী		
খুবই একমত	৬৪	৩৯
একমত	৭০	৪২.৭
নিরপেক্ষ	২৪	১৪.৬
দ্বিমত	৫	৩
খুবই দ্বিমত	১	০.৬
৫। বিসিএস এর চেয়ে বিদেশে উচ্চশিক্ষার ভবিষ্যৎ ভালো মনে হয়		
একমত	১৩৮	৮৪.১
দ্বিমত	৮	৪.৯
কোন মন্তব্য নেই	১৮	১১.০
৬। বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য অন্যকে কি উৎসাহিত করবেন		
খুবই একমত	৯৩	৫৬.৭
একমত	৫৬	৩৪.১
নিরপেক্ষ	১৪	৮.৫
দ্বিমত	১	০.৬
খুবই দ্বিমত	০	০

CamScanner

বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য প্রস্তুতি কীভাবে নিতে হবে?

বিদেশে ডিগ্রি অর্জনের মূলমন্ত্র—প্রস্তুতি থেকে ভর্তি প্রক্রিয়া

বিদেশে উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে ক্যারিয়ার গঠন একটা দীর্ঘমেয়াদি প্রচেষ্টার অংশ। কেন বিদেশে উচ্চশিক্ষা করতে চাই, তা সবার আগে নিজের কাছে স্পষ্ট থাকতে হবে। লক্ষ্য ঠিক করতে পারলে গন্তব্যে পৌঁছা সহজ হয়। তাই প্রথমত আন্তরিকভাবে ইচ্ছা পোষণ করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা বা যোগ্যতা আস্তে আস্তে অজান্তেই অর্জিত হয়ে যায়, যদি কেউ পরিকল্পনামাফিক ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে ধৈর্যসহকারে চেষ্টা করেন।

উচ্চশিক্ষার জন্য যারা চেষ্টা করবে, তাদেরকে ৩টি ধাপের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। এগুলো হচ্ছে :

১) কিছু গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা অর্জন

২) পছন্দসই দেশে সময়মতো ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করা এবং

৩) নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়ানো ও ডিগ্রি শেষ করা।

স্কলারশিপের জন্য আবেদন দুইভাবে করার সিস্টেম আছে—বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে অথবা সরাসরি প্রফেসরের সাথে যোগাযোগ করে। নিচের ছবিতে উচ্চশিক্ষা বৃত্তি পেতে কোন কোন দক্ষতা অর্জন করতে হবে (বিস্তারিত পরবর্তী সেকশনগুলোতে) এবং কীভাবে আবেদন প্রক্রিয়া প্রসেস করা হয়, তার ফ্লো-চার্ট দেখানো হয়েছে।

CamScanner

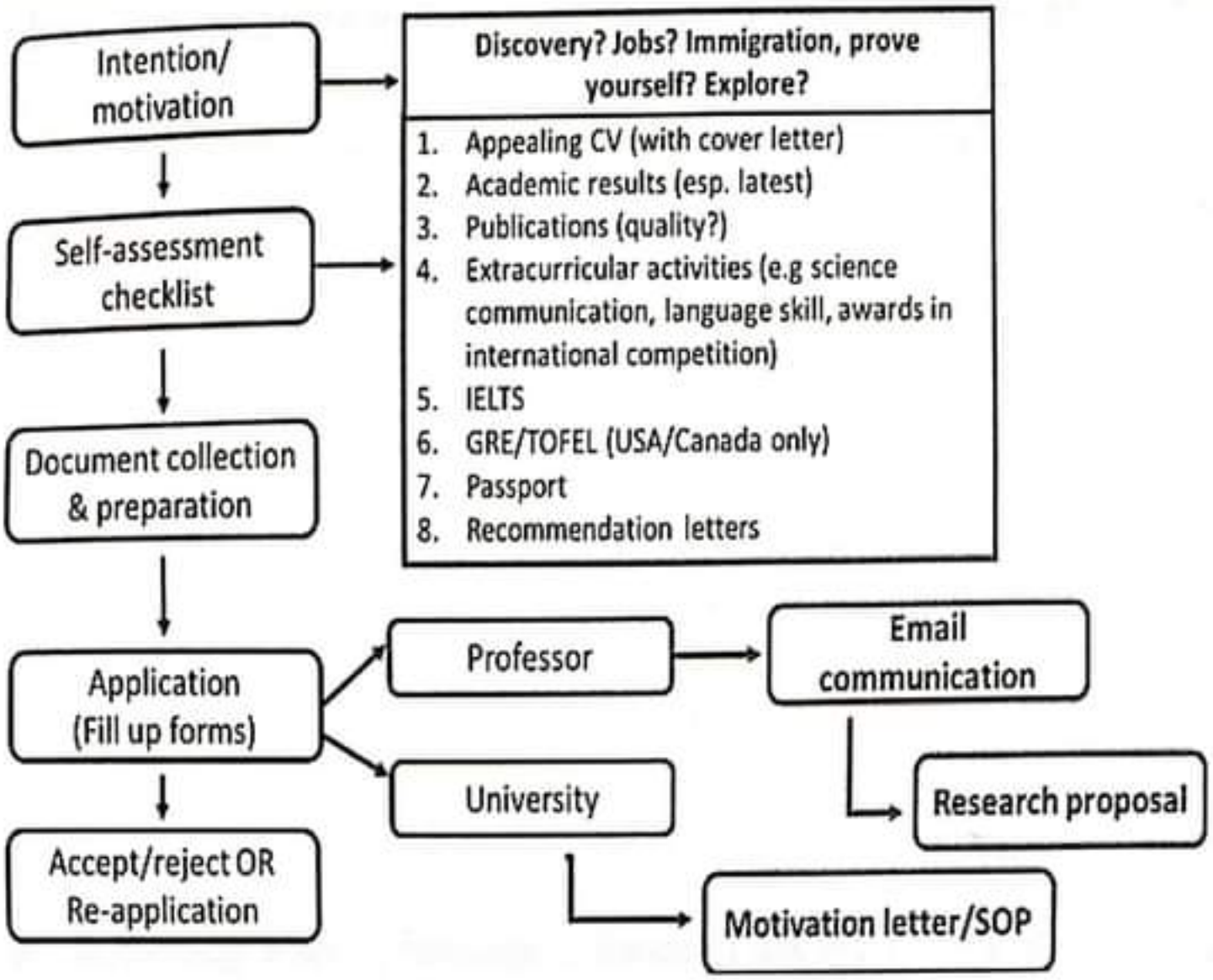

কোন প্রোগ্রাম টার্গেট করা উচিত—মাস্টার্স নাকি পিএইচডি?

এটা নির্ভর করবে আপনি কোন অনুষদে পড়াশোনা করেছেন এবং কোন ধরনের ক্যারিয়ার গঠন করতে চান, তার ওপর। যদি শিক্ষকতা বা গবেষণায় আত্মনিয়োগ করতে চান, তবে পিএইচডি ডিগ্রি নেওয়া বাধ্যতামূলক। অন্যদিকে যারা টেকনিক্যাল বিষয়ে (যেমন : ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স, ডাটা সায়েন্স, পরিসংখ্যান) বিদেশে কোনো প্রতিষ্ঠান বা ইন্ডাস্ট্রিতে জব করতে চান, তাদের পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করা তেমন জরুরি নয়। এসব অনুষদে পিএইচডি ডিগ্রি ক্ষেত্রবিশেষে জবের সুযোগকে বরং সীমিত করতে পারে। লাইফ সায়েন্স বা বায়োলজি (মাইক্রোবায়োলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, ফার্মাসি, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, মৎস্যবিজ্ঞান, বায়োটেকনোলজি, কৃষিবিজ্ঞান ইত্যাদি) ফিল্ডে ইন্ডাস্ট্রি বা অ্যাকাডেমিক (বিশ্ববিদ্যালয়, রিসার্চ প্রতিষ্ঠান) পজিশন পেতে পিএইচডি ডিগ্রি মুখ্য ভূমিকা পালন করে। বাণিজ্য অনুষদে শুধু মাস্টার্স ডিগ্রি (যেমন এমবিএ) করে বিদেশে জব পাওয়া যায়। জেনারেল সায়েন্স (পদার্থ, কেমিস্ট্রি), সমাজবিজ্ঞান, আর্টস ডিসিপ্লিনে পিএইচডি

CamScanner

ডিগ্রি ক্যারিয়ার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পোস্ট-গ্রাজুয়েশনের সময় আপনি ডিসিপ্লিন পরিবর্তন করে নতুন ফিল্ডে ক্যারিয়ার বানাতেও পারেন। আমার পরিচিত সার্কেলে দুজনকে চিনি, যারা বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স করে আমেরিকায় ডাটাসায়েন্স-এনালাইটিক্সে ডিগ্রি করেন। তাদের একজন ডাটা সায়েন্টিস্ট হিসেবে বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠান নাসায় জব করেন, অন্যজন গুগলে ক্লাউড বেইজড ডাটা এনালাইটিক্স ফিল্ডে জব করছেন। জানাশোনা এমন লোক আছে, যারা দেশ থেকে রসায়নে পাস করে বিদেশে উচ্চশিক্ষা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত মলিকিউলার বায়োলজি, বায়োটেকনোলজি, জেনেটিক্স ফিল্ডে বিজ্ঞানী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। মোদ্দাকথা—বিদেশে উচ্চশিক্ষার সময় পছন্দের বিষয়ে নতুন করে পড়াশোনা এবং ক্যারিয়ার গঠনের সুযোগ রয়েছে।

উচ্চশিক্ষা বৃত্তির জন্য অত্যাবশ্যকীয় যেসব কাগজপত্র প্রয়োজন

বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে যে কাগজপত্র বা ডকুমেন্টগুলো অত্যাবশ্যকীয়—

১। বিভিন্ন ডিগ্রির সার্টিফিকেট (এসএসসি, এইচএসসি, স্নাতক/স্নাতকোত্তর) ও মার্কশিট/ট্রান্সক্রিপ্ট

স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় সিজিপিএ কমপক্ষে ২.৫ থেকে ৩ থাকতে হবে। এটা নির্ভর করবে কোন দেশে চেষ্টা করা হচ্ছে। ভালো রেজাল্টের মূল্যায়ন সবাই করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় একটু সচেতন হলে সিজিপিএ ৩.৫ অর্জন করতে তেমন বেগ পেতে হয় না। এরপরও কারোর রেজাল্ট আশানুরূপ না হলেও অন্যভাবে সেটা পূরণ করা যায় (যেমন : রিসার্চ অভিজ্ঞতা, বৈজ্ঞানিক জার্নালে প্রকাশিত গবেষণাপত্র সম্পর্কিত বিষয়ে পত্রিকা বা ব্লগে প্রকাশিত প্রবন্ধ, অ্যাওয়ার্ড-সহ স্পেশাল কোনো যোগ্যতা—কোডিং-সফটওয়্যার ইত্যাদি)।

২। পেশাদার জীবনবৃত্তান্ত বা সিভি

মনে রাখবেন আপনাকে কেউ চেনে না। আপনার জীবনবৃত্তান্ত আপনাকে অন্যের সামনে উপস্থাপন করে, আপনার হয়ে কথা বলবে। আপনি কে, আপনি কী করেছেন এবং আপনি বৃত্তির জন্য যোগ্য কি না—এসব বিষয় কেন্দ্র করে সিভি তৈরি করা হয়। এখন অনলাইনে এই বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ, ফর্মেট-টেমপ্লেট, ভিডিও রয়েছে, যা আপনাকে আকর্ষণীয় সিভি বানাতে সহযোগিতা করবে। অথবা

CamScanner

অভিজ্ঞ, সফল ব্যক্তিদের কাছ থেকেও সাহায্য নিয়ে তৈরি করতে পারেন আপনার জীবনবৃত্তান্ত।

৩। অনুপ্রেরণা পত্র বা লেটার অফ মোটিভেশন

এই পত্র আবেদনকারীকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে লিখতে হয়। এই পত্রের মাধ্যমে নিজের সম্পর্কে (কেন আগ্রহী) বলার পাশাপাশি কেন নিজেকে স্কলারশিপ বা ফান্ডিং অথবা কোনো কোর্সে ভর্তির উপযুক্ত মনে করেন, তার স্বপক্ষে যুক্তি দাঁড় করাতে হয়। এসওপি (SOP- Statement of Purpose) স্কলারশিপ অর্জনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেননা এর মাধ্যমেই আসলে একজন শিক্ষার্থীর গুণগত মান বিচার করা হয়। মোটিভেশন লেটার কীভাবে তৈরি করতে হয়, তা নিয়ে অনলাইনে আর্টিকেল, ভিডিও ও টিপস রয়েছে। এগুলো স্টাডি করে আপনি ভালো মোটিভেশন লেটার প্রস্তুত করতে পারবেন। এই বিষয়ে আপনার সুপারভাইজার বা মেন্টরের পরামর্শ অনেক কার্যকর হতে পারে।

৪। সুপারিশ পত্র বা লেটার অব রিকমেন্ডেশন (LOR)

বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে ভর্তি বা স্কলারশিপ পেতে সাধারণত দুটো সুপারিশপত্র প্রয়োজন। এগুলো সাধারণত সুপারভাইজার (বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-সুপারভাইজার) যিনি আপনাকে ভালোভাবে জানেন, আপনার সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে পারবেন। যেকোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা ইন্ডাস্ট্রির (যেমন : ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি বা এনজিও) ডিরেক্টর অথবা রিপোর্টিং সুপারভাইজার আপনার জন্য সুপারিশপত্র লিখতে পারেন। খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, রিসার্চ মেন্টর ছাড়া অ্যাকাডেমিক জব বা গবেষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রায় অসম্ভব। সুপারভাইজারের সুনাম, গবেষণার ট্র্যাক রেকর্ডও আপনার বৃত্তি বা জব পেতে বড়সড়ো ভূমিকা রাখতে পারে। নৈতিকতাসম্পন্ন মেন্টর বছরের পর বছর ধরে নিরলস পরিশ্রম করে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলেন। এই বিষয়ে নিজের এক সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা প্রাসঙ্গিক হতে পারে—আমার এক স্পেশাল রিকমেন্ডেশনে শুধু অনার্স পাশ করা একজন আমেরিকায় সরাসরি পিএইচডি স্কলারশিপ পেয়েছে। সেই প্রফেসর ব্যক্তিগতভাবে ই-মেইল করে আবেদনকারী সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে অনুরোধ করেন। আমি তখন ব্যক্তিগত রিসার্চ ট্র্যাক উল্লেখ করে সেই প্রফেসরকে অনুপ্রাণিত করতে চেষ্টা করি, যাতে আমার স্টুডেন্টকে স্কলারশিপের জন্য নির্বাচিত করেন এবং সেটা করেছে।

CamScanner

৫। ইংরেজি ভাষায় দক্ষতার টেস্ট (আইইএলটিস/টোফেল, জিআরই)

ইংরেজিতে দক্ষতার টেস্ট স্কোর কোনো কোনো দেশে প্রয়োজন নাও হতে পারে—যেমন : চীন, জাপান, তুরস্কে—যদিও স্নাতক বা স্নাতকোত্তরে পড়াশোনার মাধ্যম ইংরেজি। তবে ইদানীং এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে ইংরেজি দক্ষতার প্রমাণপত্র হিসেবে আইইএলটিস স্কোর চায়, যেটা ন্যূনতম ৫.৫ থেকে ৬.৫। যারা বিদেশে মাস্টার্স-পিএইচডি করতে চান, তাদের আইইএলটিস (IELTS) অথবা টোফেল (TOEFL) এর জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীনই। একটু প্রস্তুতি নিলে যে কেউ ৬.৫ স্কোর করতে পারবে। জিআরই (GRE) স্কোরটার প্রয়োজন পড়ে আমেরিকায় স্কলারশিপ বা ফান্ডিং পেতে। সম্প্রতি অনেক প্রোগ্রাম জিআরই এর বাধ্যবাধকতা উঠিয়ে দিয়েছে।

৬। সচল পাসপোর্ট

খেয়াল রাখতে হবে, পাসপোর্টের মেয়াদ যেন কমপক্ষে ৬ থেকে ১২ মাস থাকে।

শিক্ষাবৃত্তি পেতে অতিরিক্ত কোন কোন দক্ষতা প্রয়োজন?

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে হচ্ছে, আমাদের সময় (২০-২৫ বছর আগে) শুধু অনার্স বা মাস্টার্স পরীক্ষার ভালো রেজাল্ট দিয়ে অনায়াসে বিদেশে উচ্চশিক্ষা বৃত্তি পাওয়া যেত। তথ্য-প্রযুক্তির প্রসার এবং বিশ্বব্যাপী উচ্চশিক্ষার হার বেড়ে যাওয়ার ফলে স্কলারশিপ অর্জন করা আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রতিযোগিতামূলক হয়ে গেছে। চিন্তা করুন এই বাংলাদেশের কথাই। ৩০ বছর আগে যেখানে ১০টা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, এখন তা বেড়ে ১৫৮টা। তা ছাড়া পরিবর্তিত পরীক্ষা পদ্ধতি এবং লেখাপড়ার মান অবমূল্যায়নের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি বা ভালো সিজিপিএ স্কোর অর্জন করা আগের তুলনায় অনেক অনেক সহজ। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার মানের বেশ হেরফের রয়েছে, তাই শুধু সিজিপিএ স্কোর (রেজাল্ট) দিয়ে মূল্যায়ন করাটা কঠিন। তবে ভালো অ্যাকাডেমিক স্কোর সিভি-রিজিউম বা জীবনবৃত্তান্তকে সমৃদ্ধ করে।

এই এক যুগ আগেও আমেরিকা, কানাডা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়ায় মোটামুটি ভালো অ্যাকাডেমিক রেজাল্ট, ইংরেজি ভাষার প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট করেই বিশ্বের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার জন্য বৃত্তি পাওয়া যেত, কিন্তু বর্তমান সময়ে শিক্ষাবৃত্তি

CamScanner

অর্জনে অতিরিক্ত কিছু দক্ষতা অর্জনও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

১। গবেষণার অভিজ্ঞতা

গবেষণা বা থিসিস করার মাধ্যমে কিছু কিছু দক্ষতা অর্জিত হয়, যেমন : কীভাবে সায়েন্টিফিক পেপার পড়তে হয়, রেফারেন্সিং ও ডকুমেন্ট ফর্মেটিং করা, অন্যের কাজ পর্যালোচনা (লিটারেচার রিভিউ), কীভাবে ডাটা এনালাইসিস এবং এ থেকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সবচেয়ে বড় কথা রিসার্চে লেগে থাকলে ধৈর্য ধরার স্বভাব তৈরি হয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে সমস্ত আন্ডারগ্রাজুয়েটদের রিসার্চ অভিজ্ঞতা রয়েছে, তারা অন্যদের চেয়ে মননে-মেজাজে আলাদা হয়। তাই যে সমস্ত প্রার্থীর গবেষণার অভিজ্ঞতা থাকে, তাকে বৃত্তি দিতে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়; যদিও তার অ্যাকাডেমিক রেজাল্ট আশানুরূপ না-ও থাকে।

২। যেকোনো প্রাতিষ্ঠানিক চাকরির অভিজ্ঞতা

রিসার্চ ছাড়াও অন্য কোনো পেশাদার প্রতিষ্ঠানে চাকরির অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিছু দক্ষতা যেমন : প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, টিমে কাজ করা, যোগাযোগ এবং লিডারশিপ স্কিল প্রাতিষ্ঠানিক জবের মাধ্যমেও অর্জিত হতে পারে। তাই চাকরির অভিজ্ঞতা সিভিতে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারলে অন্য প্রার্থীর চেয়ে প্রতিযোগিতায় খানিকটা এগিয়ে থাকা যায়।

৩। সায়েন্টিফিক পাবলিকেশন বা গবেষণাপত্র

উচ্চশিক্ষা বৃত্তির জন্য সাধারণত বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র থাকা বাধ্যতামূলক নয়, কিন্তু যে প্রার্থীর গবেষণাপত্র বা রিসার্চ পেপার থাকবে, তিনি অন্য প্রার্থীর চেয়ে নিঃসন্দেহে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাবেন। এই কারণে বিশ্ববিদ্যালয় লেভেলে আন্ডারগ্রাজুয়েট রিসার্চ সারা বিশ্বে গুরুত্ব পাচ্ছে। প্রসঙ্গত, এক বা দুটো গবেষণা পত্র ভালো মানের জার্নালে ফার্স্ট অথার (লিড অথার) হিসেবে পাবলিকেশন থাকলে অস্ট্রেলিয়ায় স্কলারশিপ পাওয়া খুব সহজ।

৪। প্রফেসরদের যোগাযোগ করার দক্ষতা

বেশিরভাগ পিএইচডি স্কলারশিপের সুযোগ তৈরি হয় সরাসরি প্রফেসরদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে। কিছু থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোগ্রামভিত্তিক। ঠিকমতো

CamScanner

ই-মেইল যোগাযোগে পারদর্শী না হলে প্রফেসররা সচরাচর প্রতিউত্তর দেন না। মনে রাখতে হবে, উন্নত দেশের প্রফেসররা খুবই ব্যস্ত সময় পার করেন। প্রতিদিন তারা ১০০-২০০+ ই-মেইল পেয়ে থাকেন। তাই অপরিচিত কারো ই-মেইল এড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি, যদি সেটার সাবজেক্ট বা বিষয়বস্তু গোছানো আকারে না থাকে। কোনো প্রফেসরকে ই-মেইল করার আগে জানতে হবে, তিনি কোন বিষয়ে গবেষণা করছেন। তার রিসার্চ গ্রুপ থেকে প্রকাশিত সায়েন্টিফিক পেপারগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করে আপনার যে কাজ করতে আগ্রহ, তা জানিয়ে লিখতে হবে। ঠিকমতো প্রফেসরকে সম্বোধন করা হলো কি না, ইমেইলের সাবজেক্ট ম্যাটার চিন্তা করে দিতে হবে। ইংরেজি লেখা নির্ভুল হতে হবে এবং সেটা যেন অবশ্যই সুখপাঠ্য হয়।

৫। পাঠ্যক্রম বহির্ভূত যে দক্ষতাগুলো (Extracurriculum activitires) বা সহশিক্ষা ক্যারিয়ারের গঠনের জন্য কাজে লাগতে পারে

আপনি যে অনুষদ বা ডিসিপ্লিনে পড়াশোনা করুন না কেন, আপনার ক্যারিয়ার গঠনের জন্য পাঠ্যক্রম বহির্ভূত অন্যান্য বিষয় আপনার সিভিকে সমৃদ্ধ করবে। যেমন : কম্পিউটার কোডিং-সফটওয়ার স্কিল (paython, R, SPSS, Machine learning), ডাটা এনালাইসিস, ভিডিও এডিটিং, মাঠ লেভেলে ডাটা কালেকশনের অভিজ্ঞতা, ডাটা এন্ট্রি করার দক্ষতা হতে পারে। ইংরেজি ছাড়া তৃতীয় ভাষার জ্ঞান বা দক্ষতা (যেমন : আরবি, ফারসি, জার্মান, চাইনিজ), ফাইন আর্টস কাজ-সংক্রান্ত দক্ষতা (গান, ছবি আঁকা, সাহিত্য ইত্যাদি) এবং সায়েন্স বা পাবলিক কমিউনিকেশন (জার্নালিজম) পাঠ্যক্রম বহির্ভূত দক্ষতার মধ্যে গণ্য হতে পারে। এই প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অনেকের জন্য অনুপ্রেরণা হতে পারে। ২০০১ সালে বিশ্বের টপ র‍্যাংকিং National University of Singapore (NUS)-এ পিএইচডি স্কলারশিপ পেতে সায়েন্স কমিউনিকেশন স্কিল কাজে লেগেছিল। মাইক্রোবায়োলজিতে পড়ার সময় স্বাস্থ্য ও পরিবেশ নিয়ে প্রধান ধারার পত্রিকায় কিছু প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলাম। স্কলারশিপ আবেদন ফর্মে এই দক্ষতার কথা উল্লেখ করি। কেননা তখন আমার কোনো সায়েন্টিফিক পাবলিকেশন ছিল না। এক বছর রিসার্চ প্রতিষ্ঠানে কাজের অভিজ্ঞতাও নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে। তখন এনএসইউতে ভর্তি হতে ইংরেজির দক্ষতা প্রমাণে ভালো জিআরই ও টোফেল স্কোর অত্যাবশ্যকীয় ছিল; কিন্তু এসব পরীক্ষা তখনো দেওয়া হয়নি। পত্রিকায় প্রকাশিত আর্টিকেলগুলো স্কলারশিপ পেতে আসলেই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

CamScanner

শিক্ষাবৃত্তি অর্জনে কমিউনিটি সার্ভিস বা সমাজ সেবামূলক কাজের গুরুত্ব

আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সামাজিক সেবামূলক বা কমিউনিটি সার্ভিসে জড়িত হওয়ার প্রচলন এখনো গড়ে ওঠেনি। উন্নত দেশে স্কুল পর্যায় থেকে কমিউনিটি সার্ভিসে জড়িত হতে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উদ্যোগ নিয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কলারশিপ পেতে বা ভর্তি হতে কমিউনিটি সার্ভিসের অভিজ্ঞতা থাকা প্রায় বাধ্যতামূলক হিসেবেই সেখানে গণ্য করা হয়। অন্যের সেবা করাতে মানবীয় গুণাবলি বিকাশের পাশাপাশি নেতৃত্ব বা লিডারশিপ এবং মানুষের সাথে মেশার দক্ষতা (কমিউনিকেশন স্কিল) গড়ে ওঠে। শিক্ষাবৃত্তি প্রত্যাশী কারো কমিউনিটি সার্ভিসের অভিজ্ঞতা থাকলে (প্রাতিষ্ঠানিক এফিলিয়েশন) তারা অন্যদের চেয়ে এগিয়ে যাবে। এটা শুধু স্কলারশিপ বা ভর্তির জন্য নয়; বরং জব পেতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

আমেরিকার কর্পোরেশন ফর ন্যাশনাল অ্যান্ড কমিউনিটি সার্ভিসের একটি সমীক্ষা অনুসারে, স্বেচ্ছাসেবী কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা ২৭% বেশি।[১] নিয়োগকর্তারা স্বেচ্ছাসেবী অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হলে সেই প্রার্থীকে বেছে নেওয়ার সম্ভাবনা ৮২% বেশি এবং প্রার্থীর সিভিতে স্বেচ্ছাসেবকের অভিজ্ঞতা অন্তর্ভুক্ত থাকলে ৮৫% ক্ষেত্রে ত্রুটিগুলো উপেক্ষা করার সম্ভাবনা বেশি। যাদের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকে, তারা কর্মজীবনে অন্যান্য সম্ভাবনাময়দের তুলনায় এগিয়ে থাকে। বিভিন্ন স্টাডিতে দেখা গেছে, কমিউনিটি সার্ভিসে জড়িত হওয়ার মাধ্যমে মানসিক বিষাদ বা হতাশা কেটে যায়। পজিটিভ কাজে লেগে থাকার অনুপ্রেরণা থাকে। নিজের স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্য সামাজিক সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ জরুরি হওয়াটাই উচিত।

তাই নির্দিষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কমিউনিটি সার্ভিসে জড়িত হয়ে বছর দুয়েক লেগে থাকা। এতে আপনার সিভি সমৃদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি নিজের ভেতরে উন্নত মানবিক গুণাবলি সন্নিবেশ হতে পারে। কমিউনিটি সার্ভিসের একটি উদাহরণ হিসেবে আমাদের রিসার্চ প্লাটফর্ম বায়োমেডিকেল রিসার্চ ফাউন্ডেশনে ব্লাড ফর থ্যালাসেমিয়া (Blood for thalassemia—এই নামে ফেসবুকে সার্চ করলে পাওয়া যাবে) একটি সামাজিক সেবামূলক কাজ। বেঁচে থাকার জন্য থ্যালাসেমিয়া (এটা বংশগত রক্তরোগ) রোগীকে প্রতিমাসে কয়েক ব্যাগ পর্যন্ত রক্ত নিতে হয়।

---

[১] AmeriCorps, www.americorps.gov

CamScanner

প্রতিনিয়ত এত রক্ত জোগাড় করা তাদের জন্য দুরূহ ব্যাপার। এই জন্য থ্যালাসেমিয়া রোগী এবং তাদের পরিবার রক্ত জোগাড় নিয়ে সবসময় উৎকণ্ঠায় থাকেন। তাই আমাদের উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, একজন থ্যালাসেমিয়া রোগীর জন্য কয়েকজন রক্তদাতা নির্দিষ্ট করে দেওয়া, যাতে তাদের রক্ত নিয়ে উৎকণ্ঠাটা কমে। এই কাজে রক্তদাতা হিসেবে কাজ করার মাধ্যমে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি রোগীর প্রতি সহানুভূতি তৈরি হবে, যা একজন ভালো মানুষ হতে উদ্বুদ্ধ করার কথা। বাংলাদেশে থ্যালাসেমিয়ার নীরব মহামারি চলছে, কিন্তু এর নামই বেশিরভাগ মানুষ শোনেনি বলে আমাদের গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে। দেশের প্রায় ১০-১২% মানুষ এই রোগের বাহক। অর্থাৎ, প্রায় ২০ মিলিয়ন বা দুই কোটি বাহক। যেহেতু বাহকরা সুস্থ, তাই আমরা বুঝতে পারি না; কিন্তু দুজন বাহকের মাঝে বিয়ে হলে তাদের সন্তানের মাঝে এই রোগটা দেখা দিতে পারে। শুধু একটি টেস্ট করে জানা যায়, আপনি এই রোগের বাহক কি না। এই কাজে আপনিও জড়িত হতে পারেন।

ক্যারিয়ার গঠনে নেটওয়ার্কিং বা সোশ্যাল ক্যাপিটাল কীভাবে সহায়তা করে?

প্রত্যেকটি মানুষের পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে অন্যদের সহযোগিতা প্রয়োজন। পরিবার, সমাজ, দেশ এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের মানুষ থেকে আমরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপকৃত হই। কিন্তু বাংলাদেশে আমরা অন্যদের অবদানকে স্বীকার করতে অনীহা প্রকাশ করি। এজন্য পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা দিন দিন লোপ পাচ্ছে। নেটওয়ার্কিং বা সোশ্যাল ক্যাপিটাল সম্পর্কে উদাহরণ দিলে বোঝাটা সহজ হবে। যেমন ধরুন, আপনি রাজশাহীতে থাকেন। একটা চাকরির আবেদনপত্রের হার্ডকপি জমা দিতে হবে ঢাকার কোনো কর্পোরেট অফিসে। ঢাকায় রাত্রি যাপনের জন্য কোনো বন্ধু বা আত্মীয়ের বাসাও নেই। রাজশাহী থেকে ১০ ঘণ্টা ট্রেনে বসে ঢাকায় পৌঁছে আপনাকে একটা হোটেলে উঠতে হবে। এই পরিস্থিতিতে আপনার এক বন্ধু জানালো, সে আবেদনপত্র নিজে গিয়ে জমা দিয়ে আসবে। ভেবে দেখুন, এই সহযোগিতার জন্য আপনার দুদিন সময়, ঢাকা ভ্রমণের ধকল এবং ভালো অঙ্কের অর্থ পর্যন্ত সাশ্রয় হলো। এটা কেন হলো? জাস্ট মানবীয় সুসম্পর্কের কারণে। জব বা স্কলারশিপ পেতেও নেপথ্যে ভালো নেটওয়ার্কিং ভূমিকা রাখে। ল্যাবে একটা পজিশন খালি হয়েছে। সেখানের কেউ আপনাকে খবর দিলো প্রফেসরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। এই তথ্যটা তো আপনার জানার কথা ছিল না। শুধু সুসম্পর্ক বা একজন আরেকজনের প্রতি ভালো লাগার অনুভূতি অথবা

CamScanner

স্মৃতির কারণে আপনি ছয় অংকের সংখ্যায় বেতনের জব বা স্কলারশিপ পেয়ে গেলেন। জাপানে শুধু নেটওয়ার্কিংয়ের ফলে মনোবুশো পিএইচডি স্কলারশিপ পেয়ে যায় অনেক বাংলাদেশি। আমার জানা সার্কেলে (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি, বায়োকেমিস্ট্রি) এমন অনেকেই জাপান থেকে পিএইচডি করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞানী, প্রফেসর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাই অন্যের সহযোগিতা ছাড়া আমরা জীবনে একা একা বড় কিছু করতে পারি না। মনে রাখতে হবে, শুধু স্বার্থকেন্দ্রিক নেটওয়ার্কিং বেশিদিন কার্যকর হয় না। মানবীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পজিটিভ উদ্দেশ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। তা না হলে নেটওয়ার্কিং দুর্নীতি-খারাপ কাজ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে ভূমিকা রাখবে।

শিক্ষাবৃত্তি অর্জনে আন্ডারগ্রাজুয়েট গবেষণার অভিজ্ঞতা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

৯০'এর দশকে আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম, তখন গবেষণা বলতে আসলে কী বোঝায়, তা মাস্টার্সে থিসিস করার আগ পর্যন্ত অনুধাবন করার কোনো সুযোগ ছিল না, আলোচনাও হতো না। মাস্টার্স থিসিস করার সময়ও আমরা বুঝতে পারিনি রিসার্চ প্রসেস সম্পর্কে। রিসার্চ কোশ্চেন বা গবেষণা যে প্রশ্নকে কেন্দ্র করে ডিজাইন করা হয়, তা শেখার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র কীভাবে পড়তে হয়, সেটা নিয়ে কোনো ধারণা ছিল না। সেই সময় অবশ্য বিদেশে উচ্চশিক্ষা বৃত্তির জন্যও রিসার্চ অভিজ্ঞতা বা সায়েন্টিফিক পাবলিকেশন দরকার পড়তো না। গত ২০ বছরে তথ্য-প্রযুক্তির বিকাশ ও প্রসারের কারণে আমূল একটা পরিবর্তন হয়ে গেছে। যারা অত্যন্ত আগ্রহী, তারা স্নাতক পড়া অবস্থাতেই রিসার্চ মেন্টর বা সুপারভাইজারের অধীনে জার্নালে গবেষণাপত্রও প্রকাশ করছে। প্রসঙ্গত, আমার সুপারভিশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজিতে পড়ুয়া একজন দ্বিতীয় বর্ষ থেকে রিসার্চে জড়িত হয়। ২০১৭ সালে বায়োমেডিক্যাল রিসার্চ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে চিকুনগুনিয়া রিসার্চ প্রজেক্টে সে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে টিমে যোগ দেয়। ৪ বছর আমাদের গবেষণা টিমে লেগে থাকার কারণে সেই নবীন রিসার্চার ইতোমধ্যে ৭টি সায়েন্টিফিক ম্যানুস্ক্রিপ্ট তৈরিতে অবদান রেখেছে। এর মধ্যে ৪টি পেপারে ও সামনে থেকে (ফার্স্ট অথার) পুরো ম্যানুস্ক্রিপ্ট ড্রাফট করেছে। সে এখনো মাস্টার্স পাশ করেনি!

এখনো আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পিএইচডি স্কলারশিপ অর্জনের জন্য গবেষণার অভিজ্ঞতা প্রয়োজন নেই, কিন্তু স্নাতক পড়াকালীন রিসার্চে

CamScanner

(আন্ডারগ্রাজুয়েট রিসার্চ) জড়িত হওয়ার জনপ্রিয়তা এমন পর্যায়ে, কারো অভিজ্ঞতা না থাকলে তার সম্ভাবনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ২০০৮ সালে আমেরিকার কাউন্সিল অন আন্ডারগ্র্যাজুয়েট রিসার্চ (CUR) আয়োজিত বার্ষিক স্নাতক সম্মেলনে ২৮০০ আন্ডারগ্রাজুয়েট সায়েন্টিফিক কাজ উপস্থাপন করে। ২০১৭ সালের সম্মেলনে ৯০০টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রায় ১০,০০০ সদস্য অংশগ্রহণ করে। এই পরিসংখ্যানগুলো শুধু গবেষণায় অংশগ্রহণকারী স্নাতকদের ব্যাপকতাকে হাইলাইটই করে না; বরং স্নাতক শিক্ষায় গবেষণার গুরুত্বও বহন করে।[১]

গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব শিক্ষার্থীর স্নাতক পর্যায়ে রিসার্চের অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাদের ভেতর কেবল বিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জনে প্রয়োজনীয় বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতারই বিকাশ হয় না, একজন বিজ্ঞানী হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আচরণ ও মেজাজেরও বিকাশ হয়।[২] অর্থাৎ, ব্যক্তিত্ব, চিন্তা-চেতনা, যৌক্তিক বিশ্লেষণ ইত্যাদিতে তারা যোগ্য হয়ে ওঠে। তাই যাদের রিসার্চের অভিজ্ঞতা বা সায়েন্টিফিক পাবলিকেশন রয়েছে, তারা ক্যারিয়ার গঠনের প্রতিযোগিতায় অন্যদের তুলনায় কয়েক কদম এগিয়ে থাকে।

সবচেয়ে ভালো হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষ থেকে রিসার্চে জড়ানোর পরিকল্পনা করা। দ্বিতীয় বর্ষ থেকে স্বেচ্ছাসেবী বা ইন্টার্ন হিসেবে রিসার্চ শিখতে সুযোগ খোঁজা। রিসার্চ শিখতে হলে প্রথম কাজ হবে মেন্টর খুঁজে বের করা, যিনি রাস্তা দেখিয়ে দেন। যারা রিসার্চ করছে, তাদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে চেষ্টা করা।

রিসার্চে লেগে থাকলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। এই দক্ষতাগুলোর মধ্যে রয়েছে সায়েন্টিফিক পেপার পড়া, লিটারেচার রিভিউ করা, কোনো আইডিয়াকে সিস্টেম্যাটিকভাবে সম্পাদন করা, ভালো ডকুমেন্ট তৈরি বা ফর্মেটিং, রেফারেন্সিং ইত্যাদি। ধৈর্য ও সময়ানুবর্তিতার গুণাবলিও গড়ে ওঠে। এই সব দক্ষতা বা গুণাবলি যেকোনো ক্যারিয়ার গঠনে নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে।

আন্ডারগ্রাজুয়েট রিসার্চের গুরুত্ব এবং বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব বিস্তারিত জানতে ইউটিউবে আমার আলোচনা দেখতে পারেন—

---

[১] Council on Undergraduate Research. Washington, D.C. 2017. http://www.cur.org

[২] "The Benefits of Multi-Year Research Experiences: Differences in Novice and Experienced Students' Reported Gains from Undergraduate Research" CBE Life Sci Educ 2012;11(3):260-72

CamScanner

'Undergrad research || Necessity and Process || The BRF Show || Mohammad Sorowar Hossain'

এই শব্দগুলো দিয়ে গুগল বা ইউটিউবে সার্চ দিলে ভিডিও লিংক পাওয়া যাবে।

উচ্চশিক্ষার জন্য প্রস্তুতি কীভাবে এবং কখন থেকে তা শুরু করা উচিত?

মাথা থেকে বিসিএসের চিন্তা ঝেড়ে ফেলে বিদেশে উচ্চশিক্ষাকেন্দ্রিক ক্যারিয়ার গঠনের যদি পরিকল্পনা থাকে, তবে প্রস্তুতি যত আগে শুরু করা যায়, সফল হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি। সময়ের সাথে সাথে উন্নত দেশগুলো বিশেষ স্ট্রাটেজি গ্রহণ করে সম্পদ বা ফান্ডিং বরাদ্দ করে। এর ওপর ভিত্তি করে জব বা রিসার্চে সুযোগ তৈরি হয়। ক্যারিয়ার ম্যাপিং বা পরিকল্পনায় এটা মাথায় রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সময় সাবজেক্ট নির্বাচন করতে পারলে সবকিছু সহজ হয়ে যাবে। যারা ইতোমধ্যে গ্রাজুয়েট হয়ে গেছেন অথবা জবে আছেন, তাদের প্রস্তুতি একটু অন্য ধাঁচের হবে। যারা ডিপ্লোমা করছেন, তাদের উচ্চশিক্ষার পরিকল্পনা ভিন্ন হবে। মোদ্দাকথা, উচ্চশিক্ষা বৃত্তি লাভ করতে কিছু বিশেষ দক্ষতা ও ডকুমেন্ট প্রয়োজন, যেগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীনই প্রস্তুত করে ফেলতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শেষে চাকরিতে যোগ দিলে উচ্চশিক্ষা প্রস্তুতি যে বাধাগ্রস্ত হবে, তা খানিকটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনের সময়টুকু আসলে সবকিছু নির্দিষ্ট করে দেয়। শুধু অ্যাকাডেমিকভাবে ভালো রেজাল্ট করা ক্যারিয়ারে (এর মধ্যে বিয়ে-শাদিও অন্তর্গত) সফলতার জন্য যথেষ্ট নয়। এই জন্য আরো বেশ কিছু স্কিল অর্জন করা দরকার, কিন্তু বেশিরভাগ ছাত্র এগুলো জানে না বা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এগুলো শেখায়ও না কিংবা গাইড করে না। উন্নত দেশে হাইস্কুল থেকে পিতামাতারা প্রফেশনাল ক্যারিয়ার কোচের পরামর্শ নিয়ে থাকেন। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে মূলত কী কী দক্ষতা দরকার, যা জানা থাকলে বিশ্ববিদ্যালয় লাইফে পড়ার পাশাপাশি এগুলো রপ্ত করা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর থেকে জীবনের ৫টা বছর ক্যারিয়ার গঠনে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুযোগ থাকলে কাঙ্ক্ষিত ক্যারিয়ার-উচ্চশিক্ষায় সাফল্য পেতে যোগ্য ক্যারিয়ার কাউন্সিলর-কোচের অধীনে প্রচেষ্টা চালালে সম্ভাবনা নিশ্চিতভাবে বেড়ে যাবে। কেননা আমাদের দেশের বেশিরভাগ পিতামাতার কাছে পর্যাপ্ত তথ্যই নেই যে—ভবিষ্যতে কোথায় সুযোগ তৈরি হবে। তারা মূলত নিজেদের

CamScanner

একসময়ের ইচ্ছা বা সমাজে প্রভাব বাড়তে পারে এমন চিন্তা থেকে সন্তানকে এমন এক সাবজেক্টে পড়তে মানসিক চাপ প্রয়োগ করেন; যেটাতে সন্তানের ইচ্ছেই নেই।

বিদেশে উচ্চশিক্ষার আদর্শ প্রস্তুতির ছক

টাইমলাইন	লক্ষ্য এবং দক্ষতা অর্জন
এইচএসসি	স্নাতক পর্যায়ে পছন্দের সাবজেক্ট-বিষয় ঠিক এবং সে অনুযায়ী ভর্তি হতে চেষ্টা করা।
স্নাতক প্রথম বর্ষ	বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানার্জনে মনোযোগ দেওয়া, নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়ানো, নেটওয়ার্কিং তৈরিতে মনোযোগ দেওয়া, ভালো সিজিপিএ স্কোর করার প্রচেষ্টা (কমপক্ষে ৩.৫), ইংরেজিতে উন্নতির প্রচেষ্টা রাখা।
স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষ	পড়াশোনার পাশাপাশি গবেষণার সুযোগ সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া, স্বেচ্ছাসেবী-ইন্টার্ন হওয়া, সমাজসেবামূলক কাজে জড়িত হওয়া, অন্যান্য দক্ষতা অর্জন (কোডিং-সফটওয়্যার স্কিল, R, Paython, লেখালেখি ইত্যাদি) দ্বিতীয় বর্ষ থেকে শুরু করা উচিত।
স্নাতক তৃতীয় বর্ষ	রিসার্চ মেন্টর-সুপারভাইজার ঠিক করে রিসার্চ শুরু করা। নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ে তেমন কাউকে না পাওয়া গেলে বিকল্প খোঁজা। রিসার্চের বেসিক শেখা (যেমন : জার্নাল পেপার পড়া, রেফারেন্সিং, ফর্মেটিং)।
স্নাতক চতুর্থ বর্ষ	রিসার্চ প্রজেক্টে খুব গুরুত্ব দেওয়া, যেন সায়েন্টিফিক পাবলিকেশন হয়।
স্নাতকোত্তর-মাস্টার্স	ভালো সিজিপিএ স্কোর, রিসার্চ (পাবলিকেশন), ইংরেজি পারদর্শী টেস্ট (আইইএলটিএস)।
চাকরি	বিদেশ যাওয়ার আগ পর্যন্ত সুযোগ থাকলে জবের অভিজ্ঞতা নেওয়া, রিসার্চে লেগে থাকা।
উচ্চশিক্ষার বৃত্তি	বিদেশের নতুন পরিবেশের জন্য প্রস্তুতি।

CamScanner

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদের প্রস্তুতি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন করেও বিদেশে উচ্চশিক্ষা করা যায়, যদি কারো অদম্য আগ্রহ ও প্রচেষ্টা থাকে। বেশিরভাগ গ্রাজুয়েট তা না জেনেই এক ধরনের হীনম্মন্যতায় ভুগতে থাকে। বিদেশে বৃত্তি পেতে দুজন মেন্টর-সুপারভাইজারের সুপারিশপত্র বাধ্যতামূলক, যারা প্রার্থীকে মূল্যায়ন করতে পারেন। মেন্টর সাধারণত ক্লাসের শিক্ষক বা রিসার্চ প্রজেক্টরের সুপারভাইজার হন। বাস্তবতা হচ্ছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণত গবেষণা করার ব্যবস্থা নেই। এজন্য নিজ উদ্যোগে মেন্টর খুঁজে বের করতে হবে। ক্যারিয়ার গঠনের উদ্দেশে কোনো পাবলিক বা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন সাবজেক্টে মাস্টার্স করতে পারেন, যেখানে রিসার্চ মেন্টর পাওয়া যাবে। চীন ও তুরস্ক পিএইচডি বা মাস্টার্স স্কলারশিপের জন্য বেশ ভালো টার্গেট হতে পারে। এসব দেশে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাবৃত্তি রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রোভিনশিয়াল বা এলাকাভিত্তিক বৃত্তি পাওয়াও তুলনামূলক সহজ। আইইএলটিস স্কোর ছাড়াও জাপান ও চীনে স্কলারশিপ পাওয়া যায়, কিন্তু স্কোর থাকলে সম্ভাবনা আরো বেড়ে যাবে।

স্বপ্নযাত্রা ১— জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চায়নাতে পিএইচডি স্কলারশিপ

খরস্রোতা নদীর অনুকূলে সব মাছ গা ভাসিয়ে দেয় না, তবে স্রোতের বিপরীতে হাঁটাও যে খুব সহজ কাজ, তা নয়। মধ্যবিত্ত পরিবারে বড় হওয়ার সুবাদে অর্থনৈতিক টানাপোড়েন সবসময়ই কাজ করতো। তাই বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শুরু থেকেই নিজের বাড়তি চাহিদা মেটাতে শুরু করেছিলাম টিউশনি আর খণ্ডকালীন চাকরি দিয়ে। সেই থেকে শুরু 'ওহ! ইউ আর ফ্রম ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি?' এবং স্নাতক শেষ করে যখন পূর্ণকালীন চাকরি খুঁজি, তখনো প্রতিনিয়ত শুনতে হতো—'ওহ! ইউর ফার্স্ট ডিগ্রি ইজ ফ্রম ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি?'

প্রথম বাক্যটা একদম প্রথম থেকেই শুনতে শুনতে যখন অতিষ্ঠ, সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম পাবলিকে ভর্তি হতেই হবে। যেহেতু পেছনে ফিরে যাওয়ার সুযোগ ছিল না, তাই অনার্স, মাস্টার্স শেষ করে এমবিএতে ভর্তি হই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ক্লাস শুরু করে বুঝতে পারলাম কেন শুনতে হয়েছে—'ওহ ইউ আর ফ্রম ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি'। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলাম, টিচিং মেথড, ইনফ্রাস্টাকচার, রিসোর্স মেটেরিয়াল—সবকিছু সময়োপযোগী ও গতানুগতিক নয়। তখন আমার

CamScanner

মাঝে প্রশ্ন জাগলো, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সব শিক্ষকই (হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া) তো পাবলিকের ছাত্র ছিল, তাহলে কারিকুলাম ও টিচিং মেথড সম্পর্কে তারা তো ওয়াকিবহাল। তারা কেন তাদের অর্জিত মেথড, তাদের টিচিং মেথডে প্রয়োগ করে না? উত্তরটা সহজ। ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির গৎবাঁধা সিলেবাস, ইনফ্রাস্টাকচার আর সীমিত রিসোর্স-সহ সময়োপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন শুধু কাগজ কলমের নথিতে বিদ্যমান, বাস্তবে তার প্রতিফলন নেই।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন পরিসংখ্যানে ভর্তি হই, জানতাম, এই বিষয়ে ভর্তি হয়েছি মানে আমি একদিন গবেষক হয়ে যাবো (এখন এসব মনে করে নিজে নিজেই হাসি)। আর গবেষক হতে হলে এসপিএসএস সফটওয়ার শিখতে হবে। শুরু করলাম এসপিএসএস (SPSS) শেখা। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি রিয়াজুল হাকিম (তৎকালীন সহযোগী অধ্যাপক, পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা কলেজ) স্যারকে। টিচিং অ্যান্ড লার্নিং মেথডে তিনি আমাকে এসপিএসএস শিখিয়েছিলেন। অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের কারণে মার্কেটিং রিসার্চ প্রতিষ্ঠানে খণ্ডকালীন চাকরিতে যোগ দিলাম। তিনটা লাভ হলো—মাঠ পর্যায়ে ডাটা কালেকশনের কাজ শেখা, কিছু ইনকাম এবং দেশটা ঘুরে দেখা (কোম্পানির খরচে)। এভাবে চলতে চলতে অনার্স, মাস্টার্স (পরিসংখ্যান) হয়ে গেলো। মজার বিষয় হলো, যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমবিএতে ভর্তি হলাম, অ্যাকাডেমিক গবেষণা কী জিনিস, তা-ই জানতাম না। জানতাম যে, এসপিএসএস শিখেছি মানে আমি একদিন গবেষক হতে পারবো। একদিন ব্যবসা গবেষণা ক্লাসের বিরতিতে ইন্সট্রাক্টরে বললাম, স্যার, আমি গবেষণার এই এই বিষয়গুলো পারি, আপনার সাথে কাজ করার কোনো সুযোগ আছে? স্যার আমার ই-মেইল আইডি চাইলেন। ক্লাস শেষে বাসায় গিয়ে দেখি বেশকিছু ই-মেইল। পড়তে পড়তে ফজরের সময় হয়ে গেলো। এর মধ্যে এক রুমের বাসায় লাইট জ্বালিয়ে ঘুমানো স্ত্রীর অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। বাই দ্যা ওয়ে, অনার্স পরীক্ষা দিয়ে বিয়ে করি, তখনো রেজাল্ট হয়নি। দু-জনের মাস্টার্সে ভর্তি, পড়াশোনা, টাকা ইনকাম করে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা, দিনে টিউশনি বা কোচিংয়ে ক্লাস নেওয়া, কখনো খণ্ডকালীন চাকরি আর রাতে ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারের প্রস্তুতি। আমার শেখার নেশায় তার কোনোদিন কোনো অনীহা প্রকাশ পায়নি। ২০১৪ সালের সেই রাত থেকে শুরু, এখন পর্যন্ত ৩৩টা আর্ন্তজাতিক ও ২টা জাতীয় গবেষণাপত্র প্রকাশে অবদান রাখতে পেরেছি। পিএইচডিতে জয়েন করে ২০টা আর্ন্তজাতিক গবেষণাপত্র প্রকাশ করতে পেরেছি।

এই পর্যন্ত আসতে পুঁজি বলতে ছিল শুধু আত্মবিশ্বাস আর বাবার একটা বাক্য—জীবনটা নিজের, নিজের মতো চিন্তা করিও। ব্যক্তিগত জীবনে স্ত্রীর বড় ভূমিকা

CamScanner

ছিল, তবে যাদের অবদান সবার আগে লেখা উচিত ছিল, তাদের কথা বলে শেষ করছি। সেই রাতে যিনি ই-মেইল করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন—ড. মাহফুজ আসরাফ (তৎকালীন সহযোগী অধ্যাপক, এমআইএস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) এবং তার হাত ধরে রিসার্চে হাতেখড়ি। গবেষণার খুঁটিনাটি শিখিয়েছেন ড. শাহ জাহান মিয়া (তিনি বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার নিউক্যাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন)। আমার বর্তমান পিএইচডি সুপারভাইজার অধ্যাপক ড. ইউকুন বাউ আমাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে শেখার পথ বিস্তৃত করেছেন। পর্দার আড়ালে থেকে যে মানুষটা সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, তিনি ড. রাকিবুল হক (বর্তমান সহযোগী অধ্যাপক, এমআইএস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

পরিশেষে, কেন তাদের কথা লিখলাম? বিদেশে উচ্চশিক্ষায় স্কলারশিপ পেতে এবং গবেষণায় প্রতিষ্ঠিত হতে মেন্টরের কোনো বিকল্প নেই। পরিশ্রম করার মানসিকতা, আত্মবিশ্বাস এবং গবেষণার প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে, যেখানে পাবলিক বা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় মোটেই মুখ্য নয়।

নাজমুল হাসান

পিএইচডি ক্যানডিডেট অ্যান্ড রিসার্স এসিস্ট্যান্ট

সেন্টর ফর মডার্ন ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট, স্কুল অফ ম্যানেজমেন্ট

হুয়াঝং ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, উহান, চায়না

ডিপ্লোমা (কারিগরি) কোর্সে অধ্যয়নকারীদের প্রস্তুতি

যারা ডিপ্লোমা করছেন, তাদেরও অনেক সুযোগ আছে। এজন্য প্রচণ্ড আগ্রহ থাকতে হবে। এমন প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা (যেমন : ফার্মাসি, মেডিকেল টেকনোলজি) করতে হবে, যেখানে রেজাল্টের ক্ষেত্রে সিজিপিএ সিস্টেম চালু আছে। শুধু পাশ আর ফেল সার্টিফেকেট দেয় এমন প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের সুযোগ নেই। সিজিপিএ স্কোর যেন ভালো হয়, তা নিয়ে শুরু থেকেই সচেতন হতে হবে। ভালো সিজিপিএ স্কোর এবং আইইএলটিএস টেস্টের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া। লক্ষ্য হচ্ছে আইইএলটিস-এ ৫.৫-৬.৫ স্কোর অর্জন করা। যদিও চীন ও জাপানে এই স্কোর অত্যাবশ্যক নয়, তবে থাকলে স্নাতক পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের স্নাতক (আন্ডারগ্রাজুয়েট) পর্যায়ে শিক্ষাবৃত্তি পেতে অনেক সহজ হয়। অন্যদিকে তুরস্কেও স্কলারশিপের চেষ্টা করা যেতে পারে। তুরস্কে খুব অল্প খরচেও পড়াশোনা করা যায়।

CamScanner

স্বপ্নযাত্রা ২-ডিপ্লোমা (কারিগরি) থেকে চীনের নানজিং টেক বিশ্ববিদ্যালয়ে

আমার জন্মস্থান মাগুরার সীতারামপুর গ্রামে। এটা পৌরসভার অন্তর্গত হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষার দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে। ব্যক্তিগতভাবে আমার এলাকার সবচেয়ে বেশি শিক্ষিত অনার্স পড়ুয়া এক ভাইকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছি। কেননা তাকে মহল্লার সবাই অনেক সম্মান করতো। এরপর ভাবতে লাগলাম, তার চেয়ে আমি বেশি শিক্ষিত হলে হয়তো আমাকেও একইভাবে সম্মান করবে ও ভালোবাসবে। আর এই বড় হয়ে ওঠা ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন আমার আসল চালিকাশক্তি। সবসময় স্বপ্ন দেখতে পছন্দ করতাম। গ্রামের স্কুল থেকে অষ্টম শ্রেণি পাস করার পর স্বপ্ন দেখা শুরু করলাম জেলা শহরের যেকোনো একটা স্কুলে ভর্তি হতে। রেজাল্ট ভালো না থাকায় মাগুরা সরকারি জেলা বয়েজ স্কুলে চান্স হলো না। তাই মাগুরা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ভর্তি ফর্ম কিনলাম, সাথে কোচিংয়ে ভর্তি হলাম। এরপর সেখানে প্রথম শিফটে সায়েন্স নিয়ে পড়ার পর রেফ্রিজারেটর অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং বিভাগ থেকে নবম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ে এসএসসি পাস করলাম ২০১১ সালে (সিজিপিএ ৩.৮৮)।

তারপর মাগুরা ইউনিল্যাব ইন্সটিটিউট অব মেডিকেল টেকনোলজিতে ফার্মাসি বিভাগে কারিগরি বোর্ডের আন্ডারে ৩ বছর অ্যাকাডেমিক এবং এক বছর ইন্টার্নশিপ সর্বমোট ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হলাম। দ্বিতীয় সেমিস্টারে অনুভব করলাম শিক্ষক সংকট, তাই ট্রান্সফার নিয়ে ঢাকাতে মিরপুর ইন্সটিটিউট অব মেডিকেল টেকনোলজি কলেজে ভর্তি হলাম। মাগুরা থেকে ঢাকা আসাটা ছিল আমার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। ফাইনাল ইয়ারে ইন্টার্নিতে থাকাকালীন ২০১৭তে আমি বিয়ে করি।

স্যার সলিমুল্লাহ মিটফোর্ড মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল থেকে এক বছর ইন্টার্নি করার সময় স্বপ্ন দেখলাম বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য। ডিপ্লোমা শেষে সিজিপিএ ৩.৫৮ (৪ স্কেলে) পেলাম। যেহেতু ব্যাচেলর ডিগ্রি ফার্মেসিতে অনেক খরচের ব্যাপার এবং আমার অর্থনৈতিক সাপোর্টও তেমন একটা নেই, তাই রাশিয়া বা চীন থেকে ব্যাচেলর পড়াশোনা করার পরিকল্পনা করলাম। চীনের নানজিং টেক ইউনিভার্সিটিতে আবেদন করার পর নানজিং মিউনিসিপ্যাল গভর্নমেন্ট ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস স্কলারশিপ ২০১৮-এ, টিউশন ফি ১৬,০০০ চায়নিজ ইউয়ান এবং ১০,০০০ ইউয়ান প্রতিবছর পেলাম। স্কলারশিপ প্রত্যেক বছর পড়াশোনা, ভলেন্টিয়ারিং,

CamScanner

সোশ্যালওয়ার্ক, কালচারাল অ্যাক্টিভিটি, ডিবেটিং, রিসার্চ ও আউটস্ট্যান্ডিং পারফরম্যান্সের ওপর বিবেচনা করে দেওয়া হয়। আমি চীনে নানজিং টেক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ভলান্টিয়ারিং, মডেল ইউনাইটেড নেশন অ্যাসোসিয়েশন, চায়নিজ কালচারাল অ্যাক্টিভিটি এবং ইউনিভার্সিটি হসপিটালসহ উপরিউক্ত-গুলোর সাথে যুক্ত ছিলাম। এ ছাড়া ছাত্র জীবনে আমার বড় পাওয়া হলো—চীনের নানজিং ইউনিভার্সিটি হসপিটালের ইউথ হেলথ অ্যাসোশিয়েশনের লজিস্টিক বিভাগে প্রধান হওয়া। তা ছাড়া নানজিং মিউনিসিপ্যাল গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ ২০১৮, বাংলাদেশ-সুইডেন ট্রাভেল স্কলারশিপ হিসেবে ৫০০ ডলার পেয়েছি। এগুলো আমার চলার পথকে অনেকটাই মসৃণ করেছে এবং মানসিকভাবে শক্ত হতে সাহায্য করেছে।

২০২০ সালে আমি বাংলাদেশে ছুটিতে এসে একটা ছেলে সন্তানের বাবা হলাম। আমি একাধারে ছাত্র, তার ওপর নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের বড় সন্তান, স্ত্রী-সন্তান সবকিছু মিলিয়ে মানসিকভাবে ভীষণ বিপর্যস্ত হয়ে যেতাম। সবকিছু মিলিয়ে আমি এই জীবনযুদ্ধে এখনো টিকে আছি, বাবা-মা, স্ত্রী এবং শ্বশুর-শাশুড়ির মানসিক সাপোর্টে।

২০২১ এসে আমার রিসার্চ দক্ষতা বাড়াতে বায়োমেডিকেল রিসার্চ ফাউন্ডেশন (বিআরএফ) থেকে অ্যাকাডেমিক লেটারেচি ফান্ডামেন্টাল অব সাইন্টিফিক রিসার্চ কোর্সটি করেছি। এর মাধ্যমে রিসার্চের খুঁটিনাটি শিখেছি। বিআরএফের এই কোর্সটা আমাকে অনেকটা অ্যাডভান্সড করছে, যার সুফল গ্রাজুয়েশনের থিসিস রাইটিংয়ে পেয়েছি। এই মুহূর্তে আন্ডারগ্রাজুয়েট শেষ পর্যায়ে। অর্থাৎ, থিসিস ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেশন চলছে। এটার পাশাপাশি আমি আইইএলটিএস ও চায়নিজ ল্যাংগুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি এইচএসকে ৪ লেভেল এবং অন্যদেশে মাস্টার্স ডিগ্রির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি।

বিদেশে পড়াশোনা করতে হলে আগে সে দেশ, সংস্কৃতি, বিশ্ববিদ্যালয়, ন্যাশনাল ও ইন্টারন্যাশনাল র‍্যাংকিং, ডিপার্টমেন্ট, রিসার্চের সুযোগ, ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা, পড়াশোনার খরচ—এগুলো সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। চীনে পড়াশোনা করার সময় বিদেশি স্টুডেন্টরা মূলত ভাষা ও খাদ্যাভাস নিয়ে বিপাকে পড়ে। ইংলিশ ভার্সনে পড়াশোনা করলেও ডিগ্রির চায়নিজ ভাষা কোর্সে পাশ করতেই হবে। এখন স্বপ্ন দেখছি পিএইচডি করার।

মোহাম্মদ সোহাগ পারভেজ
ফার্মাসি বিভাগ, গ্রাজুয়েট শিক্ষার্থী
নানজিং টেক বিশ্ববিদ্যালয়, চীন

CamScanner

কলেজ শিক্ষক, চাকরিজীবীদের স্টাডিগ্যাপ মোকাবেলা করার প্রস্তুতি

কলেজের শিক্ষকরা বিদেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিতে পারেন। বিদেশের অভিজ্ঞতা যেমন ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করবে, তেমনি নিজের চিন্তা-চেতনাকেও করবে প্রসারিত। তাই শিক্ষাছুটি নিয়ে আপনি চেষ্টা করতে পারেন। বিদেশে পড়াশোনার জন্য পুরোপুরি স্কলারশিপ না পেলেও অল্প খরচে মাস্টার্স করতে পারেন। পরিবারের খরচ চালানোর মতো ব্যবস্থা চাকরির বেতন থেকেই আসবে। এটা একটা ভালো সাপোর্ট, যা নবীন গ্রাজুয়েটদের থাকে না। শিক্ষকতায় নিয়োজিত থাকলেও উচ্চশিক্ষার জন্য স্টাডিগ্যাপ একটা বড় সমস্যা। এই গ্যাপকে মোকাবেলা করতে একটা বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করতে পারেন অনায়াসে। বর্তমানে কিছু কিছু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় অনলাইনেও কোর্স অফার করছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও একটি মাস্টার্স ডিগ্রি নিয়ে নিজেকে উচ্চশিক্ষার জন্য যোগ্য করে তুলতে পারেন। চীন, জাপান এবং বিশেষ করে তুরস্ক এক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা ভর্তি বা বৃত্তির জন্য ভালো টার্গেট হতে পারে। মাস্টার্স করার সময় মেন্টর জোগাড় করার চেষ্টা করতে হবে, যিনি আপনাকে সুপারিশপত্র বা রিকমেন্ডেশন লেটার দিতে পারেন। সমাজসেবামূলক কোনো প্লাটফর্মে যুক্ত হলে শিক্ষাবৃত্তির জন্য অতিরিক্ত স্কোর যোগ হবে আপনার সিভিতে। মনে রাখবেন আপনার শিক্ষকতার পেশাও একটি বড় দক্ষতা, যা সিভিকে সমৃদ্ধ করতে পারে।

"

স্বপ্নযাত্রা ৩ - জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দক্ষিণ কোরিয়ায় পিএইচডি স্কলারশিপ

> ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন দেখতে পছন্দ করি এবং আমার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে সেই বিষয়গুলো থাকত, যেগুলোকে আন্তরিকভাবে পছন্দ বা অনুভব করতাম। এ কারণে এসএসসি আর এইচএসসিতে মোটামুটি রেজাল্ট হয়। কিন্তু এটা নিয়ে আমার তেমন মাথাব্যথা ছিল না। সমস্যায় পড়ি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতে যাই। অনেকটা পারিপার্শ্বিক চাপ ও কিছুটা আমার আগ্রহের কারণে মেডিক্যাল ভর্তি হতে কোচিং করি; যদিও আমার গড়-পড়তা রেজাল্ট আমাকে প্রতিযোগিতায় অনেকটাই পিছিয়ে দেয়। এরপর থেকে বিষণ্ণতা গ্রাস করত। একের পর এক অ্যাডমিশন টেস্টে ব্যর্থ। বাসার চাপে পড়ে অবশেষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ফরম উঠালাম। কিছুতেই মানতে পারছিলাম না, আমি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ব। কারণ মানুষের কাছ থেকে আগেই একটা নেগেটিভ ধারণা ছিল। যাইহোক, তেজগাঁও

কলেজে প্রাণরসায়নে ভর্তি হলাম। যেহেতু অনিচ্ছা সত্ত্বেও পড়তে আসা, তাই প্রথম দুই বছর কোনোমতে পাশ করি। এখানকার একটা বিষয়ে বলতেই হয় যে, কিছু ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি আসতেন নামকরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে; ওনারা প্রায়ই বলতেন তোমরা শুধু শুধু এখানে পড়ছো, না আছে তোমাদের মেধা না আছে তোমাদের বাবার টাকা। কথাটা শুনতে খারাপ লাগলেও সত্য। এ ছাড়া শুধু এখানে পড়ার কারণে বন্ধুদের (স্কুল-কলেজের) আড্ডায় হীনম্মন্যতা অনুভব করতাম। আর পরিচিতজনরা তো তাচ্ছিল্য নিয়ে বলতেনই, 'ও আচ্ছা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়'। যেহেতু বাবা নেই আর বড় ভাই ছোটোখাটো সরকারি চাকরি করতেন, আমি চেষ্টা করতাম টিউশনি করে নিজের পড়াশোনার খরচ যতটুকু পারা যায় বহন করার। মাঝে মাঝে দুপুরে যখন কোনো বাসায় পড়াতে যেতাম। হয়তো দেখা দেখা গেছে কাজের বুয়াও এসেছে সেই সময়টাতে। আসতে কিছুটা দেরি হওয়ায় আন্টির হালকা বকা আর বুয়াকে বকাঝকার মাঝে মিল খুঁজে পেতাম। তখন থেকে মূলত মনে রাগ জমতে থাকে, কিছু একটা করতেই হবে। আমার যা আছে তা দিয়েই শুরু করতে হবে। পরিশ্রম করলাম, কিন্তু প্রথম দুই বছরের ঘাটতির কারণে আমার আন্ডারগ্রেডের রেজাল্ট তেমন ভালো হলো না, কোনোমতে হাইয়ার সেকেন্ড ক্লাস। এরপর আমার ভয় ছিল, হয়তো চাকরি করতে হবে কোনো ওষুধ কোম্পানির মেডিকেল রিপ্রেজেন্টিটিভ হিসেবে। এত পরিশ্রমের কাজ আর এদের প্রতি মানুষের আচরণ আমাকে চিন্তায় ফেলে দিল।

অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবে একটা ওষুধ কোম্পানির কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগে চাকরি হয়। যদিও বেতন অনেক কম আর পোস্টও এক ধাপ নিচের অন্য ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের তুলনায়। তাও ভালো, আমাকে অন্তত রাস্তায় রাস্তায় তো ঘুরতে হবে না, মানুষের গালিও খাওয়া লাগবে না। এখানে কাজ করার ক্ষেত্রে মিশ্র অভিজ্ঞতা ছিল। বেশিরভাগ সময়ই আমাকে কোম্পানির পলিসির কারণে অনেক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছে, যেমন প্রমোশন, ইনক্রিমেন্ট ইত্যাদি। ছয় বছর কাজ করি এখানে এবং এর মাঝে মাস্টার্স শেষ করি। কিন্তু তারপরও কোম্পানির বৈষম্যমূলক পরিবেশের কারণে হীনম্মন্যতায় ভুগতাম আর সুযোগ খুঁজতাম বাইরে উচ্চশিক্ষার জন্য। একবার জিআরই দিয়ে ব্যর্থ হলাম। কোনো পাবলিকেশন নেই, জিআরই স্কোর আসলো মাত্র ২৯৫, কোথাও আবেদন করারও সাহস পেলাম না। এর পর টোয়েফেল দিয়ে পেলাম ৯৪। তারপরও ভালো কোনো সুযোগ পাচ্ছিলাম না। এর মাঝে রেড-গ্রিন রিসার্চ সেন্টারে কম্পিউটিশনাল কেমিস্ট্রিতে কোর্স করি আর ড. হালিম স্যারের তত্ত্বাবধানে ছোট একটা প্রজেক্ট নিয়ে

CamScanner

কাজ শুরু করি। যদিও অফিসের কাজের ঝামেলায় প্রজেক্টটা আর শেষ করা হয়নি, তবে এই অভিজ্ঞতা আমার জন্য টার্নিং পয়েন্ট ছিল। এই জন্য হালিম স্যারের প্রতি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব। উনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি ব্যাকগ্রাউন্ডের দিকে না তাকিয়ে ব্যক্তি হিসেবে আমাকে মূল্যায়ন করেছেন এবং কাজে সুযোগ দিয়েছেন। এর মাঝে আইইএলটিস দিই এবং ব্যান্ড স্কোর ৭ পাই। আমার চাকরির অভিজ্ঞতা, রেড-গ্রিনের সল্প কাজ আমার পিএইচডির স্বপ্নকে সহজ করে দেয়।

পিএইচডি সুযোগ পেতে রিকমেন্ডেশন লেটারের জন্য আমাকে একটু কষ্ট করতে হয়েছে। এটা ছাড়া ভর্তি হতে বাধ্যবাধকতা রয়েছে। একটা জোগাড় করি আমাদের তেজগাঁও কলেজের ডিপার্টমেন্টাল হেড প্রফেসর মোরশেদ আলম স্যারের কাছ থেকে, কিন্তু বাকিটা কোথায় পাই, কূলকিনারা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। হালিম স্যারকে লজ্জায় আর ভয়ে বলতে পারিনি, কারণ ওনার সাথে কাজটা শেষ করিনি। যদিও স্যার আমাকে ফিরিয়ে দিতেন না, এটা আমার বিশ্বাস। অফিসের বস থেকেও নেওয়া সম্ভব নয় (যারা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে কাজ করেন, তারা বুঝবেন)। অবশেষে একজন সিনিয়র কলিগ (আমার রিপোর্টিং বস ছিলেন) দিতে রাজি হন। বর্তমানে আমি দক্ষিণ কোরিয়ার জোনবুক ন্যাশনাল ইউনিভারসিটিতে মলিকুলার বায়োলজি ডিপার্টমেন্টে ফুল ফান্ডে পিএইচডি করছি। আমার প্রজেক্ট ফোকাস নিউরোডিজেনেরেটিভ একটি রোগের জন্য দায়ী সম্ভাব্য জিন অন্বেষণ করা। টিচার্স অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে ৩ সেমিস্টার আন্ডারগ্রেড ক্লাস নিয়েছি এবং আমার কোর্স ওয়ার্কে ভালো রেজাল্ট করার জন্য প্রতি সেমিস্টারে ডিপার্টমেন্ট থেকে বৃত্তি পেয়েছি।

প্রথমত মহান আল্লাহর ওপর কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমাকে কখনো হারিয়ে যেতে দেননি। তারপর আমার পরিবার এবং হালিম স্যারের মতো কিছু শিক্ষকের প্রতি আমি ঋণী। তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞ, যাদের অবহেলামূলক আচরণ আমাকে সামনে আগানোর জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেছে।

মোহাম্মদ মাজেদুল হক
নিউরাল ডেভেলোপমেন্টাল ল্যাব
ডিপার্টমেন্ট অব মলিকিউলার বায়োলজি
জিয়োনবুক ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, দক্ষিণ কোরিয়া

CamScanner

ডিসিপ্লিন সুইচিং—সমাজবিজ্ঞান, আর্টস, বাণিজ্যসহ সব বিভাগের গ্রাজুয়েটরা যেভাবে সুযোগ বাড়াতে পারেন

ধরুন, আপনি বাংলা বা ইংরেজি ভাষা অথবা সমাজবিজ্ঞানে স্নাতক-স্নাতকোত্তর শেষ করে চাকরির চেষ্টা করছেন অথবা কয়েক বছর ধরে শিক্ষকতা করছেন। কিন্তু বিদেশে উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে ক্যারিয়ার গঠনের অদম্য ইচ্ছা রয়েছে। এক্ষেত্রে বিশ্বের চাকরির বাজার এবং গবেষণার ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করে সুযোগ বাড়াতে নতুন কোনো বিভাগে মাস্টার্স করে নিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে পরিবেশ বিজ্ঞান বা জলবায়ু পরিবর্তন (ক্লাইমেট চেঞ্জ) একটা ভালো উদাহরণ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বা পরিবেশগত ইস্যু বিশ্বের অন্যতম সমস্যা। এটা মোকাবেলা করার রিসার্চ স্কলারশিপ বরাদ্দ করা হচ্ছে বিশ্বব্যাপী। এটা মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি সাবজেক্ট (পরিবেশ বিজ্ঞান ও ম্যানেজমেন্ট), যা অনেক বিস্তৃত, যেখানে সব বিষয়ের গ্রাজুয়েটরা (লাইফ সায়েন্স, সমাজবিজ্ঞান, আইন, ম্যাথম্যাটিক্স, ফিজিক্স, কম্পিউটার সায়েন্স, পরিসংখ্যান, বিজনেস স্টাডি) সুযোগ নিতে চেষ্টা করতে পারে। দেশে পাবলিক বা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়ে মাস্টার্স করলে দেশের বাইরের স্কলারশিপ বা কম খরচে উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি হতে সুযোগ তৈরি হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিজের অভিজ্ঞতায় দেখছি ক্লাইমেট চেঞ্জ বা এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট ক্লাসে বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের সদ্য গ্রাজুয়েট বা পড়াশোনায় অনেক বড় গ্যাপ (চাকরিজীবী) রয়েছে, তারা মাস্টার্স করে বিশ্বের চাহিদার সুযোগটা নিচ্ছে।

আপনি যদি সমাজবিজ্ঞান, পুষ্টিবিজ্ঞান, অর্থনীতি, নার্সিং গ্রাজুয়েট হন; তবে জনস্বাস্থ্য বা পাবলিক হেলথে মাস্টার্স করে সুযোগ বাড়াতে পারেন। ডেভেলপমেন্টাল স্টাডিজ বা এই ধরনের নতুন বিষয়ে মাস্টার্স করে সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেন।

দেশের ৩৩টা বিশ্ববিদ্যালয় (পাবলিক ও প্রাইভেট), ৮টা টেক্সটাইল কলেজ, ১০টা টেক্সটাইল ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট এবং ৩১টা ভকেশনাল ইন্সটিটিউট থেকে প্রতিবছর প্রায় ১০ হাজারের মতো গ্রাজুয়েট, ডিপ্লোমাধারী এবং অন্যান্য দক্ষ জনশক্তি বস্ত্রখাতের জন্য তৈরি হচ্ছে; কিন্তু সেই অনুপাতে দেশে চাকরির ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে না। গ্রাজুয়েশন শেষ করার পর ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকার স্যালারির অফার দেওয়া হয়, যেখানে ৮ ঘণ্টার অফিস সময়ের চেয়েও বেশি কাজ করতে হয়। এই কারণে অনেকের মাঝে হতাশা কাজ করে। উন্নত ক্যারিয়ার গঠনে উন্নত বিশ্বে রয়েছে আপনার অনেক সুযোগ। এই ক্ষেত্রে বিসিএসের চিন্তা ঝেড়ে ফেলে

CamScanner

স্নাতক শেষ করে বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণকে প্রাধান্য দিতে পারেন। ডাটা সায়েন্স বা প্রকৌশল ফিল্ডে ডিমান্ডিং কোনো এরিয়াতে মাস্টার্স বা পিএইচডি করতে পারেন। আমার বন্ধু সার্কেলে দুজন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার যারা আমেরিকায় ডাটা সায়েন্টিস্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, একজন পিএইচডি করে বিখ্যাত স্পেস রিসার্চ সেন্টার (নাসা) এ যোগদান করেন, আরেকজন বর্তমানে গুগলে ক্লাউড কম্পিউটিংয়ে কাজ করছেন।

যারা নবীন চিকিৎসক, তারা পাবলিক হেলথে মাস্টার্স বা জীববিজ্ঞান বা ক্লিনিক্যাল যেকোনো বিষয়ে বিদেশে উচ্চশিক্ষার ডিগ্রি নিতে পারেন।

যারা কৃষিবিদ, তারা লাইফ সায়েন্সের ডিমান্ডিং ফিল্ডগুলোতে সুইচ করতে পারেন। তেমনিভাবে কেমিস্ট্রি-ফিজিক্স গ্রাজুয়েটরা কোনো ডিমান্ডিং ব্যাবহারিক ফিল্ডে সুযোগ নিতে পারেন। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর করার পর আপনি চাইলে ডিসিপ্লিন সুইচ করে পছন্দমতো নতুন বিষয়ে ডিগ্রি নিতে পারেন। এমনও নজির আছে, ইংরেজিতে অনার্স শেষ করে চীনে মেডিসিনে ভর্তি হয়েছেন!

বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য ফিন্যান্সিয়াল পরিকল্পনাও থাকা উচিত

বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আবেদন করা শুরুর আগেই একটা ফিন্যান্সিয়াল পরিকল্পনা থাকা উচিত। এই ফিন্যান্সিয়াল প্ল্যান শুরু হতে পারে GRE, IELTS/TOEFL ফি, বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন ফি, স্কলারশিপ পাওয়ার পর ভিসার জন্য আবেদন ফি, এ ছাড়াও বিদেশে যাওয়ার আগে সেখানকার আবহাওয়া অনুযায়ী কিছু শপিংয়ের খরচ। পারিবারিকভাবে যাদের আর্থিক ব্যাকগ্রাউন্ড ভালো, তাদের জন্য এসব খরচ তেমন ফ্যাক্টর না হলেও যাদের পারিবারিক অবস্থা স্ট্যাবল নয়, তাদেরকে অবশ্যই একটা ফিন্যান্সিয়াল পরিকল্পনা করে ফেলতে হবে। যদি কেউ আন্ডারগ্র্যাজুয়েটের পর জব করে, সেক্ষেত্রে নিজস্ব সীমাবদ্ধতার মধ্যেই কিছু কিছু করে অর্থ অবশ্যই জমাতে হবে, তাহলে সেটা পরবর্তী সময়ে কাজে দেবে। এ ছাড়া বিদেশে যাওয়ার সময়ও কিছু অর্থ ব্যাকআপ হিসেবে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। তা ছাড়া এমন নজিরও আছে, অনেকে বিদেশে যাওয়ার পর বিভিন্ন কারণে ফান্ডিং সংক্রান্ত ঝামেলায় পড়ে যায়; সেক্ষেত্রেও ব্যাকআপ প্ল্যান থাকাটা উত্তম। মনে রাখবেন, ধার করেও যদি বিদেশে উচ্চশিক্ষার্থে পড়তে যান, তবে প্রাপ্ত স্কলারশিপ দিয়ে আপনার আর্থিক সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে, ইনশা আল্লাহ।

CamScanner

উচ্চশিক্ষা প্রস্তুতিতে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টসরা যেখানে এগিয়ে

উচ্চশিক্ষার স্কলারশিপ পেতে বেশ কিছু দক্ষতা বা স্কিল দরকার পড়ে, যা শুরুতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষ থেকে পরিকল্পনামাফিক আগালে গ্রাজুয়েশন শেষ হতে হতে এইগুলো অর্জিত হয়ে যাওয়া উচিত। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটরা এক্ষেত্রে এগিয়ে থাকে মূলত সেশনজট না থাকার কারণে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সময়মতো পাশ করার নিশ্চয়তা নেই। প্রসঙ্গত, আমাদের ৪ বছরের কোর্স শেষ হতে প্রায় ৭ বছর লেগেছিল। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি শেষ করতে গড়পড়তা প্রায় ২ বছর বেশি সময় লেগে যায়। ভালোমানের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গুণগত মান ভালো এবং তারা সচরাচর পেশাগতভাবে নিষ্ঠাবান। তাই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টরা এই রিসোর্স কাজে লাগাতে পারে। মনে রাখতে হবে, মেন্টরের সহযোগিতা ছাড়া বিদেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ তেমন একটা নেই। অ্যাকাডেমিক রেজাল্ট মাঝারি মানের হলেও স্কলারশিপ পেতে বাধা হওয়ার কথা নয়, যদি অন্যান্য দক্ষতা থাকে। তাই দেশে চাকরি নামক সোনার হরিণের পেছনে না ছুটে বিশ্ববিদ্যালয় লাইফের প্রথম দিন থেকে মনোযোগী হলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছা সহজ হয়। সমস্যা হচ্ছে, যে সময়টা ধৈর্য ধরে দক্ষতাগুলো অর্জন করার কথা, সে সময়টাতে স্টুডেন্টরা হেলায়-ফেলায় মূল্যবান সময় নষ্ট করে। এই কারণে দেখা যায়, গ্রাজুয়েশন শেষে চাকরির জন্য চেষ্টা করতে করতে বিষণ্ণতা জেঁকে বসে, নিজেকে সমাজের জন্য অদরকারি মনে করতে থাকে, অবশেষে অনেকে পরিবারের বোঁঝা হয়ে দাঁড়ায়।

ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ুয়া সন্তানদের গার্ডিয়ানরা সচরাচর যে ভুল করেন

অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল ও উচ্চশিক্ষিত পরিবার তাদের সন্তানকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ান। এর মূল কারণ হচ্ছে, দেশের সিস্টেমের প্রতি পর্যাপ্ত আস্থার অভাব। এই বিষয়ে প্রাসঙ্গিক হতে পারে মেডিকেল ট্যুরিজম। দেশের অনেক রোগী বিদেশে চিকিৎসা সেবা নিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। ২০০৫ সালে পত্রিকার এক জরিপ অনুযায়ী প্রায় ১৭,০০০ ছাত্র-ছাত্রী ইংলিশ মিডিয়ামে পড়তো। গত ১৫ বছরে এই সংখ্যা আরো বাড়া স্বাভাবিক। ২০২০ সালে ৫০০০ এর বেশি স্টুডেন্ট 'এ-লেভেল' পরীক্ষায় নিবন্ধন করেছিল।[১] জাপানের উদ্যোগে এক রিসার্চে দেখা

---

[১] "A-Level Exams: Students negotiate a new reality" The Daily Star, 2 October 2020

CamScanner

গেছে, ইংলিশ মিডিয়ামে যাদের সন্তানরা পড়েন, তাদের পিতামাতার শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাজুয়েট এবং ৮০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রীদের মূল লক্ষ্য বিদেশে পাড়ি দেওয়া।[১] দেশের প্রতি নিরাশা বা অনাস্থার কারণে এ-লেভেলে পাশ করে ইংলিশ মিডিয়ামের স্টুডেন্টরা নিজস্ব খরচে আন্ডারগ্রাজুয়েট করতে বিদেশে চলে যায়। দিন দিন এই প্রবণতা বেড়েই চলছে। যারা আন্ডারগ্রাজুয়েট (ব্যাচেলর/অনার্স) করতে বিদেশে যেতে পারছে না, তাদের ভেতরে একধরনের হীনম্মন্যতা কাজ করে। অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা বা কানাডায় আন্ডারগ্রাজুয়েট শেষ করতে কমপক্ষে এক থেকে দুই কোটি টাকার প্রয়োজন হতে পারে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এত টাকা খরচ করে অত্যন্ত আদরে বড় করা সন্তানকে মাত্র ১৯-২০ বছর বয়সে বিদেশের মতো নতুন দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে অনেক পিতামাতা অনিশ্চয়তায় পড়ে যান। যে সন্তান নিজের হাতে গ্লাসে পানি ভরে খেতো না, নিজের জামা পরিষ্কার করতো না, বাজার করতো না, রান্না করতো না—তাদেরকে বিদেশের মাটিতে এসব রপ্ত করতে অনেক বেগ পেতে হয়। নিজের খরচ জোগাড় করতে হলে আরো কঠিন অবস্থায় পতিত হয়। তা ছাড়া নতুন পরিবেশে পিতামাতার সুপারভিশনে না থাকার কারণে বিপথে চলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

গার্ডিয়ানরা একটু সচেতন হলে এত টাকা খরচ হতো না। ইংলিশ মিডিয়ামের স্টুডেন্টরা দেশের কোনো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্ডারগ্রাজুয়েট করে মাস্টার্স বা পিএইচডির জন্য স্কলারশিপ পেতে পারে। তারা বাংলা মিডিয়ামের ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় অনেক সহজেই উচ্চশিক্ষা বৃত্তির জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলো অর্জন করতে পারে। আন্ডারগ্রাজুয়েট শেষ করতে করতে নিজের চলার যোগ্যতা বা ম্যাচিউরিটি চলে আসে। এরপর বিদেশে পড়তে গেলে লক্ষ্যে পৌঁছা অনেক সহজ হতে পারে। এইচএসসি বা এ-লেভেলের পর সন্তানদের আন্ডারগ্রাজুয়েট লাভে বিদেশে পাঠিয়ে তাদের জীবনটা জটিল করে দেওয়ার জন্য অনেক পিতামাতার আফসোসের সীমা থাকে না। জেনে-বুঝে পরিকল্পনা করে তা বাস্তবায়ন করতে পারলে অনেক টাকাও বাঁচতে পারে, আবার সন্তানদের লক্ষ্যে পৌঁছাও সহজ হবে।

---

[১] "Proliferating English-Medium Schools in Bangladesh and Their Educational Significance Among the "Clientele" Journal of International Development and Cooperation, Vol.23, No.1 & No.2, 2017, pp. 1-13

CamScanner

ক্যারিয়ার পরিকল্পনায় পিতামাতারা যেভাবে বড় বাধা হয়ে ওঠেন

তুষার (কল্পিত নাম) মফস্বল শহরে পড়াশোনা করেছে। পিতামাতা চান ও ফার্মাসিতে পড়ুক। কেননা ফার্মাসি পাশ করলে দেশে ভালো বেতনের চাকরি হবে। তাদের ধারণার ভিত্তি পত্র-পত্রিকায় ঔষধশিল্প সম্পর্কে কিছুটা তথ্য এবং পাড়ায় পাড়ায় ফার্মাসির দোকানের আধিক্য। এমনও হতে পারে দূর-সম্পর্কীয় কেউ ২০ বছর আগে ফার্মাসি গ্রাজুয়েট হয়ে আজ প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে ২০ বছর আগে দেশে খুব অল্পসংখ্যক ফার্মাসিস্ট বের হতো। এখন দেশের কমপক্ষে ৪০টা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০০ এর মতো গ্রাজুয়েট বের হচ্ছে, যা আগের পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি। পিতামাতার তথ্য গ্যাপের কারণে অবশেষে বিপাকে পড়ে যায় সন্তানটিসহ গোটা পরিবার; তবে সন্তান যদি বিদেশে উচ্চশিক্ষা মূল লক্ষ্য করে ফার্মাসি পড়তো, তবে তার জন্য অনেক রাস্তা খুলে যেত, কিন্তু বাবা-মা ও শিক্ষার্থীর কাছে সেই তথ্য নেই।

বাবা-মা চাচ্ছেন জোবায়ের (কল্পিত নাম) বিবিএ করুক। এতে কর্পোরেট জব পাওয়া যাবে, কিন্তু সন্তান চায় না মার্কেটিং বা সেলস টাইপের জব করতে। পিতামাতা সন্তানকে বিসিএস দিতেও চাপ দেন সামাজিক কারণে, কিন্তু সন্তানের তা-ও পছন্দ নয়। বিসিএস খুবই ঝুঁকিপূর্ণ (ব্যর্থতার হার শতকরা ৯৯.৫ ভাগ) জেনেও সাগরে লাফ দেওয়ার মতো সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হতে হয়। এমনো দেখেছি সন্তানকে জোর করে সিএসই'তে ভর্তি করা হয়েছে; যদিও সন্তানের সেটা নিয়ে আগ্রহ নেই বা একটা ভীতি রয়েছে। শুরু করে তাই অনেকেই শেষ করতে পারে না। হয়তো অন্য কোনো ডিসিপ্লিনে (যেমন : এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স বা ম্যানেজমেন্ট) পড়লে বাইরে ক্যারিয়ার গঠনের সুযোগ নিতে পারতো। তাই ভালোমতো না জেনে বা জোর করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভর্তি করে দেওয়ার কারণে অনেকে পড়াশোনা থেকেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলে, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কারণে যেটা নিয়মিত দেখে আসছি।

নিজের ক্যারিয়ার প্ল্যানিং করেছিলাম এসএসসি পরীক্ষার আগে। মানুষের উপকার হয় এমন কিছু করার ইচ্ছে ছিল সেই ছোটবেলা থেকেই। সেই চিন্তা থেকে চিকিৎসক হওয়ার পরিকল্পনা ছিল। ঢাকা কলেজ থেকে পাশ করার পর পরিকল্পনামাফিক মেডিকেলে ভর্তিও হয়েছিলাম। দেশের বাইরে স্কলারশিপে মেডিসিনে পড়ার সুযোগও হয়েছিল। পরে মনে হয়েছে, গবেষক হলে বেশি মানুষ

CamScanner

পরোক্ষভাবে উপকৃত হতে পারে। এই চিন্তা থেকে বাবার ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাইক্রোবায়োলজিতে ভর্তি হই। অনেকে পরামর্শ দিয়েছিল ফার্মাসিতে পড়তে। কেননা দেশে নাকি ফার্মা ইন্ডাস্ট্রিতে জব হবে। শুধু জব করার টার্গেট কখনোই ছিল না। তাই আল্লাহর ইচ্ছায় নিজের পছন্দমতো সাবজেক্টে ভর্তি হই। বর্তমানে শিক্ষকতার পাশাপাশি গবেষক হিসেবে দেশে নিজের মতো করে থ্যালাসেমিয়া (বংশগত রক্তরোগ) প্রতিরোধ নিয়ে গবেষণা করে অন্যরকমের একটা তৃপ্তি পাই। থ্যালাসেমিয়া রোগটির নীরব মহামারি চলছে দেশে, কিন্তু অনেকে এর নামই শোনেনি, যা আমাদের গবেষণায় উঠে এসেছে।

আমাদের দেশের বেশিরভাগ পিতামাতার কাছে পর্যাপ্ত তথ্যই নেই যে, ভবিষ্যতে কোথায় সুযোগ তৈরি হবে। শিক্ষকরাও তথ্যের অভাবে সঠিক দিক-নির্দেশনা দিতে ব্যর্থ হন। এমনো হয় যে, পিতামাতা নিজের একসময়ের ইচ্ছা বা সমাজে প্রভাব বাড়তে পারে এমন চিন্তা থেকে সন্তানকে এমন এক সাবজেক্টে পড়তে মানসিক চাপ দেন; যদিও সেটাতে সন্তানের ইচ্ছে শূন্যের কোঠায়। এজন্য উন্নত দেশে হাইস্কুল থেকে পিতামাতারা প্রয়োজনে প্রফেশনাল ক্যারিয়ার কোচের পরামর্শ নেন।

CamScanner

কোন কোন দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ আছে?

উচ্চশিক্ষা বৃত্তির জন্য কোন দেশ, কীসের ভিত্তিতে নির্বাচন করবেন?

আপনি কোন দেশে যেতে চান তা নির্ভর করবে দেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে, কোন বিভাগে (বিজ্ঞান, প্রকৌশল, কলা, সমাজকল্যাণ, বাণিজ্য, মেডিসিন) পড়ছেন। যেমন : যারা বুয়েটে পড়েন, তাদের উদ্দেশ্য থাকে আমেরিকায় পড়তে যাওয়া। এটা বুয়েট সংস্কৃতির অংশ। তাই সেখানকার শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে যাওয়ার পর পরই কীভাবে যেতে হয় বুঝে যায় এবং সে অনুযায়ী জিআরই প্রস্তুতি শুরু করে। বিশ্বে প্রতিবছর হাজার হাজার শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া হয়। শিক্ষাবৃত্তি পেতে তথ্য জানা সবচেয়ে বেশি জরুরি। আমাদের সময় বিদেশে উচ্চশিক্ষার তথ্য জোগাড় করতে বেগ পেতে হতো। তখন গুগল সার্চ ইঞ্জিন বা ইন্টারনেট প্রসার লাভ করেনি। বর্তমানে কেউ চাইলে খুব সহজেই তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। এটা নির্ভর করে সম্পূর্ণ আন্তরিক ইচ্ছের ওপর। এজন্য এই পরিচ্ছেদে বিশেষ কিছু স্কলারশিপ কোন দেশে পাওয়া যেতে পারে, সেই ব্যাপারে ধারণা দিয়েছি। আপনি এই তথ্যগুলোকে কেন্দ্র করে ইন্টারনেট সার্চ করে পর্যাপ্ত তথ্য পেয়ে যাবেন। মনে রাখতে হবে, উচ্চশিক্ষার্থে বৃত্তি পাওয়া মানে ক্যারিয়ার গঠনে অনেকটা পথ এগিয়ে যাওয়া। অনেক দেশে পিএইচডি করাকে তো জব হিসেবেই গণ্য করা হয়।

এশিয়ায় চীন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া সবচেয়ে বেশি স্কলারশিপ দিয়ে থাকে। অন্যান্য দেশ যেমন : সিংগাপুর, তাইওয়ান, হংকং, মালয়েশিয়া এমনকি থাইল্যান্ডও অনেক স্কলারশিপ দেয়। তেমনিভাবে ল্যাটিন আমেরিকার কিছু দেশও (যেমন :

CamScanner

মেক্সিকো, চিলি) বিদেশি শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেয়। বইয়ের কলেবর বড় হয়ে যাবে বলে প্রত্যেকটি দেশের শিক্ষাবৃত্তি নিয়ে তেমন বেশি আলোকপাত করা হয়নি; তবে সেগুলো খুঁজে পেতে উপায় বাতলে দেওয়া আছে এই বইয়ে।

উচ্চশিক্ষা বৃত্তি সন্ধান করতে কিছু সুনির্দিষ্ট পরামর্শ

১। আমি কি উচ্চশিক্ষা বৃত্তি অর্জনের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছি?—এই প্রশ্ন নিজেকে করুন। কতটুকু দক্ষতা বা যোগ্যতা অর্জন করেছেন (যেমন : জিআরই, টোফেল, আইইএলটিস, রিসার্চ অভিজ্ঞতা, পাবলিকেশন, চাকরির অভিজ্ঞতা ইত্যাদি), তার একটা চেকলিস্ট বানান। এরপর পছন্দের দেশগুলোতে স্কলারশিপ পাওয়ার ন্যূনতম যোগ্যতা কী কী প্রয়োজন, সেটাও লিখুন। যেমন : অস্ট্রেলিয়াতে স্কলারশিপ পেতে ভালো জার্নালে সায়েন্টিফিক পেপার পাবলিশ করতে হয়, আমেরিকায় ফান্ডিং পেতে জিআরই স্কোর লাগে। অন্যদিকে চীন, জাপান, তুরস্কে ইংরেজি ভাষার টেস্ট স্কোর তেমন বড় কোনো ইস্যু নয়।

২। অনার্স বা মাস্টার্স যে বিষয়ে করেছেন, সেই সংক্রান্ত স্কলারশিপ কোন কোন দেশে দেওয়া হয়, তা নিয়ে ঘাটাঘাটি করুন। যেমন : জার্নালিজমের জন্য হল্যান্ড বা ইংল্যান্ডে এমন স্কলারশিপ প্রোগ্রাম রয়েছে, প্রতিবছর একটা নির্দিষ্ট সময়ে যেসবের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। টার্গেট স্কলারশিপ অর্জনে কী কী যোগ্যতা চেয়েছে, তা জানুন। যেমন : সুইডেন মাস্টার্স লেভেলে স্কলারশিপ দেয়, যার প্রধান বৈশিষ্ট্য—দুই বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৩। দেশ বা এলাকার আবহাওয়া, বসবাস করার খরচ, নির্দিষ্ট কমিউনিটি আছে কি না (যেমন : মুসলিম)—এই বিষয়গুলো উপযুক্ত স্কলারশিপ নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪। এমন স্কলারশিপ খুঁজে বের করুন, যেখানে প্রতিযোগিতা কম হয়। অতি পরিচিত স্কলারশিপ যেমন : কমনওয়েলথ বা শ্যাভেনিং স্কলারশিপে অনেকে আবেদন করে। তাই সেটা অর্জন করা কঠিন, কিন্তু প্রায় সব উন্নতমানের বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট বিভাগ বা স্কুলকেন্দ্রিক স্কলারশিপ দেয়, যেগুলো ফলাও করে প্রচারিত হয় না। ঠিকমতো না ঘাটলে সেই তথ্য চোখে পড়বে না। তেমননিভাবে অনেক ফাউন্ডেশন বা ইন্ডাস্ট্রি স্কলারশিপ (যেমন : জাপান, জার্মানি), সেগুলোও বিবেচনায় রাখুন। নিচের সেকশনে বিভিন্ন দেশের স্কলারশিপ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবসাইট লিংক

CamScanner

যুক্ত করা হয়েছে যাতে বিস্তারিত জানতে পারেন।

৫। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন দেশভিত্তিক উচ্চশিক্ষা গ্রহণে ভর্তি বা স্কলারশিপ নিয়ে পেইজ রয়েছে। সেগুলোকে অনুসরণ করুন। তাহলে অনেক নতুন নতুন তথ্য পেতে পারেন। স্কলারশিপ-সংক্রান্ত ইন্টারনেটে ভালো ভালো ব্লগ সাইটও আছে, সেগুলো থেকেও অনেক তথ্য পেতে পারেন।

৬। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের কারণে বিভিন্ন দেশ (চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, হাংগেরি, সুইডেন ইত্যাদি) প্রতিবছর তাদের অ্যাম্বেসি এবং বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমেও কিছু স্কলারশিপ বরাদ্দ করে। এই সম্পর্কে তথ্য জানতে বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চোখ রাখতে হবে— http://www.moedu.gov.bd/

৭। বাংলাদেশ সরকারও উচ্চশিক্ষার জন্য কিছু ফান্ডিং করে, যেমন : Prime minister fellowship (http://giupmo.gov.bd/), Bangabandhu Science and Technology (http://www.bstft.gov.bd/)।

এ ছাড়া আরো অনেক স্কলারশিপ রয়েছে। যেমন : World Bank Scholarship Program, TWAS grants for PhD, Aga khan Scholarship ইত্যাদি।

কী-ওয়ার্ড দিয়ে গুগল সার্চ করলে আরো বিস্তারিত জানা যাবে।

চীনে অনেক সুযোগ—গবেষণায় নতুন শক্তিধর রাষ্ট্র, ছাড়িয়ে গেছে আমেরিকাকেও!

বিগত দুই দশকে চীন জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাক লাগানো উন্নতি করেছে। এটা শুধু সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক প্রকাশনায় (জার্নাল পেপারে) নয়, মূল শিল্পখাতে প্রযুক্তিগত নেতৃত্ব অর্জনের উচ্চাকাঙ্ক্ষার মাধ্যমেও। এই তো ২০০০ সালের শুরুর দিকেও চীন বিশ্বের সর্বাধিক উদ্ধৃত প্রকাশনার (Highly cited publication) শতকরা ১০ ভাগের কম ছিল, কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণা দেখায় যে, এটা ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৭টা দেশকে ছাড়িয়ে গেছে। চীনের অভিজাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়ে ক্রমবর্ধমান গতিতে উচ্চতর স্থান পেয়েছে এবং চাইনিজ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস প্রাতিষ্ঠানিক বৈজ্ঞানিক আউটপুটের প্রকৃতি সূচকে ধারাবাহিকভাবে শীর্ষে রয়েছে। গবেষণা ও উন্নয়নে দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যয়কারী হিসাবে ২০১৯ সালে

CamScanner

চীনের মোট দেশীয় রিসার্চ ও ডেভেলোপমেন্ট (R&D) ব্যয় ছিল ৫১৪.৮ বিলিয়ন (মার্কিন ডলার), যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয় করা ৬১২.৮ বিলিয়নের কাছাকাছি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের ৩৯০.৫ বিলিয়নের চেয়ে বেশি।[১]

চীনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের প্রোগ্রামের মান বৃদ্ধি করেছে, তারা বিজ্ঞানী তৈরিতেও নেতৃত্ব দিচ্ছে। ২০১৮ সালে চীনা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিতে প্রায় ৪৯,৫০০ ডক্টরেট ডিগ্রি দিয়েছে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (৪২,০০০) ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন (৪৫,০০০) থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।

বৈজ্ঞানিক প্রকাশনায় (Scientific publication) সামগ্রিক সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে চীন পরপর দুই বছর (২০১৮ ও ২০১৯) শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। ইউএস ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন (এনএসএফ) দ্বারা প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুসারে, বিজ্ঞান প্রকাশনার মোট সংখ্যার ক্ষেত্রে চীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে গেছে। ২০১৮ সালে প্রথমবার। তদুপরি চীন ২০১৯ সালে ৪৭১,৩৬৭টা গবেষণা প্রকাশ করেছে, যেখানে আমেরিকা প্রকাশ করেছে ৩৯৩,৭৯৪টা।

বিশ্বব্যাপী উদ্ধৃত শীর্ষ (highly cited) ১০ শতাংশ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্রের ক্ষেত্রে ২০১৮ সালে চীনা নিবন্ধনের সংখ্যা ৪০,২১৯, অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছিল ৩৭,১২৪। বিশ্বব্যাপী উদ্ধৃত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত গবেষণাপত্রের শীর্ষ ১০ শতাংশের মধ্যে চায়না ২৪.৮ শতাংশ ও আমেরিকা ২২.৯ শতাংশ অবদান রেখেছে।[২] জাপানের নিক্কেই উল্লেখ করেছে যে, বৈশ্বিক বিজ্ঞানে চীনের বর্তমান অবস্থান চীনের ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ এবং প্রচুর মানবসম্পদেরই ফলাফল। ২০১৯ সালে গবেষণা ও উন্নয়নে চীনের ব্যয় এক দশক আগের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ ছিল। গবেষকের সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৯ সালে চীনে ২.১ মিলিয়নেরও বেশি গবেষক ছিল, যা ২০১৮ সালের তুলনায় ১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেখানে বিশ্বমানের বিজ্ঞানীদের সংখ্যা হু হু করে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

---

[১] "What Do China's Scientific Ambitions Mean for Science—and the World?" Issues, https://issues.org/what-do-chinas-scientific-ambitions-mean-for-science-and-the-world/

[২] "China : the World's No.1 Producerof Most Cited Research Papers" Science and Technology Daily, http://m.stdaily.com/English/ChinaNews/2021-09/09/content_1218655.shtml

CamScanner

QS World University Rankings· ২০২১-এ মেইনল্যান্ড চায়নার ৪০টা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যার মধ্যে বিশ্বের শীর্ষ ১০০-এর মধ্যে ছয়টা রয়েছে, চীনের আরো ৬০টা শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয় নতুন QS মেইনল্যান্ড চায়না র‍্যাংকিংয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রজেক্ট-২১১, প্রজেক্ট-৯৮৫ এবং ডাবল ফার্স্ট ক্লাস ইউনিভার্সিটি স্ট্র্যাটেজিক পরিকল্পনা—যার লক্ষ্য : শীর্ষ ১০০ ও শীর্ষ ৪০টা চীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মান উন্নত করা—বিশাল জাতীয় বিনিয়োগের মাধ্যমে চায়না প্রায় রকেটের গতিতে এগোচ্ছে। চীনে প্রায় ৩০০০টা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪০ মিলিয়ন ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করে। ১৯৭৮ সালে চীনে মাত্র ১২৩৬ জন আন্তর্জাতিক ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নথিভুক্ত ছিল। বর্তমানে (২০২০ সাল) প্রায় ৫ লক্ষ আন্তর্জাতিক ছাত্র-ছাত্রীদের চায়না হোস্ট করছে। ২০১৮ সাল নাগাদ ১৯৬টা দেশের ৪৯২,১৮৫ জন আন্তর্জাতিক ছাত্র চীনের মূল ভূখণ্ডে পড়াশোনা করেছে। তারা ১০০৪টা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নথিভুক্ত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক ছাত্র সংখ্যা ২০০৯ থেকে দ্বিগুণ হয়েছে, যখন ২৩৮,১৮৪ নথিভুক্ত হয়েছিল।

২০১০ ছিল চীনের জন্য একটা টার্নিং। ২০০৭ ও ২০০৯ এর মধ্যে চীনা শিক্ষা-মন্ত্রণালয় ইঙ্গিত দিয়েছিল, এটা মানসম্পন্ন শিক্ষার ব্যয়ে আন্তর্জাতিক ছাত্র তালিকাভুক্তিতে বেপরোয়া অনুসরণের বিরুদ্ধে। ২০১০ সালে রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারণী বৈঠক চীনে গণভাবে আন্তর্জাতিক শিক্ষাকে পুনরায় সমর্থন করে। তাদের কথা ছিল, চীনে অধ্যয়নকে একটা বৈশ্বিক শিক্ষাব্র্যান্ড হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। পরিকল্পনাটি বার্ষিক তালিকাভুক্তির একটা লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করে, যা ২০২০ সালে ৫০০,০০০ শিক্ষার্থীর মধ্যে শেষ হবে। এতে ১৫০,০০০ ডিগ্রি-প্রার্থী শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১] আন্তর্জাতিক শিক্ষার জন্য অনুকরণীয় সাইট, প্রোগ্রাম ও কোর্স বিকাশের জন্য বার্ষিক লক্ষ্যও নির্ধারণ করা হয়েছিল তাতে।

চীনে পড়ুয়া আন্তর্জাতিক শীর্ষস্থানীয় দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, পাকিস্তান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, রাশিয়া, জাপান ও ইন্দোনেশিয়া। সে তুলনায় বাংলাদেশের উপস্থিতি খুব কম। এর মূল কারণ একটাই—বাংলাদেশের

---

[১] "Impact of rising international student numbers in China" University World News, 22 May 2021

CamScanner

বিদেশি উচ্চশিক্ষা প্রত্যাশীরা চীনের অগ্রগতি সম্পর্কে তেমন একটা অবগত নন। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে চীন বাংলাদেশের জন্য একটা বড় ক্ষেত্র হতে পারে।

চীন যে যে ধরনের বৃত্তি প্রদান করে

Chinese Scholarship Council (CSC) স্কলারশিপ

এটা আন্তর্জাতিক ছাত্রদের দেওয়া সবচেয়ে সাধারণ বৃত্তিগুলির মধ্যে একটা। চাইনিজ স্কলারশিপ কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত এই ধরনের সরকারি বৃত্তি হলো—শিক্ষা, সাংস্কৃতিক বিনিময়, রাজনৈতিক সহযোগিতা এবং অন্যান্য দেশ ও চীনের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া প্রচারের জন্য চীনা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একট উদ্যোগ। CSC স্কলারশিপ আংশিক বা পূর্ণ অর্থায়ন হতে পারে।

CSC এমবিএ প্রোগ্রাম, এমবিবিএস প্রোগ্রাম (এমবিবিএসের খুব সীমিত স্কলারশিপ আছে) বা খুব উচ্চ টিউশন ফি-সহ সেই প্রোগ্রামগুলো কভার করে না। এক্ষেত্রে আপনাকে নিচের অন্যান্য বৃত্তিগুলো দেখতে হবে। স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও ডক্টরাল ছাত্র, যারা সরকারি বৃত্তির জন্য যোগ্যতা অর্জন করে, তারা তাদের অধ্যয়নের সময় একটা মাসিক উপবৃত্তি, বিনা মূল্যে শিক্ষাদান এবং বিনা মূল্যে বাসস্থান পায়।

২৯৭টা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, যারা ছাত্রদের CSC স্কলারশিপ গ্রহণ করতে পারে। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর লিস্ট—List of 279 Chinese Universities For CSC Scholarship

https://www.china-admissions.com/blog/279-chinese-universities-admitting-international-students-for-chinese-government-scholarship/

Chinese Scholarship Council (CSC) স্কলারশিপ কীভাবে, কোথায় আবেদন করতে হবে তা নিচের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে—

www.csc.edu.cn

চাইনিজ স্কলারশিপ কাউন্সিলের কয়েকটি ভিন্ন ধরনের স্কলারশিপ রয়েছে :

CamScanner

» টাইপ এ- দ্বিপাক্ষিক প্রোগ্রাম

» টাইপ বি- চাইনিজ ইউনিভার্সিটি প্রোগ্রাম

» গ্রেট ওয়াল প্রোগ্রাম

চীনা দূতাবাস বৃত্তি

কিছু ছাত্র চীনা দূতাবাস বৃত্তি সম্পর্কে আমাদের কাছে জানতে চায়। এটা আসলে চাইনিজ স্কলারশিপ কাউন্সিলের স্কলারশিপ টাইপ-এ, যা সারা বিশ্বের দূতাবাস দ্বারা পরিচালিত হয়—

https://www.china-admissions.com/chinese-scholarships/chinese-government-scholarship-bilateral-program/

চীনা বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তি

চীনের বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি প্রদান করে। এই বৃত্তিগুলো আপনার টিউশন ফি এবং বাসস্থানের খরচ কভার করতে পারে।

বেশিরভাগ সময় এই বৃত্তিগুলো এমন ছাত্রদের দেওয়া হয়, যারা প্রাথমিকভাবে আবেদন করে, উচ্চ গ্রেড পেয়েছে বা অন্যান্য ব্যতিক্রমী পাঠ্যক্রম রয়েছে। আপনি আপনার ক্লাসে উচ্চ স্কোর অর্জন করে, প্রাসঙ্গিক ও ব্যতিক্রমী কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করে বা স্বেচ্ছাসেবক অথবা গবেষণার মতো অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি জেতার সুযোগ বাড়াতে পারেন। কখনো কখনো আপনাকে একটা আনুষ্ঠানিক আবেদন জমা দিতে বলা হতে পারে। অন্য সময় বিশ্ববিদ্যালয় আপনাকে এই ধরনের বৃত্তির জন্য এমনিতেই বিবেচনা করবে।

ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল কলেজ অ্যাকাডেমিকভাবে ব্যতিক্রমী শিক্ষার্থীদের জন্য সীমিত বৃত্তি প্রদান করে। ফুদান ইন্টারন্যাশনাল এমবিএ, ব্যবসায়িক শিক্ষার্থীদের জন্য একটা মাস্টার্স প্রোগ্রাম, উচ্চ GMAT স্কোরসহ তরুণ প্রতিভা এবং নারী নেতৃত্বের মতো বিভাগে বৃত্তি প্রদান করে।

জিয়ামেন ইউনিভার্সিটি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য পাঁচটি ভিন্ন স্কলারশিপ দিচ্ছে, যাতে তারা চীনে পড়াশোনা করতে পারে। ইউনিভার্সিটি স্কলারশিপের জন্য

CamScanner

আবেদন করার আবেদন প্রক্রিয়া সিএসসি স্কলারশিপের চেয়ে সহজ।

পিকিং ইউনিভার্সিটি, রেনমিন ইউনিভার্সিটি, শানডং ইউনিভার্সিটি ও ইস্ট চায়না নর্মাল ইউনিভার্সিটি-সহ শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অফিসিয়াল চাইনিজ স্কুল স্কলারশিপ ওয়েবপেজে ১৫০টির বেশি স্কলারশিপ রয়েছে।

বিস্তারিত জানতে—https://www.china-admissions.com/blog/introducing-uic/

এমবিএ প্রোগ্রাম স্কলারশিপ

এমবিএ প্রোগ্রামগুলোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিভিন্ন ধরনের বৃত্তি প্রদান করে—

» ফুদান বিশ্ববিদ্যালয়ে এমবিএ বৃত্তি

বিস্তারিত—https://apply.china-admissions.com/scholarship/imba-program-xing-quan-belt-and-road-scholarship/

» CEIBS MBA স্কলারশিপ

বিস্তারিত—https://www.china-admissions.com/blog/ceibs-mba-pre-application-scholarships/

কনফুসিয়াস ইন্সটিটিউট স্কলারশিপ

কনফুসিয়াস ইন্সটিটিউটের উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য, বিশ্বে চীনা ভাষার প্রচার ও চীনা সাংস্কৃতিক সম্প্রচারের সুবিধার্থে যোগ্য চীনা ভাষার শিক্ষক এবং চীনা ভাষার প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলার জন্য কনফুসিয়াস ইন্সটিটিউটের সদর দফতর (হানবান) 'কনফুসিয়াস ইন্সটিটিউট বৃত্তি' প্রোগ্রাম চালু করেছে। এটা চীনের প্রাসঙ্গিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য অন্যান্য দেশের ছাত্র, পণ্ডিত এবং চীনা ভাষার শিক্ষকদের স্পনসরশিপ।

আপনি এখানে একই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কনফুসিয়াস ইন্সটিটিউটের ওয়েবসাইটে আবেদন করে এই স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারেন।

CamScanner

সিটি স্কলারশিপ

অনেক শহরে আন্তর্জাতিক ছাত্রদের আকৃষ্ট করার জন্য আরো বৃত্তি আছে। যেমন : বেইজিং সিটি স্কলারশিপ, জিয়াংসু জেসমিন বৃত্তি, সাংহাই সিটি স্কলারশিপ, Yiwu সিটি স্কলারশিপ, লিয়াওনিং স্কলারশিপ, নিংবো সিটি স্কলারশিপ, হ্যাংজু সরকারি বৃত্তি। এখানে সম্পূর্ণ তালিকা দেখুন—

https://www.china-admissions.com/chinese-scholarships/programs/chinese-local-government-scholarships-2/

CCN (China Campus Network) বৃত্তি

চায়না ক্যাম্পাস নেটওয়ার্ক হলো চীনা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটা কনসোর্টিয়াম। তারা চীনা ভাষায় একটা আন্তর্জাতিক ভিত্তি প্রোগ্রাম অফার করে। প্রোগ্রামটা নেওয়ার পরে আপনি চীনা ভাষায় ব্যাচেলর পড়ার জন্য বৃত্তি পেতে পারেন। আপনি এখানে CCN বৃত্তি সম্পর্কে আরো জানতে পারেন—

https://www.china-admissions.com/blog/get-guaranteed-scholarship-chinese-universities/

বিএলসিসি বৃত্তি

বেইজিং ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড কালচার কলেজের এবং তিয়ানজিন ইউনিভার্সিটিতেও অনুরূপ বৃত্তি রয়েছে। এখানে আরো জানুন—

https://www.china-admissions.com/blog/study-chinese-at-blcc-beijing-chinese-language-and-culture-college/

বেসরকারি অন্যান্য বৃত্তি

এই ধরনের বৃত্তি বিশিষ্ট প্রাক্তন ছাত্র, বড় কোম্পানি এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক ছাত্রদেরও দেওয়া হয়।

CamScanner

বৃত্তি পাওয়ার টিপস

১। তাড়াতাড়ি আবেদন করুন

আবেদনের সময়সীমা শুধু সীমিত সময়ের জন্য খোলা, তাই আপনাকে সময়মতো আবেদন করতে হবে। প্রায়শই অনেক বেশি শিক্ষার্থী আবেদন করে, তাই প্রতিক্রিয়া পাওয়া কঠিন হতে পারে। একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় ও বৃত্তিতে আবেদন করুন। এটা খুবই প্রতিযোগিতামূলক, তাই অনেক সুযোগে একসাথে আবেদন করে রাখা ভালো।

২। পরিচিতি

বিশ্ববিদ্যালয় অথবা দূতাবাসের কারো সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করুন, যাতে তারা আপনার আবেদনের নথিগুলো সঠিক কি না পরীক্ষা করতে পারে।

৩। নথিগুলো যত্ন সহকারে প্রস্তুত করুন

যেহেতু অনেক শিক্ষার্থী আবেদন করছে, তাই আপনার সমস্ত আবেদন নথি সঠিকভাবে প্রস্তুত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি সেগুলো সঠিকভাবে প্রস্তুত না করেন, তবে আপনার আবেদন ফলপ্রসূ নাও হতে পারে।

চীনে স্কলারশিপের জন্য কীভাবে আবেদন করবেন?

বৃহত্তম বৃত্তি হলো চীনা সরকারি বৃত্তি, যা চায়না স্কলারশিপ কাউন্সিল দ্বারা পরিচালিত হয়। সম্পূর্ণ বৃত্তিতে সাধারণত সমস্ত টিউশন ফি, বসবাসের খরচ, বাসস্থান এবং কিছু আন্তঃনগর ভ্রমণ অন্তর্ভুক্ত থাকে। আপনি একজন চাইনিজ ভাষার ছাত্র, স্নাতক, স্নাতকোত্তর বা পিএইচডি ছাত্র কি না তার ওপর নির্ভর করে জীবনযাত্রার খরচের পরিমাণ।

আবেদনের নথি প্রস্তুত করা

চাইনিজ স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুত করা একটা গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। নথির সফট কপি প্রদানের পাশাপাশি, আপনাকে মেইল করার জন্য হার্ড কপি প্রদান করতে হতে পারে।

CamScanner

সবচেয়ে মৌলিক প্রয়োজনীয় কিছু কাগজপত্র :

- নোটারাইজড সর্বোচ্চ ডিপ্লোমা
- অ্যাকাডেমিক প্রতিলিখন
- একটা অধ্যয়ন পরিকল্পনা বা গবেষণা প্রস্তাব
- সুপারিশ চিঠি
- যদি ৬ মাসের বেশি চীনে থাকার পরিকল্পনা করেন, তাহলে আপনাকে অবশ্যই বিদেশি শারীরিক পরীক্ষা ফর্মের একটা ফটোকপি জমা দিতে হবে (৬ মাসের জন্য বৈধ)।
- মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাক-ভর্তিপত্র-সহ আবেদনকারীদের আবেদন প্যাকেজে চিঠিটি সংযুক্ত করতে হবে। চাইনিজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রয়োজন অনুসারে অন্যান্য নথিরও প্রয়োজন হতে পারে।

জাপান আরো বেশি আন্তর্জাতিক উচ্চশিক্ষার্থী নিচ্ছে এবং বাড়াচ্ছে তাদের সুযোগ-সুবিধা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর দেশ হিসেবে জাপান বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ দেশের অন্তর্ভুক্ত অনেক বছর আগ থেকেই। জাপানে প্রায় ৭৮০টা বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, যেগুলোর শতকরা ৮০ % বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিউএস ২০২১ ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিং অনুযায়ী জাপানের ৪১টা বিশ্ববিদ্যালয় টপ লিস্টে স্থান দখল করেছে। এর মধ্যে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় ২৪তম স্থানে, কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয় ৩৮তম এবং টোকিও ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি ৫৬তম স্থানে রয়েছে। অ্যাকাডেমিক আর্টিকেল বা গবেষণাপত্র প্রকাশনার সংখ্যার দিক থেকে জাপান ৬৫,৭৪২টি গবেষণা পত্র নিয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছে। কিন্তু শীর্ষ ১০ % উদ্ধৃতিকৃত অ্যাকাডেমিক গবেষণাপত্র প্রকাশনের সংখ্যার ক্ষেত্রে সম্প্রতি জাপান এক ধাপ পিছিয়ে ৩,৭৮৭টি গবেষণাপত্র নিয়ে ১০তম স্থানে।

জাপান বিদেশি শিক্ষার্থীদের আরো আকৃষ্ট করতে আগ্রহী। ২০২০ সালের মধ্যে

CamScanner

তারা ৩০০,০০০ এর লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে (মোট ছাত্র জনসংখ্যার ১০ শতাংশ)।[১] ২০০৩ সালে এই সংখ্যা ছিল ১০০,০০০। এটা জাপানকে ইংরেজি ছাড়া অন্যান্য ভাষাভাষী উন্নত দেশ যেমন : ফ্রান্স ও জার্মানির কাছাকাছি নিয়ে আসবে। জাপানের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বা কলাবোরেশন বাড়ানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধাটাই এই ভাষা। এই অবস্থা কাটিয়ে উঠতে, জাপানি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ইংরেজিতে ক্লাস, আরো বেশি-বিদেশি শিক্ষক নিয়োগ, গ্রীষ্মকালীন কোর্স এমনকি সম্পূর্ণ ডিগ্রি-প্রোগ্রাম পর্যন্ত তৈরি করছে। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন স্নাতক ও স্নাতকোত্তরদের জন্য ২৪ টিরও বেশি ডিগ্রি-প্রোগ্রাম সম্পূর্ণরূপে ইংরেজিতে দেওয়া হয়েছে। অনেক দেশের তুলনায় জাপানে বসবাস ও অধ্যয়ন ব্যয়বহুল বলে সচেতন সরকার বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তাও চালু করেছে।

জাপানে পর্যাপ্ত উচ্চশিক্ষা বৃত্তির সুযোগ

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকদের বেশিরভাগ পিএইচডি করেন জাপানে। এই দেশে চার ধরনের স্কলারশিপ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে—

১) বিশ্ববিদ্যালয়–ভিত্তিক এমইএক্সটি MEXT

২) বাংলাদেশ অ্যাম্বেসিভিত্তিক

৩) ফাউন্ডেশন-করপোরেট স্কলারশিপ

৪) প্রফেসরের নিজস্ব ফান্ডিং।

এই বৃত্তিগুলো মূলত সব অনুষদের (বিজ্ঞান, কলা, ব্যবসা, প্রকৌশল) পিএইচডি ও মাস্টার্স ডিগ্রির জন্য বরাদ্দ। এগুলো সব ডিসিপ্লিনের মাস্টার্স ও পিএইচডির জন্য। কিছু আন্ডারগ্রাজুয়েট স্কলারশিপও রয়েছে (আন্ডারগ্রাজুয়েটে পড়তে গিয়ে নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়া কঠিন। তাই এটা ভালো চয়েস নয় বলে মনে করি)।

MEXT স্কলারশিপ

জাপানে উচ্চশিক্ষার (মাস্টার্স ও পিএইচডি) জন্য সবচেয়ে সুপরিচিত বৃত্তি হচ্ছে এমইএক্সটি MEXT স্কলারশিপ। অ্যাম্বেসিভিত্তিক স্কলারশিপ সংখ্যায় খুব

---

[১] "Japan's research system goes experimental" Science Business, 7 January 2020

CamScanner

কম। বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আবেদন করতে হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্কলারশিপ পাতায় চোখ রাখলে বিস্তারিত তথ্য পাবেন। ইউনিভার্সিটিভিত্তিক স্কলারশিপ অ্যাম্বেসিভিত্তিক স্কলারশিপের চেয়ে প্রায় দশ গুণেরও বেশি। এই স্কলারশিপের প্রথম শর্ত হচ্ছে অধ্যাপকের সঙ্গে যোগাযোগ করা। সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে অধ্যাপকদের ই-মেইল আইডি সংগ্রহ করে সরাসরি যোগাযোগ করতে হয়। অধ্যাপক আগ্রহী হলে ইমেইলের উত্তরে সাধারণত গবেষণার অভিজ্ঞতা, পাবলিকেশন, কেন অধ্যাপক অথবা ল্যাবকে পছন্দ, তা জানতে চান। জবাব পছন্দ হলে তাকে স্কলারশিপ আবেদন করার জন্য রিসার্চ প্রপোজাল লিখতে বলা হয়। এটাই মূলত প্রথম ধাপ। দ্বিতীয় ধাপে সাধারণত স্কাইপে ভাইভাও হতে পারে। এরপর চূড়ান্ত নির্বাচন করা হয়। বিস্তারিত এই ওয়েবসাইটে— https://www.mext.go.jp/en/index.htm

ইউনিভার্সিটিভিত্তিক লোকাল গভর্নমেন্ট ও ফাউন্ডেশন স্কলারশিপ

এমইএক্সটি ছাড়াও আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য কিছুসংখ্যক লোকাল গভর্নমেন্ট ও বিভিন্ন ফাউন্ডেশনের বৃত্তি বরাদ্দ থাকে। এটার পরিমাণ বিশ্ববিদ্যালয় অনুযায়ী নির্ভর করে। জাপানের প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই ধরনের স্কলারশিপ বেশি থাকে (যেমন : টোকিও ইউনিভার্সিটি, কিয়োটো ইউনিভার্সিটি ও ওসাকা ইউনিভার্সিটি ইত্যাদি)। এই সব স্কলারশিপের মধ্যে Rotary, Mitsubishi, Panasonic, Toshiba scholarship অন্যতম। এসব বৃত্তির প্রথম শর্ত হচ্ছে অধ্যাপকের সঙ্গে যোগাযোগ করা। যেসব অধ্যাপক এমইএক্সটি স্কলারশিপে শিক্ষার্থী নিতে অপারগতা প্রকাশ করে, সেসব অধ্যাপককে উপরিউক্ত স্কলারশিপের জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে। এই বৃত্তিগুলো বিপুলসংখ্যক চাইনিজ, ভিয়েতনামি ও ইন্দোনেশিয়ান শিক্ষার্থী পেলেও পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুবই নগণ্য।

অধ্যাপকের নিজস্ব ফান্ডিং—কিছু কিছু অধ্যাপক তার নিজস্ব প্রকল্প থেকে বিদেশি শিক্ষার্থীদের স্কলারশিপ প্রদান করে থাকেন।

মাস্টার্স বা পিএইচডিতে স্কলারশিপ পাওয়ার ক্ষেত্র কিছুটা ভিন্ন। সাধারণত ১৬ বছর অধ্যয়ন করেছে যারা, তারাই মাস্টার্সের জন্য উপযুক্ত হন। পিএইচডি পর্যায়ে পড়াশোনার জন্য শিক্ষার্থীদের ১৮ বছরের শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করতে হয় জাপানে।

CamScanner

সাধারণত বছরে দুইটা সেশনে শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হয়—এপ্রিল ও অক্টোবর সেশন। বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স পর্বের পড়াশোনা ইংরেজি মাধ্যমে করানো হয়। আবার কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স লিডিং পিএইচডি বা মাস্টার্সের সাথে পিএইচডি কোর্স যুক্ত করা হয়। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আছে, যেমন : টোকিও, ওসাকা, কিয়েটো বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বিভাগে অন্যদেশের মাস্টার্স পছন্দ করে না; তাই শিক্ষার্থীদেরকে দুই বছরের মাস্টার্স ও তিন বছরের পিএইচডি করার সুযোগ দেয়। আর যারা চিকিৎসা শাস্ত্র বা দেশে এমবিবিএস সম্পূর্ণ করছেন, তারা সরাসরি পিএইচডি করতে পারেন মেডিসিন ফ্যাকাল্টির অধীনে।

স্কলারশিপ পেতে সাধারণত ইংরেজি ভাষার জ্ঞান (IELTS or TOEFL) পরীক্ষার স্কোর প্রয়োজন নেই; তবে ইদানীং প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আইইএলটিস স্কোর (৫.৫ থেকে ৬) চাইতে পারে।

জাপানি স্কলারশিপ লিস্ট এই লিংক থেকে জেনে নিতে পারেন— https://www.scholars4dev.com/category/country/asia-scholarships/japan-scholarships/

দক্ষিণ কোরিয়ায় উচ্চশিক্ষা বৃত্তির জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ

দক্ষিণ কোরিয়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিশ্বের অন্যতম দেশগুলোর অন্তর্গত। এই দেশ আয়তনে বাংলাদেশের মতো হলেও অর্থনীতির দিক থেকে বিশ্বের ১০তম। প্রায় ৩৭০টার বেশি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি ২০২১ র‍্যাংকিং অনুসারে এর ২৯টা বিশ্ববিদ্যালয় স্থান পেয়েছে। বিশ্বের শীর্ষ ১০০টা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যথাক্রমে ৩৭তম (সিউল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি), ৩৯তম (কোরিয়া অ্যাডভান্সড ইন্সটিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি), ৬৯তম (কোরিয়া ইউনিভার্সিটি) এবং ৭৭তম (পহাং ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি) স্থান অধিকার করেছে। কোরিয়ান শিক্ষাব্যবস্থা গবেষণাভিত্তিক থিমে সাজানো হয়েছে। গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞান সৃষ্টি, উদ্ভাবন এবং সমাজ উন্নয়নে অবদান রাখাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রধান উদ্দেশ্য।

স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি করার জন্য বাংলাদেশিরা কোরিয়ায় যেতে পারেন। কোরিয়ান স্কুলগুলোতে ফল ও স্প্রিং এই দুই সেমিস্টারে বিদেশি শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারেন।

CamScanner

স্নাতকে অধ্যয়ন

সাউথ কোরিয়ায় 'আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম' বা স্নাতকে ভর্তি বেশ প্রতিযোগিতামূলক। স্নাতক পর্যায়ে পড়তে না যাওয়া উত্তম, যা প্রথম পরিচ্ছেদে ব্যাখা করা হয়েছে। এসএসসি, এইচএসসি অথবা ও-লেভেল, এ-লেভেলে খুব ভালো রেজাল্টের পাশাপাশি 'সহশিক্ষামূলক' কাজে যুক্ত থাকলে বেশ সুবিধা পাওয়া যায়।

স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি বৃত্তি

স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি করা যায় দুভাবে—কোরিয়ার কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের গবেষণা সহকারী হিসেবে এবং কোরিয়ান সরকারের বৃত্তি (স্কলারশিপ) প্রোগ্রাম বা গ্লোবাল আইটি কোরিয়ান গভর্নমেন্ট স্কলারশিপের আওতায়। বাংলাদেশ অ্যাম্বেসির মাধ্যমে যে বৃত্তিগুলো দেওয়া হয়, তা সংখ্যায় খুব কম। শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ বৃত্তি প্রফেসরের সাথে সরাসরি ই-মেইলে যোগাযোগ করে পাওয়া যায়।

সাধারণত কোরিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সর্বনিম্ন সিজিপিএ ৩.০ এবং আইএলটিএস স্কোর ৬.০-কে ন্যূনতম যোগ্যতা হিসেবে ধরা হয়। ভালো র‍্যাংকিংয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভালো সিজিপিএ এবং আইএলটিএস স্কোর চায়। সেই কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে পূর্বশর্তগুলো দেখে এবং নিজের অবস্থান যাচাই করে তবেই অধ্যাপককে ই-মেইল করা উত্তম। বৃত্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে গবেষণার অভিজ্ঞতা বা এই সংক্রান্ত জব অভিজ্ঞতা (যেমন : ইন্ডাস্ট্রি) মুখ্য ভূমিকা পালন করে। বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র থাকলে স্কলারশিপ পাওয়া অনেক সহজ। সব অনুষদের শিক্ষার্থীর জন্যই উচ্চশিক্ষার বৃত্তির সুযোগ রয়েছে। মাস্টার্সে সাধারণত ৬৫০ থেকে ১১০০ মার্কিন ডলার এবং পিএইচডিতে ৭৫০ থেকে ১৪৫০ মার্কিন ডলার বৃত্তি হিসেবে দেওয়া হয়।

শিক্ষাব্যবস্থা

কোরিয়ান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ফল ও স্প্রিং এই দুই সেমিস্টারে শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারে। ব্যাচেলর ডিগ্রির মেয়াদ সাধারণত তিন থেকে চার বছর, মাস্টার ডিগ্রির মেয়াদ এক থেকে দুই বছর এবং ডক্টরাল-পিএইচডি ডিগ্রির মেয়াদ তিন থেকে পাঁচ বছর হয়ে থাকে।

CamScanner

আবাসন ব্যবস্থা

প্রায় সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের জন্য হোস্টেলের ব্যবস্থা রয়েছে। স্বল্প খরচে এসব হোস্টেলে থাকা যায়।

জীবনযাত্রা ও পড়াশোনার খরচ কম

যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া বা কানাডার তুলনায় দক্ষিণ কোরিয়াতে টিউশন ফি ও থাকা-খাওয়ার খরচ খুব কম। এদেশের পড়াশোনার গুণগত মান ইউরোপের দেশগুলো থেকে কোনো অংশেই কম নয়।

কাজের সুযোগ

উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা খণ্ডকালীন কাজ করতে পারেন; সপ্তাহে ২০ ঘণ্টা এবং ছুটির সময় ফুলটাইম কাজের সুযোগ পাবেন।

সাউথ কোরিয়ায় মাস্টার্স করে পৃথিবীর যেকোনো উন্নত দেশে পিএইচডি স্কলারশিপ পাওয়া যায়। পিএইচডি শেষে এখানে জবেরও সুযোগ রয়েছে। সাউথ কোরিয়ার শিশু জন্মহার নেগেটিভ, জনসংখ্যা নিম্নমুখী। অদূর ভবিষ্যতে সম্ভবত প্রবাসীদের সিটিজেন বা পার্মানেন্ট রেসিডেন্সশিপ দিতে বাধ্য হবে। বাংলাদেশি গ্রাজুয়েটরা তথ্য না জানার কারণে সাউথ কোরিয়ার উচ্চশিক্ষার সুযোগটা নিতে পারছে না। বিস্তারিত জানতে এই ওয়েবসাইট দেখতে পারেন— https://www.studyinkorea.go.kr/en/main.do

ইউরোপের যে দেশগুলোতে বাংলাদেশিরা সুযোগ নিতে পারে

গত কয়েকশ বছর ধরে ইউরোপ বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের চারণভূমি হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। QS World University Rankings® 2020—অনুসারে ইউরোপ অন্যতম ক্ষুদ্র মহাদেশ হলেও উন্নতমানের বিশ্ববিদ্যালয়ের দিক থেকে ঘনবসতিপূর্ণ। বিশ্বের সেরা তালিকায় ৩৮১টা বিশ্ববিদ্যালয় স্থান দখল করে, যা র‍্যাংকিংয়ে অন্তর্ভুক্ত সব বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা প্রায় ৩৮ শতাংশ। যুক্তরাজ্যের ৮৪টা, জার্মানির ৪৮টা এবং ফ্রান্সের ৩১টা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বসেরা লিস্টে রয়েছে। বিশ্বের শীর্ষ দশের মধ্যে যুক্তরাজ্যের ৪টা এবং সুইজারল্যান্ডের একটা বিশ্ববিদ্যালয় স্থান পেয়েছে। সর্বোতভাবে ইউরোপের প্রায় সব দেশ ভালোমানের উচ্চশিক্ষা ডিগ্রি প্রধান করে।

CamScanner

ইউরোপের উচ্চশিক্ষা বৃত্তি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পয়েন্ট

১। মাস্টার্স লেভেলে শিক্ষাবৃত্তির সংখ্যা খুব কম, তবে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অত্যন্ত মেধাবীদের জন্য সবসময় বৃত্তি বরাদ্দ রয়েছে। ইউরোপের ২৪টা বিখ্যাত উচ্চশিক্ষা বৃত্তির প্রোগ্রাম লিস্টে নিচে যুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক খোঁজ নিলে আরো অনেক পাওয়া যাবে।

২। ইউরোপে পিএইচডি বা ডক্টরাল কোর্সে পড়াশোনা করার জন্যও বৃত্তি পাওয়া বেশ কঠিন এবং এখানে খুব প্রতিযোগিতা। কিন্তু ইউরোপের কোথাও মাস্টার্স করার পর ডক্টরাল কোর্সের জন্য আবেদন করলে বৃত্তি পাওয়া অনেকটা সহজ হয়ে যায়।

৩। ইউরোপের কয়েকটা দেশে (জার্মানি, নরওয়ে, ফ্রান্স ও ফিনল্যান্ডের কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে) উচ্চশিক্ষার জন্য কোনো টিউশন ফি দিতে হয় না। থাকা-খাওয়া, হেলথ ইনস্যুরেন্স খরচ নিজের বহন করতে হয়।

৪। ইউরোপের কিছু দেশে, বিশেষ করে পূর্বের দেশসমূহে (পর্তুগাল, ক্রোয়েশিয়া, এস্তেনিয়া, স্লোবনিয়া, চেক রিপাবলিক) অল্প খরচে মাস্টার্স করা যায়। বাংলাদেশের মোটামুটি সচ্ছল পরিবারের শিক্ষার্থীরা তা বহন করতে পারবে।

৫। যুক্তরাজ্যে পড়াশোনা করতে আগের মতো আর যাওয়া যায় না। ইদানীং ভিসা কড়াকড়ি করা হয়েছে; তবে অত্যন্ত মেধাবী এবং স্পেশাল স্কলারদের জন্য সবসময় বৃত্তির সুযোগ রয়েছে।

৬। ইউরোপের শিক্ষার্থীরা সপ্তাহে ১৫-৩৫ ঘণ্টা কাজের সুযোগ পায়। পড়াশোনা বা গবেষণা শেষে কর্মসংস্থানের জন্য ৯ মাসের কাজ করার ভিসা দেওয়া হয়। জব পেয়ে গেলে তা আরো বাড়ানো যায়।

ইউরোপের কিছু দেশের বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত বিস্তারিত জানতে (কোর্স, টিউশন ফি, বৃত্তি) ওয়েবসাইট ঘাটাঘাটি করলে অনেককিছু জানা যাবে।

- Norway: Study in Norway | Study.eu
- Austria: https://www.study.eu/country/austria

CamScanner

- Estonia: https://www.study.eu/country/estonia
- Netherlands: https://www.study.eu/country/netherlands
- Italy: https://www.study.eu/country/italy
- Swedeen: https://studyinsweden.se/scholarships
- Findland: https://www.studyinfinland.fi/
- Portugal: https://www.study.eu/country/portugal
- French: https://www.study.eu/country/france
- Czech Republic: https://www.studyin.cz/

জার্মানিতে উচ্চশিক্ষা

জার্মানিকে উচ্চশিক্ষার স্বর্গ বলা হয়। অন্য যেকোনো দেশের তুলনায় ভিন্নতর। জার্মানিতে আপনি বিশ্বব্যাপী র‍্যাঙ্কড অনেক বিশ্ববিদ্যালয় পাবেন, বেছে নেওয়ার জন্য অগণিত কোর্স এবং বিশ্বব্যাপী মূল্যায়িত হওয়ার মতো ডিগ্রি, যেটা আপনাকে উচ্চ কর্মসংস্থান এবং সাশ্রয়ী জীবনযাত্রার খরচের প্রতিশ্রুতি দেয়। পাশাপাশি জার্মানির একটা দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে; একটা প্রাণবন্ত ও গতিশীল জীবনধারা, যা আধুনিক ও ক্লাসিকসহ শহুরে ও গ্রামীণের মিশেলে দারুণ একটা পরিবেশ তৈরি করে আছে। সর্বশেষ সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে জার্মানিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির জন্য ৩৫৭,০০০ এরও বেশি বিদেশি শিক্ষার্থী রয়েছে, যেখানে সংখ্যাটা ক্রমাগত বাড়ছে। জার্মানিতে বিভিন্ন ধরনের স্কলারশিপ রয়েছে। DAAD স্কলারশিপ সবচেয়ে পরিচিত। সব সাবজেক্টের গ্রাজুয়েটদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ডিপার্টমেন্টভিত্তিক আন্তর্জাতিক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্কলারশিপ দেওয়া হয়। এই জন্য আপনাকে ঘাটাঘাটি করতে হবে।

জার্মানিতে কিছু স্কলারশিপের লিংক দেওয়া হলো, যেখানে বিস্তারিত জানা যাবে—

- DAAD Scholarships
- https://www.daad.de/en/

CamScanner

- Friedrich Naumann Foundation Scholarship for International Students
- https://www.freiheit.org/student-scholarships
- Heinrich Boll Scholarships in Germany for International Students
- https://www.boell.de/en/foundation/application
- Konrad-Adenauer-Stiftung Scholarships in Germany for International Students
- https://leverageedu.com/blog/konrad-adenauer-stiftung-scholarship/
- KAAD Scholarships in Germany for Developing Countries
- https://www.kaad.de/en/stipendien/stipendienprogramm-s1/

নিচের ওয়েবসাইট লিংকগুলোতে জার্মানি ছাড়াও ইউরোপের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলারশিপ এবং অন্যান্য বিষয়াদি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। এ ছাড়া বাংলাদেশি স্টুডেন্ট, যারা জার্মানিতে পড়ছে, তাদের ফেসবুক পেইজ থেকেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাবে।

- https://www.mastersportal.com/
- https://www.mygermanuniversity.com/
- https://www.studying-in-germany.org/master-degree/
- https://www.masterstudies.com/
- https://www.findamasters.com/
- https://www.expatrio.com/
- Apart from these international study blogs, you can find information from Bangladeshi study pages
- https://www.germanprobashe.com/

জার্মানিতে উচ্চশিক্ষার জন্য কীভাবে আবেদন করবেন?

১. প্রয়োজনীয়তা

ভর্তির জন্য ন্যূনতম CGPA: জার্মান গ্রেড স্কেলে ২। জার্মানিতে, সর্বোচ্চ জিপিএ ১.০ এবং সর্বনিম্ন ০.৫ হিসাবে বিবেচিত হয়, তাই এর পরিসীমা হলো ১-৫। আপনি কীভাবে BD CGPA/GRADE চেক বা কনভার্ট করতে পারবেন? নিচের লিংকে ক্লিক করুন— https://msingermany.co.in/german-grade-calculator/

২. কখন আবেদন করতে হবে?

দুটো সেমিস্টার আছে :

এক. শীতকালীন মেয়াদ : সেপ্টেম্বর-অক্টোবর এবং আবেদনের শেষ তারিখ : ফেব্রুয়ারি-মে।

দুই. গ্রীষ্মকালীন মেয়াদ : ফেব্রুয়ারি-মে এবং আবেদনের শেষ তারিখ : সেপ্টেম্বর-অক্টোবর।

৩. আপনি কীভাবে আপনার অধ্যয়ন-অনুসৃত ডিগ্রি কোর্সের জন্য অনুসন্ধান করতে পারেন?

দুটো লিংকে ভিজিট করে বিস্তারিত তথ্য পাবেন—

(১)https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/international-programs/en/

(২) tu9.de

লিংকে গিয়ে লেভেল (Degree / Level), ফিল্ড অফ স্টাডি (Field of Study), অ্যান্ড এ সাবজেক্ট (Subjects) এই প্যারামিটারগুলো ঠিক করে দিলে নিচে সবুজ Search বক্সে প্রোগ্রামের সংখ্যা দেওয়া থাকবে।

৪. কোর্স নির্বাচন

শুধু জার্মানিতেই নয়, বাইরের যেকোনো দেশে পড়তে যাওয়ার আগে অবশ্যই

বিষয়গুলো ভালোভাবে দেখে নিতে হবে। জার্মান ভাষা শিখে পড়তে গেলে অনেক কষ্ট হয়। নিচের সাইটে ভিজিট করলে ইংরেজি ভাষার কোর্সগুলো একসাথে পাওয়া যাবে—

https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/international-programs/del X FACA

ভর্তি সেমিস্টার—এই ব্যাপারটা কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেওয়া থাকে Winter Semester only অথবা Summer semester only বা Both semester দেওয়া থাকে। এটা অবশ্যই খেয়াল করতে হবে। Beginning of program, Program duration এগুলো লিংকে দেওয়া থাকে। আর Application deadline- অবশ্যই দেখা উচিত।

৫. আবেদন

ইউনি-অ্যাসিস্ট একটা সংস্থা, যারা জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেটকে বিদেশি ডিগ্রি মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে। এমনকি একজন জার্মান নাগরিককেও অবশ্যই ইউনি-অ্যাসিস্টের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে, যদি জার্মানির বাইরে ডিগ্রি অর্জন করে থাকে। প্রথমে https://www.uni-assist.de/online/?lang=en এই লিংকে যান। তারপর বামদিকের রেজিস্ট্রেশন বাটনে ক্লিক করুন। এখানে আপনি প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করে নেন। আপনার ইউজার আইডি, পাসওয়ার্ড এবং Uni-assist নাম্বার (সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ) এমন একটা জায়গায় লিখে রাখুন, যেন হারিয়ে না যায়।

৬. আবেদন ফি

একটা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আপনাকে ৭৫ ইউরো এবং প্রতি বাড়তি একটা এপ্লিকেশনের জন্য বাড়তি ১৫ ইউরো করে পাঠাতে হবে। অর্থাৎ, আপনি যদি দুইটা অ্যাপ্লিকেশন করেন, তবে আপনাকে ৭৫+১৫ ইউরো পাঠাতে হবে।

ইউরোপের শীর্ষ ২৪টি বার্ষিক উচ্চশিক্ষা বৃত্তি প্রোগ্রাম (মাস্টার্স-পিএইচডি)

প্রতিবছর ইউরোপের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আন্তর্জাতিক ছাত্রদের জন্য মিলিয়ন ইউরো মূল্যের বৃত্তি প্রদান করে। ইউরোপীয় সরকার রাষ্ট্রগুলোর সাথে

ইউরোপীয় ইউনিয়নও আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ইউরোপে আকৃষ্ট করার জন্য সরকারি অর্থায়নে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বৃত্তি প্রদান করে। এ ছাড়াও, ইউরোপের কিছু দেশ আন্তর্জাতিক ছাত্রদের জন্য বিনা মূল্যে শিক্ষা প্রদান করে।

১। British Chevening Scholarships (UK)

চেভেনিং বৃত্তি যুক্তরাজ্য সরকারের গ্লোবাল বৃত্তি প্রোগ্রাম, যা সারা বিশ্বের চেভেনিং-যোগ্য দেশগুলোর অসামান্য মেধাবীদের প্রদান করা হয়। বৃত্তিগুলো সাধারণত এক বছরের স্নাতকোত্তর ডিগ্রির জন্য হয়, যা যুক্তরাজ্যের যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রযোজ্য। বেশিরভাগ চেভেনিং বৃত্তি টিউশন ফি'তে, একটা নির্দিষ্ট হারে একজন ব্যক্তির জীবনযাত্রার ব্যয়, একটা ইকোনোমি ক্লাস রিটার্ন বিমান ভাড়া এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যয়ের জন্য কিছু অতিরিক্ত অনুদান দিয়ে থাকে। আবেদন করার জন্য কমপক্ষে দুই বছরের (২৮০০ ঘণ্টার সমান) কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এই মাস্টার্স ডিগ্রিটা সাধারণত যুক্তরাজ্যের উচ্চতর দ্বিতীয় শ্রেণির ২.১ অনার্স ডিগ্রির সমতুল্য, তবে কোর্স ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পছন্দের ওপর নির্ভর করে তা ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। সারা বিশ্বে প্রতিবছর ১৫০০ চেভেনিং বৃত্তি দেওয়া হয়। বিস্তারিত জানতে এই ওয়েবসাইট ভিজিট করুন—

https://www.chevening.org/

২। DAAD Scholarships with Relevance to Developing Countries (Germany)

জার্মান অ্যাকাডেমিক এক্সচেঞ্জ সার্ভিস (DAAD) জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বেশ কয়েক ধরনের স্নাতকোত্তর কোর্সের জন্য বৃত্তি প্রদান করে, যা উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। বৃত্তিগুলো বিশেষভাবে আফ্রিকা, এশিয়া, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের উন্নয়নশীল দেশগুলোর আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী এবং তরুণ পেশাদারদের লক্ষ্য করে প্রদান করা হয়। DAAD কিছু নির্দিষ্ট প্রোগ্রামের জন্য বিভিন্ন ধরনের পূর্ণ বা আংশিক বৃত্তি দিয়ে থাকে। অর্থনৈতিক-বিজ্ঞান, ব্যবসায় প্রশাসন, রাজনৈতিক অর্থনীতি, উন্নয়ন সহযোগিতা, প্রকৌশল ও সম্পর্কিত বিজ্ঞান, গণিত, আঞ্চলিক ও নগর পরিকল্পনা, কৃষি ও বন-বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক ও পরিবেশ-বিজ্ঞান, ঔষধ ও জনস্বাস্থ্য, সামাজিক-বিজ্ঞান, শিক্ষা ও আইন-সহ মিডিয়া স্টাডিজ কোর্স এই

মাস্টার্স বা পিএইচডি বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত। বৃত্তিগুলোর মধ্যে স্নাতকদের জন্য ৮৬১ ইউরো, ডক্টরাল প্রার্থীদের জন্য ১২০০ ইউরো মাসিক অর্থপ্রদান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; স্বাস্থ্য, দুর্ঘটনা এবং ব্যক্তিগত দায়বিমা ও ভ্রমণ ভাতাও এই বৃত্তি কভার করে, যদি না এই খরচগুলো নিজ দেশ বা তহবিলের অন্য উৎস দ্বারা কভার করা হয়। মাস্টার্সের জন্য বৃত্তির সময়কাল ১২-২৪ মাস (প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভরশীল) এবং পিএইচডির জন্য ৪২ মাস। গড় ফলাফলের অনেক বেশি (উর্ধ্ব তৃতীয়) এবং আদর্শভাবে প্রথম ডিগ্রির (স্নাতক) পরে কমপক্ষে দুই বছরের তৎ-সম্পর্কিত পেশাদার অভিজ্ঞতাসহ একটা স্নাতক ডিগ্রি সম্পন্নকারীরা এই বৃত্তিতে আবেদনের যোগ্য। বিস্তারিত জানতে এই ওয়েবসাইট ভিজিট করুন—

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=190&subjectGrps=F&daad=&intention=&q=&page=1&detail=50076777

৩। Holland Scholarships

ইউরোপিয়ান ইকোনোমিক এরিয়া (EEA) এর বাইরের আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী, যারা হল্যান্ডের অংশগ্রহণকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তাদের স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি করতে চায়, তাদের জন্য হল্যান্ডে বৃত্তি দেওয়া হয়। বৃত্তির পরিমাণ এককালীন ৫০০০ ইউরো, যা পড়াশোনার প্রথম বছরে দেওয়া হয়। বিস্তারিত জানতে এই ওয়েবসাইট ভিজিট করুন—

http://www.studyinholland.nl/scholarships/holland-scholarship

৪। Swedish Institute Study Scholarships (Sweden)

সুইডিশ ইন্সটিটিউট ৪২টা উন্নয়নশীল দেশের অত্যন্ত যোগ্য আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি প্রদান করে, যারা সুইডেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়তে চায়। বৃত্তিগুলো সুইডেনে প্রধানত স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়। সম্পূর্ণ টিউশন ফি, প্রতি মাসে ১০০০০ সুইডিশ ক্রোনা জীবনযাত্রার ব্যয়, এককালীন ১০০০০-১৫০০০ ক্রোনা ভ্রমণ অনুদান ও বিমা এই বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত। ২০২২ সালে ৩৫০টা এমন বৃত্তি দেওয়া হবে। বৃত্তিটা পূর্ণ-সময়ের এক-বছর বা দুই-বছরের মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য এবং শুধু শরৎ সেমিস্টারে শুরু হওয়া প্রোগ্রামগুলোর জন্য প্রদান করা হয়। পরিবারের সদস্যদের জন্য কোনো অতিরিক্ত অনুদান এবং

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির আবেদন ফি এর অন্তর্গত নয়। কমপক্ষে ৩০০০ ঘণ্টা কাজের অভিজ্ঞতা ও নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা আবেদনের পূর্বশর্ত। বিস্তারিত জানতে এই ওয়েবসাইট ভিজিট করুন—

https://si.se/en/apply/scholarships/swedish-institute-scholarships-for-global-professionals/

৫। VLIR-UOS Scholarship Awards (Belgium)

VLIR-UOS এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার ৫৪টা উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করে বেলজিয়ামের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উন্নয়ন সম্পর্কিত ইংরেজিতে শেখানো ১৫টা প্রশিক্ষণ বা মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য। বৃত্তিগুলো মাস্টার্সের সম্পূর্ণ সময়ব্যাপী পূর্ণ টিউশন ফি, বাসস্থান, ভাতা, ভ্রমণ খরচ এবং অন্যান্য প্রোগ্রাম-সম্পর্কিত খরচ কভার করে। প্রতিটি মাস্টার্সের প্রোগ্রামের জন্য ১০টা বৃত্তি দেওয়া হয়, বয়সসীমা অনূর্ধ্ব ৩৫ এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ৪৫ বছর। উচ্চশিক্ষা, সরকারি বা সুশীল সমাজে নিযুক্ত প্রার্থীদের বা এই সেক্টরগুলোর মধ্যে একটাতে কর্মজীবন শুরু করতে চায় এমন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। প্রাইভেট সেক্টরে নিযুক্ত প্রার্থী বা নতুন স্নাতক প্রার্থীদের যাদের কাজের অভিজ্ঞতা নেই, তাদেরও বিবেচনা করা যেতে পারে, যদি তারা একটা শক্তিশালী ও অনুপ্রেরণামূলক প্রোফাইল প্রদান করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রোগ্রামে ভর্তির পাশাপাশি বৃত্তির জন্যও আবেদন করতে হবে। বিস্তারিত জানতে এই ওয়েবসাইট ভিজিট করুন—

https://www.vliruos.be/en/call_types/scholarships/scholarships_for_masters_(icp_connect)/1569

৬। Eiffel Excellence Scholarship Programme (France)

আইফেল বৃত্তি প্রোগ্রামটা সেরা আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদেরকে ফরাসি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মাস্টার্স এবং পিএইচডি ডিগ্রি প্রোগ্রামে আকৃষ্ট করার জন্য দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তৈরি করেছে। আইফেল বৃত্তিধারীরা মাসিক ভাতা এবং অন্যান্য খরচ যেমন : আন্তর্জাতিক ভ্রমণের বিমান খরচ, ফ্রান্সের মধ্যে ট্রেন ভ্রমণের খরচ, যাতায়াত, স্বাস্থ্যবিমা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের খরচ পান এবং কিছু শর্তে অতিরিক্ত হাউজিং ভাতাও পেতে পারেন। কিন্তু এরা টিউশন ফি দেয় না। এটা বেসরকারি

ও সরকারি খাতে ভবিষ্যৎ নিয়ে বিদেশি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদেরকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সুযোগ দেয়। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে উন্নয়নশীল দেশ থেকে অনূর্ধ্ব ২৫ বছর বয়সি আবেদনকারীদের এবং পিএইচডি পর্যায়ে উন্নয়নশীল এবং শিল্পোন্নত দেশগুলির অনূর্ধ্ব ৩০ বছর বয়সি আবেদনকারীদের আবেদন করতে উৎসাহিত করে। এই বৃত্তি নিম্নলিখিত ৭টা বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছে : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্য—জীববিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য, পরিবেশগত পরিবর্তন, গণিত ও ডিজিটাল, বিজ্ঞান ও প্রকৌশল; মানবিক ও সামাজিকবিজ্ঞানের জন্য—ফরাসি ইতিহাস, ভাষা ও সভ্যতা, আইন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অর্থনীতি ব্যবস্থাপনা। মাস্টার্স স্তরে অধ্যয়নের জন্য আইফেল বৃত্তি ১১৮১ ইউরো মাসিক ভাতা রয়েছে, যা ১২-৩৬ মাসের জন্য পর্যাপ্ত হতে পারে। পিএইচডি স্তরে অধ্যয়নের জন্য আইফেল বৃত্তিতে ১৭০০ ইউরো মাসিক ভাতা রয়েছে, যা সর্বাধিক ১২ মাসের জন্য প্রদান করা হয়। মাস্টার্সের জন্য বয়সসীমা ২৫ বছর এবং পিএইচডির জন্য বয়সসীমা ৩০ বছর। মাস্টার্স স্তরের জন্য ইতোমধ্যে ফ্রান্সে অধ্যয়নরত প্রার্থীরা অযোগ্য। ডক্টরাল স্তরের জন্য বিদেশে অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রামে নথিভুক্ত ছাত্ররা ইতোমধ্যে ফ্রান্সে থাকা শিক্ষার্থীদের চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সরাসরি আবেদন গ্রহণ করা হয় না, ফরাসি উচ্চশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান দ্বারা আবেদনগুলি জমা নেওয়া হয়। বিস্তারিত জানতে এই ওয়েবসাইট ভিজিট করুন—

https://www.campusfrance.org/en/eiffel-scholarship-program-of-excellence

৭। Swiss Government Excellence Scholarships for Foreign Students (Switzerland)

সুইস সরকারের এই বৃত্তিটি প্রায় ১৮০ টি দেশের স্নাতকোত্তরদেরকে সুইজারল্যান্ডের কোনো একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বা স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে যে কোনো অ্যাকাডেমিক বিষয়ে ডক্টরেট বা পোস্টডক্টরাল গবেষণা করার সুযোগ দেয়। একটি মাসিক ভাতা, টিউশন ফি, বিমান ভাড়া, স্বাস্থ্যবিমা এবং বাসস্থান ভাতা, ইত্যাদি এই বৃত্তিটির অন্তর্ভুক্ত। এই বৃত্তিতে ১০টি সুইস ক্যান্টোনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি, দুটি সুইস ফেডারেল ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি বা পাবলিক টিচিং অ্যান্ড রিসার্চ ইন্সটিটিউটের মধ্যে একটিতে অধ্যয়নের সুযোগ পাওয়া যায়। যোগ্যতার মানদণ্ড, আবেদনের পদ্ধতি, সময়সীমা দেশভিত্তিক। নির্দিষ্ট যোগাযোগের তথ্যের জন্য

দেশ-নির্দিষ্ট তথ্যপত্র দেখতে হবে। যোগ্যতার শর্তগুলি পূরণ করা সাপেক্ষে নিজ দেশের সুইস কূটনৈতিক প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করতে হবে। কূটনৈতিক প্রতিনিধি আবেদনপত্র এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্রের তালিকা-সহ পদ্ধতি সম্পর্কিত সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে। আবেদনের সময়সীমা সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বরের মধ্যে পড়ে, সময়সীমা সুইস দূতাবাসের ওপর নির্ভর করে এখানে আবেদন জমা দিতে হয়। বিস্তারিত জানতে এই ওয়েবসাইট ভিজিট করুন—

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships.html

৮। Danish Government Scholarships for Non-EU/EEA Students (Denmark)

ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা ইউরোপীয় অর্থনীতি অঞ্চলের বাইরের দেশগুলির অত্যন্ত যোগ্য এবং অনুপ্রাণিত আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী, যারা ডেনিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পূর্ণ ডিগ্রি উচ্চশিক্ষা (মাস্টার্স) কার্যক্রম চালাতে ইচ্ছুক, তাদের অর্থায়নের জন্য ডেনিশ শিক্ষামন্ত্রণালয় প্রতিবছর বেশ কয়েকটি বৃত্তি দিচ্ছে। বৃত্তিটি সম্পূর্ণ বা আংশিক টিউশন ফি মওকুফ বা অনুদান হিসাবে জীবনযাত্রার খরচ দিয়ে থাকে। সময়সীমা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধ্যয়ন প্রোগ্রামের ওপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়। সাধারণত, একই বছরের সেপ্টেম্বরে প্রবেশের জন্য সময়সীমা মার্চ-এপ্রিলের কাছাকাছি বা পরের বছরের ফেব্রুয়ারিতে প্রবেশের জন্য সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের কাছাকাছি পড়ে। বিস্তারিত জানতে এই ওয়েবসাইট ভিজিট করুন—

https://studyindenmark.dk/study-options/scholarships

৯। Italian Government Bursaries for Foreign Students (Italy)

ইতালীয় সরকার বিদেশি নাগরিক এবং বিদেশে বসবাসকারী ইতালীয় নাগরিক উভয়কেই ইতালিতে অধ্যয়নের জন্য বৃত্তি প্রদান করে। বৃত্তিগুলি হলো, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি কোর্স, উন্নত বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, শিল্প ও সংগীত কোর্স, মাস্টার্স ডিগ্রি কোর্স, পিএইচডি কোর্স ইত্যাদি। শুধু তিন, ছয় বা নয় মাসের বৃত্তির জন্য আবেদন করা সম্ভব। অনুদানপ্রাপ্তরা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ৯০০ ইউরো মাসিক ভাতা পাবেন, যা তাদের ইতালীয় ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রদান করা হবে। প্রতিটি

বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতির ওপর নির্ভর করে অনুদানপ্রাপ্তদের তালিকাভুক্তি এবং টিউশন ফি প্রদান থেকে অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে। ইতালীয় ভাষা ও সংস্কৃতি কোর্সের জন্য ছাড় দেওয়া হয় না, যার জন্য তালিকাভুক্তি ফি দিতে হয়। অনুদানের পুরো সময়কালের জন্য স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা-দুর্ঘটনা বিমার আওতায় আনা হবে। পূর্ব-বিদ্যমান শারীরিক এবং রোগগত অবস্থার ক্ষেত্রে বিমা কভারেজ প্রযোজ্য হবে না। আবেদনের বয়সসীমা মাস্টার্সের ক্ষেত্রে ২৮ বছর, পিএইচডির ক্ষেত্রে ৩০ বছর এবং গবেষণা প্রজেক্টের ক্ষেত্রে ৪০ বছর। বিস্তারিত জানতে এই ওয়েবসাইট ভিজিট করুন—

https://studyinitaly.esteri.it/en/call-for-procedure

১০। Gates Cambridge Scholarships (UK)

গেটস ক্যামব্রিজ বৃত্তিগুলো যুক্তরাজ্যের বাইরের দেশগুলির অসামান্য আবেদনকারীদেরকে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো বিষয়ে পূর্ণ-সময়ের স্নাতকোত্তর (মাস্টার্স-পিএইচডি) ডিগ্রি অর্জনের জন্য প্রদান করা হয়। এটা খুবই সম্মানজনক আন্তর্জাতিক বৃত্তি প্রোগ্রামগুলোর মধ্যে একটা। বৃত্তিটা ক্যামব্রিজে অধ্যয়নের সম্পূর্ণ খরচ কভার করে, যেমন : উপযুক্ত হারে বিশ্ববিদ্যালয় কম্পোজিশন ফি এবং কলেজের ফি, একেক ছাত্রের জন্য একটি রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা, কোর্সের শুরুতে ও শেষে উভয় ক্ষেত্রেই একটা ইকোনোমি ক্লাসের একক বিমান ভাড়া ও ফিরতি ভিসার খরচ এবং কিছু ক্ষেত্রে পারিবারিক ভাতা, মাঠ-পর্যায়ের কাজের ভাতা ও অ্যাকাডেমিক উন্নয়ন তহবিল দিয়ে থাকে। প্রতিবছর ৮০টা গেটস ক্যামব্রিজ বৃত্তি দেওয়া হয়। বিস্তারিত জানতে এই ওয়েবসাইট ভিজিট করুন—

http://www.gatescambridge.org/

১১। Rhodes Scholarships at University of Oxford (UK)

১৯০২ সালে সেসিল রোডসের ইচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত 'রোডস' হলো বিশ্বের প্রাচীনতম এবং সম্ভবত সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক বৃত্তি প্রোগ্রাম। এটা নির্বাচিত দেশগুলোর ব্যতিক্রমী আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা স্নাতকোত্তর-পিএইচডি পুরস্কার। এই বৃত্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ফি, ব্যক্তিগত উপবৃত্তি (প্রতিবছর ১৫৯০০ ইউরো), স্বাস্থ্যবিমা, ভিসার খরচ এবং প্রোগামের শেষে ও শুরুতে শিক্ষার্থীর দেশে যাওয়া-আসার বিমান ভাড়াও দিয়ে

থাকে। প্রতিবছর ৯৫ জনকে এই বৃত্তি দেওয়া হয়। বয়সসীমা সর্বনিম্ন ১৮ বছর থেকে সর্বোচ্চ ২৮ বছর। আবেদনের সময়সীমা সাধারণত জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত হয়ে থাকে, যদিও তা একেক দেশের ক্ষেত্রে একেকরকম। বিস্তারিত জানতে এই ওয়েবসাইট ভিজিট করুন—

https://www.rhodeshouse.ox.ac.uk/scholarships/the-rhodes-scholarship/

১২। Sheffield Hallam University Transform Together Scholarships (UK)

ট্রান্সফর্ম টুগেদারের এই বৃত্তিগুলো শেফিল্ড হ্যালাম ইউনিভার্সিটিতে ফুল-টাইম স্নাতক বা স্নাতকোত্তর কোর্সে আবেদনকারী আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের (যুক্তরাজ্যের বাইরের) শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত। এই বৃত্তি স্নাতকোত্তর কোর্সের জন্য এবং স্নাতক কোর্সের প্রতি বছরের জন্য অর্ধেক ফি মওকুফ করে। স্নাতকোত্তরের ক্ষেত্রে অনার্স ডিগ্রিতে ন্যূনতম ২.১ বা সমতুল্য অর্জন করতে হবে, স্নাতক বা স্নাতকোত্তর উভয় ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষা এবং অ্যাকাডেমিক প্রবেশের শর্তগুলো পূরণ করতে হবে। বিস্তারিত জানতে এই ওয়েবসাইট ভিজিট করুন—

www.shu.ac.uk/transformtogether

১৩। Developing Solutions Scholarships at University of Nottingham (UK)

ডেভেলপিং সলিউশন বৃত্তিগুলো আফ্রিকা, ভারত বা কমনওয়েলথের কিছু নির্বাচিত উন্নয়নশীল দেশগুলোর আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য, যারা নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অধ্যয়ন করতে এবং তাদের দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে চায়। প্রতিবছর ১০৫টা বৃত্তি প্রদান করা হয়, এর মধ্যে ৩০টা বৃত্তি সম্পূর্ণ টিউশন ফি কভার করে এবং ৭৫টা অর্ধেক টিউশন ফি কভার করে। নিম্নলিখিত অনুষদের মধ্যে যেকোনো বিষয়ের ক্ষেত্রে এই বৃত্তি প্রযোজ্য : ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ, মেডিসিন ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান অনুষদ, বিজ্ঞান অনুষদ এবং সমাজ-বিজ্ঞান অনুষদ। যারা আগে তাদের দেশের বাইরে পড়াশোনা করেননি, তাদেরকে এই বৃত্তিতে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এবং বর্তমানে যুক্তরাজ্যে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী বা নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকেরা আবেদন করার যোগ্য নয়। বিস্তারিত জানতে এই

ওয়েবসাইট ভিজিট করুন—

http://www.nottingham.ac.uk/studywithus/international-applicants/scholarships-fees-and-finance/scholarships/masters-scholarships/dev-sol-masters.aspx

১৪। Leiden University Excellence Scholarships (Netherlands)

লেইডেন ইউনিভার্সিটি এক্সেলেন্স বৃত্তি প্রোগ্রাম লেইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রোগ্রামে ভর্তিপ্রাপ্ত ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা ইউরোপীয় অর্থনীতি অঞ্চলের বা ইউরোপীয়ান-মুক্ত বাণিজ্য সংস্থার বাইরের দেশগুলোর অত্যন্ত যোগ্য শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত। বৃত্তিগুলো টিউশন ফি'র একটা অংশ (১০,০০০ থেকে ১৫,০০০ ইউরো) প্রদান করে। এটা একটা আংশিক বৃত্তি, তাই প্রাপকদের অবশ্যই তাদের স্টুডেন্ট ভিসা এবং রেসিডেন্স পারমিটের আবেদনের জন্য 'পর্যাপ্ত তহবিলের প্রমাণ' জমা দিতে হবে। ব্যতিক্রম হিসেবে লেইডেন ল স্কুলে এলএলএম অ্যাডভান্সড স্টাডিজ প্রোগ্রাম বা এমএসসি প্রোগ্রামের জন্য আবেদনকারী শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে কোনো জাতীয়তা বিধিনিষেধ প্রযোজ্য নয়। বিস্তারিত জানতে এই ওয়েবসাইট ভিজিট করুন—

https://www.universiteitleiden.nl/en/scholarships/sea/leiden-university-excellence-scholarship-lexs

১৫। University of Maastricht High Potential Scholarships (Netherlands)

ইউনিভার্সিটি অফ মাস্ট্রিক্ট হাই পটেনশিয়াল বৃত্তিগুলো মাস্ট্রিক্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি ফান্ড দ্বারা পরিচালিত, যা ইউরোপীয় অর্থনীতি অঞ্চলের বাইরের দেশগুলোর অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর বয়সি মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাস্টার্স প্রোগ্রামে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ২৪টি ২৯০০০ ইউরো মূল্যের বৃত্তি প্রদান করে। বৃত্তির মধ্যে জীবনযাত্রার খরচ (১২৩৫০ ইউরো- ১৩ মাস থেকে ২৩৭৫০ ইউরো- ২৫ মাস), স্বাস্থ্য ও দায়বিমা (৭০০ ইউরো), ভিসা আবেদনের খরচ (১৯২ ইউরো), টিউশন ফি (১৩৮০০, ১৬০০০ বা ১৬৮০০ ইউরো, যা নির্ভর করে স্টাডি প্রোগ্রামের ওপর) এবং প্রাক-অ্যাকাডেমিক প্রশিক্ষণের খরচ অন্তর্গত। এই বৃত্তিটা মাস্টার্স প্রোগ্রামের সময়কালের জন্য প্রদান করা হয়—এক বছরের মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য ১৩ মাস

এবং দুই বছরের মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য ২৫ মাস। যে মাস্টার্স প্রোগ্রামে আবেদন করা হয়েছে, তার নির্দিষ্ট ভর্তির শর্ত পূরণ করতে হবে। নেদারল্যান্ডে ইতোপূর্বে উচ্চশিক্ষা প্রোগ্রাম, প্রাথমিক শিক্ষা প্রোগ্রাম বা মাধ্যমিক শিক্ষা প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে থাকলে এই বৃত্তির জন্য আবেদন করা যাবে না; তবে নেদারল্যান্ডসে এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম সম্পন্ন করা শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবে। বিস্তারিত জানতে এই ওয়েবসাইট ভিজিট করুন—

https://www.maastrichtuniversity.nl/support/your-studies-begin/coming-maastricht-university-abroad/um-scholarships-students-abroad

১৬। Radboud University Scholarship Programme (Netherlands)

র‍্যাডবউড বৃত্তি প্রোগ্রামটা ইউরোপীয় অর্থনীতি অঞ্চলের বাইরের নির্বাচিত-সংখ্যক প্রতিভাবান ও সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থীদেরকে র‍্যাডবউড বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ ইংরেজিতে শেখানো স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রোগ্রামের জন্য সম্পূর্ণ বা আংশিক বৃত্তি পাওয়ার সুযোগ দেয়। সম্পূর্ণ বৃত্তিতে টিউশন ফি এবং জীবনযাপনের খরচ থাকে এবং আংশিক বৃত্তিগুলো আংশিক টিউশন ফি হ্রাস করে থাকে। আংশিক বৃত্তির ক্ষেত্রে টিউশন ফি ১৬০০০ ইউরোর পরিবর্তে মাত্র ২২০৯ ইউরো দিতে হয়। এ ছাড়াও এই বৃত্তি ভিসার খরচ, বসবাসের অনুমতির খরচ, স্বাস্থ্যবিমা এবং দায়বিমার মতো খরচও কভার করে। মাস্টার্স প্রোগ্রামটা দুই বছরের হলে, প্রথম বর্ষে সকল কোর্সে উত্তীর্ণ হলে দ্বিতীয় বর্ষে আবার বৃত্তির জন্য আবেদন করা যায়। প্রতিবছর এখানে ৩৭টা বৃত্তি দেওয়া হয়। মাস্টার্সের ভর্তির আবেদনের সময়ই এই বৃত্তির আবেদন উল্লেখ করতে হয়, আলাদাভাবে নয়। এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে অবশ্যই ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা ইউরোপীয় অর্থনীতি অঞ্চলের বাইরের দেশের পাসপোর্টধারী হতে হবে, নেদারল্যান্ডের বাইরে থেকে ব্যাচেলর পাশ করা হতে হবে এবং নেদারল্যান্ডে পূর্বে অধ্যয়নের অভিজ্ঞতা থাকা যাবে না। বিস্তারিত জানতে এই ওয়েবসাইট ভিজিট করুন—

http://www.ru.nl/english/education/master's-programmes/financial-matters/scholarships-grants/read_more/rsprogramme/

১৭। Amsterdam Excellence Scholarships (Netherlands)

আমস্টারডাম এক্সিলেন্স বৃত্তি আমস্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগ্য স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামগুলোর জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাইরের অত্যন্ত মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বরাদ্দ। এটা এক বছরের জন্য ২৫০০০ ইউরোর একটা সম্পূর্ণ বৃত্তি, যা টিউশন ফি ও জীবনযাত্রার খরচ কভার করে। মাস্টার্স প্রোগ্রামটা দুই বছরের হলে বৃত্তি সম্প্রসারণের সম্ভাবনা রয়েছে। বৃত্তির জন্য আবেদনযোগ্য প্রোগ্রামগুলো হলো—শিশু বিকাশ ও শিক্ষা, যোগাযোগ, অর্থনীতি ও ব্যবসা, মানবিক, আইন, মনোবিজ্ঞান ও বিজ্ঞানসহ সামাজিকবিজ্ঞান। বিস্তারিত জানতে এই ওয়েবসাইট ভিজিট করুন—

http://www.uva.nl/en/education/master-s/scholarships-tuition/scholarships-and-loans/amsterdam-excellence-scholarship/amsterdam-excellence-scholarship.html

১৮। University of Twente Scholarships (Netherlands)

ইউনিভার্সিটি টোয়েন্টি বৃত্তি ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা ইউরোপীয় অর্থনীতি অঞ্চলের ভেতরের বা বাইরের অঞ্চলের দেশগুলোর চমৎকার শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি, যা টোয়েন্টি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক প্রোগ্রামের (এমএসসি) জন্য আবেদনকারীদের দেওয়া হয়। বৃত্তির সংখ্যা ৫০টা এবং বৃত্তির পরিমাণ এক বছরের জন্য ৩০০০ ইউরো থেকে ২২০০০ ইউরো পর্যন্ত হয়ে থাকে। বৃত্তির জন্য আবেদনযোগ্য প্রোগ্রামগুলো—ফলিত গণিত, ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান, জৈব চিকিৎসা প্রকৌশল, ব্যবসা প্রশাসন, ব্যাবসায়িক তথ্য-প্রযুক্তি, রাসায়নিক প্রকৌশল, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ও ম্যানেজমেন্ট, যোগাযোগ-বিজ্ঞান, কম্পিউটার-বিজ্ঞান, নির্মাণ-ব্যবস্থাপনা, প্রকৌশল, শিক্ষাগত-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী, এমবেডেড সিস্টেম, পরিবেশ ও শক্তি-ব্যবস্থাপনা, ইউরোপীয় স্টাডিজ, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ারিং, শিল্প প্রকৌশল ও ব্যবস্থাপনা, মিথস্ক্রিয়া প্রযুক্তি, যন্ত্র প্রকৌশল, ন্যানো প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সমাজের দর্শন, মনোবিজ্ঞান, পাবলিক প্রশাসন, টেকসই শক্তি প্রযুক্তি, সিস্টেম ও নিয়ন্ত্রণ। প্রোগ্রামে ভর্তির পর বৃত্তির জন্য আবেদন করতে হয়। এই বৃত্তির জন্য আইইএলটিএস স্কোর ৬.৫ প্রয়োজন। বিস্তারিত জানতে এই ওয়েবসাইট ভিজিট করুন—

https://www.utwente.nl/en/education/scholarship-finder/university-of-twente-scholarship/

১৯। Utrecht University Excellence Scholarships (Netherlands)

ইউট্রেক্ট এক্সিলেন্স বৃত্তি বেশ কিছু অসামান্য সম্ভাবনাময় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত-সংখ্যক বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ দেয় (নির্বাচিত বিষয়গুলি এই লিংকে দেখা যাবে : www.uu.nl/masters)। বৃত্তিটা শুধু টিউশন ফি অথবা টিউশন ফি'র সাথে অতিরিক্ত ১১০০০ ইউরো জীবনযাত্রার ব্যয় হিসাবে প্রদান করে থাকে। এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে অবশ্যই ইউরোপীয় ইউনিয়ন- ইউরোপীয় অর্থনীতি অঞ্চলের বাইরের দেশের পাসপোর্টধারী হতে হবে এবং নেদারল্যান্ডের বাইরে থেকে সেকেন্ডারি স্কুল বা ব্যাচেলর পাশ করা হতে হবে। বিস্তারিত জানতে এই ওয়েবসাইট ভিজিট করুন—

http://www.uu.nl/masters/en/general-information/international-students/financial-matters/grants-and-scholarships/utrecht-excellence-scholarships

২০। Erik Bleumink Scholarships at University of Groningen (Netherlands)

এরিক ব্লুমিংক ফান্ড বৃত্তিগুলো সাধারণত গ্রোনিংজেন বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো ১ বছর বা ২ বছরের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রোগ্রামের জন্য উন্নয়নশীল দেশের মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে এবং তরুণ গবেষকদের প্রদান করা হয়। বাংলাদেশসহ প্রায় ৭০টা দেশ এই বৃত্তির টার্গেট গ্রুপের মধ্যে রয়েছে। বৃত্তিটা টিউশন ফি এবং আন্তর্জাতিক ভ্রমণের খরচ, জীবিকা, বই এবং স্বাস্থ্যবিমা কভার করে। বিস্তারিত জানতে এই ওয়েবসাইট ভিজিট করুন—

http://www.rug.nl/education/international-students/financial-matters/ericbleumink

২১। ETH Excellence Scholarships (Switzerland)

সুইজারল্যান্ডের জুরিখে ইটিএইচ-এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করতে ইচ্ছুক অসাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য ইটিএইচ জুরিখ দুটি বৃত্তি প্রদান করে : এক্সিলেন্স বৃত্তি অ্যান্ড অপরচুনিটি প্রোগ্রাম (ESOP) এবং মাস্টার বৃত্তি প্রোগ্রাম (MSP)। এক্সিলেন্স বৃত্তি জীবনধারণ এবং অধ্যয়নের খরচ (প্রতি সেমিস্টারে ১১০০০ সুইস ফ্রাংক) অনুদান

রয়েছে এবং সেইসাথে এটাতে টিউশন ফি মওকুফ করা হয়। মাস্টার বৃত্তি প্রোগ্রামে জীবনযাপন ও অধ্যয়নের খরচের জন্য একটা আংশিক উপবৃত্তি রয়েছে (প্রতি সেমিস্টারে ৬০০০ সুইস ফ্রাংক); পাশাপাশি এটা টিউশন ফিও মওকুফ করে। মাস্টার্স থিসিসের প্রিপ্রোপোজাল সাবমিটের মাধ্যমে এই বৃত্তির জন্য আবেদন করা যায়। বিস্তারিত জানতে এই ওয়েবসাইট ভিজিট করুন—

https://www.ethz.ch/students/en/studies/financial/scholarships/excellencescholarship.html

২২। University of Lausanne Master's Grant for Foreign Students (Switzerland)

সুইজারল্যান্ডের লুসান বিশ্ববিদ্যালয় মাস্টার্স অনুদানের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করতে ইচ্ছুক আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিবছর ১০ জনকে বৃত্তি প্রদান করে। অনুদানের পরিমাণ মাসিক ১৬০০ সুইস ফ্রাংক। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ জুলাই পর্যন্ত, প্রোগ্রামের নিয়ম অনুযায়ী সর্বনিম্ন সময়কাল পার না করা পর্যন্ত। মেডিসিন, শিক্ষা, আইন, অপরাধ আইন, শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও এমএ ব্যতীত লুসান বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য সকল প্রোগ্রাম এই বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত। প্রতি সেমিস্টারে ফি ব্যতীত ৮০ সুইস ফ্রাংক প্রদান করা হয়, বৃত্তির আবেদনকারী শিক্ষার্থীদেরকে কোর্সের জন্য নির্দিষ্ট নিবন্ধন ফি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এ ছাড়া অ্যাপ্লিকেশনের সময় ২০০ ফ্রাংক প্রশাসনিক ফি দিতে হয়। মাস্টার্স ডিগ্রিতে আবেদনের পূর্বশর্ত হলো—লুসান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক সম্পন্ন হওয়া অথবা সুইজারল্যান্ডের বাইরের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমমানের একটা বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি প্রাপ্ত হওয়া। বিস্তারিত জানতে এই ওয়েবসাইট ভিজিট করুন—

https://www.unil.ch/international/en/home/menuinst/etudiants-internationaux/etudiantes-internationaux-reguliers/bourses-master-de-lunil.html

২৩। Bologna University Study Grants for International Students (Italy)

ইতালির বোলোগনা বিশ্ববিদ্যালয় অনূর্ধ্ব ৩০ বছর বয়সি যোগ্য আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য অধ্যয়ন বৃত্তি প্রদান করে, যারা বোলোগনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম

চক্র (স্নাতক), দ্বিতীয় চক্র (মাস্টার্স) বা একক চক্র ডিগ্রি প্রোগ্রামে ভর্তি হতে ইচ্ছুক। প্রতিটা অধ্যয়ন অনুদান এক অ্যাকাডেমিক বছরের জন্য প্রদান করা হয়, যার পরিমাণ মোট ১১০৬৯ ইউরো। প্রথম চক্র ও একক চক্রের জন্য এরকম ৩টা অনুদান দেওয়া হয় এবং ২০০০০ ইউরো টিউশন ফি মওকুফ করা হয়। দ্বিতীয় চক্রের জন্য এরকম ১৬টা অনুদান দেওয়া হয় এবং ১০০০০০ ইউরো টিউশন ফি মওকুফ করা হয়। মওকুফের জন্য পুরস্কৃত ছাত্রদের অবশ্যই আঞ্চলিক কর, শুল্ক স্ট্যাম্প এবং বিমা প্রিমিয়াম (পরিমাণ পরিবর্তন সাপেক্ষ) ১৫৭৬৪ ইউরো দিতে হবে। বিস্তারিত জানতে এই ওয়েবসাইট ভিজিট করুন—

http://www.unibo.it/en/services-and-opportunities/study-grants-and-subsidies/grants-for-international-students-unibo-action2

২৪। Lund University Global Scholarships for Non-EU/EEA Students (Sweden)

সুইডেনের লান্ড ইউনিভার্সিটির গ্লোবাল বৃত্তি প্রোগ্রামটা শীর্ষস্থানীয় অ্যাকাডেমিক শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করে, যারা ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা ইউরোপীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল (এবং সুইজারল্যান্ড) এর বাইরের দেশের নাগরিক এবং যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অধ্যয়ন করতে ইচ্ছুক। বৃত্তিগুলো টিউশন ফি'র ২৫%, ৫০%, ৭৫% বা ১০০% কভার করতে পারে, কিন্তু জীবনচালনার খরচ বহন করে না। অনলাইনে সুইডেনের জাতীয় অ্যাপ্লিকেশন ওয়েবসাইটে (www.universityadmissions.se) গিয়ে নির্ধারিত অ্যাপ্লিকেশন পিরিয়ডে (সাধারণত প্রতিবছর অক্টোবর-জানুয়ারি) অ্যাপ্লিকেশন করতে হয়। বিস্তারিত জানতে এই ওয়েবসাইট ভিজিট করুন—

http://www.lunduniversity.lu.se/admissions/bachelors-masters-studies/scholarships-awards/lund-university-global-scholarship

আমেরিকা ও কানাডায় শিক্ষাবৃত্তি

আমেরিকা

পড়াশোনা, ক্যারিয়ার গঠন এবং অভিবাসের সুযোগ—সবকিছু মিলে আমেরিকার অবস্থান সর্বাগ্রে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, উদ্ভাবন ও উন্নয়ন সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে

এই দেশটা। আমেরিকায় প্রায় ৪০০০ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ১৪৫২টা প্রতিষ্ঠান বিশ্বসেরা র‍্যাংকিং লিস্টে অন্তর্ভুক্ত। বুয়েট পাস প্রকৌশল গ্রাজুয়েটদের সিংহভাগ আমেরিকায় উচ্চশিক্ষার জন্য পাড়ি দেয়। দেশের কিছু ডিসিপ্লিনের (যেমন : মাইক্রোবায়োলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং) অত্যন্ত মেধাবী গ্রাজুয়েটরা ইদানীং আমেরিকাকেন্দ্রিক উচ্চশিক্ষার টার্গেট করছে। তবে সর্বোতভাবে আমেরিকায় স্কলারশিপ পেতে অন্যান্য দেশের তুলনায় সাধারণত বেশি প্রস্তুতি নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। আমেরিকায় যেতে যে বিষয়গুলো জানা গুরুত্বপূর্ণ—

১। আমেরিকায় ইংরেজি ভাষাজ্ঞান টেস্ট—টোয়ফল (কমপক্ষে স্কোর ৮০) বা আইইলটিএস স্কোর কমপক্ষে ৬.৫ ছাড়া আবেদন করা যায় না। এই স্কোর যত বেশি হবে, তার স্কলারশিপ পাওয়ার সম্ভাবনা তত বেড়ে যাবে।

২। এক সময় আমেরিকায় স্কলারশিপ পেতে জিআরই প্রোগ্রামে বাধ্যতামূলক ছিল। এখন অনেক প্রোগ্রামে সেই জিআরই ছাড়াও শিক্ষাবৃত্তি লাভ করা যায়। জিআরইর জন্য সাধারণত মিনিমাম কোনো স্কোর নেই। এটা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তির ন্যূনতম ক্রাইটেরিয়া ওপর নির্ভর করে, যা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। অনেক ভার্সিটি আছে, যারা মিনিমাম স্কোর অ্যাডমিশন রিকুয়ারমেন্টে উল্লেখ করে দেয়। আবেদন করার পরিকল্পনার আগে কোন প্রোগ্রামে ফান্ড বা বৃত্তি পেতে জিআরই মওকুফ করে, তা জেনে নিতে হবে। অনেক ভার্সিটি জিআরই ওয়েইভ করলেও ফান্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে সেই জিআরই গণ্য হয়।

৩। গবেষণার অভিজ্ঞতা, গবেষণাপত্র, জব অভিজ্ঞতা থাকলে ফুল স্কলারশিপ পাওয়া সহজ হয়। ভালো সিজিপিএ স্কোর সবসময় একজন প্রার্থীকে এগিয়ে রাখে।

৪। আমেরিকার প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ প্রোগ্রামে ভর্তি হতে ন্যূনতম সিজিপিএ স্কোর হচ্ছে ৩। এর চেয়ে কম সিজিপিএ নিয়েও ভর্তি হওয়া যায় অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে। তবে শিক্ষাবৃত্তি প্রার্থীকে অন্যান্য দক্ষতা থাকতে হবে (যেমন : প্রোগ্রামিং স্কিল, গবেষণাপত্র, গবেষণার অভিজ্ঞতা ইত্যাদি)।

আমেরিকাতে উচ্চশিক্ষায় স্কলারশিপ-সংক্রান্ত বিস্তারিত জানা যাবে এই ওয়েবসাইটে—

Education USA : https://educationusa.state.gov/your-5-steps-us-

study/research-your-options

কানাডায় শিক্ষাবৃত্তি বা ফান্ডিং

কানাডায় অভিবাসন ইস্যুটি সুপরিচিত। এই কারণে অনেকের বিশেষ আগ্রহ থাকে। কানাডায় আমেরিকার তুলনায় ক্যারিয়ার গঠনের সুযোগ কম। এখানের আরেকটা বাধা হচ্ছে বৈরী আবহাওয়া। বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন প্রক্রিয়া ও রিকুয়ারমেন্ট প্রায় আমেরিকার মতোই। কানাডাতে উচ্চশিক্ষায় স্কলারশিপ-সংক্রান্ত বিস্তারিত জানা যাবে এই ওয়েবসাইটে—

Study in Canada as an international student : https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada.html

অস্ট্রেলিয়াতে উচ্চশিক্ষা বৃত্তি

নৈসর্গিক সৌন্দর্য, আবহাওয়া এবং উন্নত সমাজকল্যাণমূলক ব্যবস্থার কারণে অস্ট্রেলিয়া বাস করার জন্য অত্যন্ত মনোরম একটা দেশ। কিউএস ওয়ার্ল্ড র‍্যাংকিং ২০২১ অনুযায়ী অস্ট্রেলিয়ার ৩৬টা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বসেরা তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। সার্বিকভাবে পড়াশোনার মান অনেক উন্নত। অস্ট্রেলিয়ান নাগরিকদের পড়াশোনার জন্য টিউশন ফি লাগে না, কিন্তু আন্তর্জাতিক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বড় অঙ্কের টিউশন ফি প্রয়োজন। এখানে বিশেষ কিছু সরকারি শিক্ষাবৃত্তি রয়েছে, যা সাধারণত প্রতি বছরই দেওয়া হয়। যদি কারো উন্নত কোয়ালিটির জার্নালে (কিউ ওয়ান) ফার্স্ট অথার হিসেবে পাবলিকেশন থাকে, তবে তার পিএইচডির জন্য স্কলারশিপ পাওয়া সহজ। ইংরেজিতে দক্ষতা থাকবে, আইইএলটিসে ন্যূনতম স্কোর ৬.৫ হতে হবে। অস্ট্রেলিয়ায় পিএইচডি করলে নাগরিকত্ব লাভ করার সুযোগ আছে।

প্রতিবছর অস্ট্রেলিয়া সরকার যে স্কলারশিপ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের প্রদান করে—

১। অস্ট্রেলিয়া অ্যাওয়ার্ডস স্কলারশিপ

অস্ট্রেলিয়া অ্যাওয়ার্ডস স্কলারশিপ, পূর্বে এটি অস্ট্রেলিয়ান ডেভেলপমেন্ট স্কলারশিপ (ADS) নামে পরিচিত ছিল; এটা দীর্ঘমেয়াদি একটা উন্নয়ন পুরস্কার,

যা বৈদেশিক বিষয় ও বাণিজ্য বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয়। এগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোর, বিশেষ করে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে অবস্থিত দেশগুলোর জন্য; অংশগ্রহণকারীদেরকে অস্ট্রেলিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি-সহ আরো শিক্ষা (TAFE) প্রতিষ্ঠানগুলোতে পূর্ণ সময়ের স্নাতক বা স্নাতকোত্তর অধ্যয়নের সুযোগ প্রদান করে। বৃত্তির সুবিধাগুলোর মধ্যে সাধারণত অন্তর্ভুক্ত থাকে : সম্পূর্ণ টিউশন ফি, ফেরত বিমান ভ্রমণ, প্রতিষ্ঠা ভাতা, জীবনযাত্রার ব্যয়ে অবদান (সিএলই), ওভারসিজ স্টুডেন্ট হেলথ কভার (ওএসএইচসি) ইত্যাদি। বিস্তারিত জানার জন্য এই ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন—

https://www.dfat.gov.au/people-to-people/australia-awards/australia-awards-scholarships

২। ডিস্টিনেশন অস্ট্রেলিয়া স্কলারশিপ

এটা স্কলারশিপ প্রোগ্রাম অফার করে, যার লক্ষ্য অস্ট্রেলিয়ান ও আন্তর্জাতিক উভয় ছাত্রদেরকে আঞ্চলিক অস্ট্রেলিয়ায় পড়াশোনা করতে সহায়তা করা। অস্ট্রেলিয়ার একটা যোগ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা আঞ্চলিক ক্যাম্পাসে সার্টিফিকেট IV থেকে ডক্টরেট স্তরের যোগ্যতা অধ্যয়নের সাথে যুক্ত অধ্যয়ন এবং জীবনযাত্রার ব্যয়কে সমর্থন করার জন্য প্রতিবছর $১৫,০০০-এর ১০০০টারও বেশি বৃত্তি দেওয়া হবে। বিস্তারিত জানতে দেখুন—https://www.dese.gov.au/destination-australia

৩। অস্ট্রেলিয়া রিসার্চ ট্রেইনিং প্রোগ্রাম স্কলারশিপ

রিসার্চ ট্রেনিং প্রোগ্রাম (RTP) একটা ক্যালেন্ডার বছরের ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষা প্রদানকারীদের (HEPs) জন্য ব্লক অনুদান প্রদান করে, যাতে গবেষণা ডক্টরেট ও রিসার্চ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি গ্রহণ করা দেশীয় এবং বিদেশি ছাত্রদের সমর্থন করে, যা গবেষণার দ্বারা উচ্চ ডিগ্রি (HDRs) নামে পরিচিত। বিস্তারিত জানতে দেখুন—https://www.dese.gov.au/research-block-grants/research-training-program

বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক কিছু স্কলারশিপ সম্পর্কে জানতে ভিজিট করুন—

https://www.scholars4dev.com/4950/australia-scholarships/

তুরস্কে উচ্চশিক্ষার অনেক সুযোগ

তুরস্কে ২০৭টা বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, যেখানকার জনসংখ্যা ৮২ মিলিয়ন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৮ মিলিয়নের কাছাকাছি। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সুযোগের দিক থেকে তুরস্ক বিশ্বের দ্বিতীয় দেশ। এখানে পড়াশোনার সিস্টেম ইউরোপীয় ধাঁচের (বিখ্যাত বোলোগনা সিস্টেম)। সুতরাং, তুরস্কের একটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে ডিগ্রি পাবেন, তা সমস্ত ইউরোপীয় দেশে স্বীকৃত। অর্থাৎ, এই ডিগ্রি দিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জব পেতে পারেন। তুরস্ক হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী দেশ, যার সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে (অটোম্যান সাম্রাজ্য) এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও মনোরম। মুসলিম সংস্কৃতির জন্য তুরস্ক বিখ্যাত। তাই ধার্মিক ঘরানার মানুষদের জন্য তুরস্ক একটা ভালো লাগার মতো দেশ। তুরস্ক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন—

https://www.studyinturkey.gov.tr/StudyinTurkey/StudyinTurkey

তুরস্ক প্রতিবছর আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য সরকারি শিক্ষাবৃত্তি বরাদ্দ করে

তুরস্কে পড়াশোনার জন্য মোটাদাগে দুইটা উপায় আছে—সরকারি বৃত্তি নিয়ে ও নিজস্ব অর্থায়নে (সেল্ফ ফান্ডেড)। উভয় ক্ষেত্রেই মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং, ব্যাসিক সায়েন্স, সোশ্যাল সায়েন্স, বিজনেস ও ইসলামিক বিষয়ে পড়ার সুযোগ আছে। প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে বেশ ভালো-সংখ্যক শিক্ষার্থী তুরস্কে বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন ব্রাঞ্চে পড়তে যায় এবং এই সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগ্রহীদের বোঝার সুবিধার্থে এই আলোচনা দুই ভাগে আলোচনা করা হচ্ছে। প্রথমেই সরকারি স্কলারশিপ (Turkiye Burslari / YTB) নিয়ে যারা আসতে চায় তাদের জন্য।

অনার্স, মাস্টার্স ও পিএইচডি—তিন লেভেলেই বৃত্তি (Turkiye Burslari) আছে। এই বৃত্তির অধীনে একজন শিক্ষার্থীকে কিছু পকেট মানি, দুইটা এয়ার টিকেট (প্রথমবার আসা ও শেষে ফিরে যাওয়া) ফুল টিউশন ফি, ফ্রি টার্কিশ কোর্স (বাধ্যতামূলক), ফ্রি ডরমেটরি (সকাল ও রাত খাওয়ার ব্যবস্থাসহ) ও স্বাস্থ্যবিমা দেওয়া হয়। পকেট মানির পরিমাণ অনার্সের জন্য প্রতিমাসে ১০০০ লিরা, মাস্টার্সের জন্য ১৬০০ লিরা এবং পিএইচডি ছাত্রের জন্য ১৮০০ লিরা। যে হোস্টেলে থাকে, তার তেমন বাড়তি খরচ নেই। হোস্টেলের মান থ্রি-স্টার হোটেলের মতো; তবে কেউ যদি হোস্টেলে না থেকে নিজের দায়িত্বে থাকে, তবে তাকে বাড়তি ৭৫০

লিরা দেওয়া হয় প্রতিমাসে। এর বাইরে কিছু প্রাকটিক্যাল সুবিধাও আছে, যেমন : রেসিডেন্স পারমিটের জন্য (যা এক বা দুই তিন বছর পর পর করতে হয়) নির্ধারিত ফিস, মাঝে কারো পিতা-মাতা মারা গেলে দেশে আসা-যাওয়ার দুইটা অতিরিক্ত বিমানের টিকেট পায় (তবে এটা অফার লেটারে বলা থাকে না)। কোনো কোনো শহরে এই বৃত্তিধারী ছাত্রদের সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে ফ্রি বাস কার্ড দেওয়া হয় (এটাও অফার লেটারে বলা থাকে না এবং সব শহর ফ্রি বাস কার্ড দেয়ও না; তবে সকল ছাত্রই ডিস্কাউন্টেড ভাড়ায় পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ইউজ করে)। যোগ্যতার ভিত্তিতে ইরাসমাস, মেভলানা ও ফারাবি এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের আওতায় ইউরোপের নির্ধারিত কিছু দেশে কিংবা আরব কান্ট্রির কোনো কোনো দেশে এক বা দুই সেমিস্টারের জন্য পড়াশোনা অথবা গবেষণার জন্য যাওয়ার সুযোগ আছে।

স্কলারশিপের জন্য আগ্রহীদের যোগ্যতা, শর্ত, কাগজপত্র, নিয়মাবলি ইত্যাদি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। সংক্ষেপে অনার্সের জন্য এসএসসি/দাখিল, এইএইচসি/আলিম পরীক্ষায় ৭০% নম্বর, মাস্টার্সের জন্য সেগুলো-সহ অনার্সে ৭৫% নম্বর এবং পিএইচডির জন্য মাস্টার্সসহ সকল পরীক্ষায় ৭৫% নম্বর থাকতে হবে। এমবিবিএস পড়তে আগ্রহীদের ৯০% নম্বর থাকা লাগবে। অনার্স, মাস্টার্স ও পিএইচডি প্রার্থীদের বয়স যথাক্রমে ২১, ৩০ ও ৩৫ এর বেশি হতে পারবে না। সকল তথ্য, ফি বছরের জন্য পরিবর্তনীয়।

বৃত্তির আবেদনের জন্য কোনো ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি সার্টিফিকেট লাগে না; তবে যে সব জিনিস স্কলারশিপ পেতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে, তার মধ্যে টোফেল, জিআরই, জিম্যাট, স্যাট ও ওয়াইডিএস ইত্যাদির কোনোটা থাকা, লেটার অব ইনটেন্ট বা স্টেটমেন্ট অব পার্পাজ ভালো হওয়া, রিসার্চ টপিক শক্তিশালী হওয়া, এক্সট্রাকারিকুলার একটিভিজ থাকা ইত্যাদি অন্যতম। অনলাইনে আবেদন প্রতিবছর জানুয়ারিতে শুরু হয়। কোভিড টাইম বাদ দিলে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর প্রায় ৫০ জনের বেশি শিক্ষার্থী এই বৃত্তির সুযোগ পায়।

তুরস্কের সরকারি বৃত্তি-সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ লিংক—

- প্রধান ওয়েবসাইট : https://www.turkiyeburslari.gov.tr
- তাদের ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেইজ : https://www.facebook.com/turkiyeburslari/

■ তুরস্কে অবস্থিত বাংলাদেশি কমিউনিটি থেকে সাহায্য পাওয়ার লিংক :https://www.facebook.com/Turkey-Burslari-Diyanet-Scholarship-for-Bangladeshi-Students-104875334823519

এছাড়া প্রায় সকল তথ্য এখানে :

https://www.facebook.com/groups/331137687085930/

দিয়ানেত শিক্ষাবৃত্তি

Turkiye Burslari বৃত্তির বাইরে তুরস্কের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের দিয়ানেত ফাউন্ডেশন ইসলামিক স্টাডিজ ও থিওলজিতে অনার্স, মাস্টার্স ও পিএইচডি অধ্যয়ন করার জন্য স্কলারশিপ অফার করে। দিয়ানেত স্কলারশিপে শিক্ষার্থীদেরকে বিমানের টিকেট, প্রয়োজনীয় ফরেইন ল্যাঙ্গুয়েজ (টার্কিশ/আরবি) ফুল টিউশন ফি, ডরমিটরি, স্বাস্থ্যবিমা ও সামান্য হাত খরচ দেওয়া হয়। প্রার্থীদেরকে কমপক্ষে ৭০% নম্বরের অধিকারী হতে হয়। সাধারণত জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে আবেদন করতে হয়। ডিপার্টমেন্টে মূল কোর্স শুরুর আগে এক বছরের জন্য টার্কিশ এবং আরো এক বছরের জন্য আরবি ভাষার কোর্স করা বাধ্যতামূল; তবে আরবিতে প্রফিশিয়েন্সির যথাযথ সার্টিফিকেট দেখানো গেলে আরবি ভাষার কোর্স আর করতে হয় না। মেভলানা ও ফারাবি এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা তুরস্কের বাইরেও কিছু দেশে গিয়ে এক বা দুই সেমিস্টার কমপ্লিট করে আসতে পারে। স্কলারশিপের জন্য আবেদনের লিংক—

https://diyanetburslari.tdv.org

নিজস্ব অর্থায়নে বা সেলফ ফান্ডেড পড়াশোনা

নিজস্ব অর্থায়নে অনার্স, মাস্টার্স বা পিএইচডি লেভেলে পড়তে চাইলে প্রথমত শিক্ষার্থীকে ঠিক করতে হবে প্রাইভেট নাকি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ বেশি, যা নির্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখতে হবে; তবে সুবিধা হলো—বেশিরভাগ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশোনায় ইংরেজি মাধ্যম অফার করে এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিংয়েও এগিয়ে। পক্ষান্তরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার খরচ বেশ কম। তুরস্কে প্রফেসর ফান্ড তেমন নেই বললেই চলে, তবে ওয়েভার কিংবা সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় (এবং

কিছু বেসরকারি সংস্থা) কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে স্কলারশিপ অফার করে। তুরস্কে লিভিং কস্ট খুব বেশি নয়, শহরভেদে ঢাকার চেয়েও কম। এটা প্রতি সেমিস্টারে ৫০০ থেকে ৭৫০০ লিরা বা আরো বেশি হতে পারে। অবশ্যই এই ফি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাবজেক্টভেদে যথেষ্ট পরিবর্তনীয়। একইভাবে টার্কিশ ল্যাংগুয়েজ কোর্সের ফিও কমবেশি হয়, ৫ হাজার লিরা বা এর ওপর-নিচে ওঠানামা করে।

YOS (examination for foreign students) পরীক্ষার মাধ্যমে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরাসরি আবেদন করে ভর্তি হওয়া যায়। মাস্টার্স বা পিএইচডির ক্ষেত্রে আগে পছন্দের বিষয়ের প্রফেসরদের ই-মেইল করতে হয়। বলাই বাহুল্য, ইংরেজি জানেন এমন প্রফেসরদের থেকে ই-মেইলের প্রতিউত্তর পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতিবছর জুন-অগাস্ট ও ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি দেয়, তবে জুন-অগাস্টে বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য বেশি কোটা থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটের announcement এ সার্কুলার পাওয়া যায়। যে বিষয়ে পড়তে চান, সে বিষয়টি কোন Institute/faculty তে আছে, সেটা দেখে নিয়ে ওই Institute/faculty এর ওয়েবসাইট দেখলে বিস্তারিত জানা যাবে। কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটের international student/student option এ ভর্তির requirement, tuition fee তথ্য দেওয়া থাকে।

বিদেশি ছাত্রদের জন্য কোটা খুব কম থাকে, সার্কুলার হওয়ার আগেই আপনার ডিপার্টমেন্টের প্রফেসরের সাথে যোগাযোগ করলে অনেকসময় কোটা বাড়িয়ে দেয়। মাস্টার্স, পিএচডির জন্য -GRE/GMAT, TOEFL লাগে। অনার্সের জন্য SAT/ YOS exam, TOEFL লাগে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও তাদের সত্যায়নের কিছু বৈচিত্র্য থাকলেও, এটা মোটামুটি কমন যে, বিভিন্ন সনদ ও ট্রান্সক্রিপ্টের তুর্কি ভাষায় অনুবাদ ও নোটারি চায়।

শিক্ষার্থীর পছন্দের সাবজেক্টে ইংরেজি মাধ্যমে পড়ার সুযোগ না থাকলে শিক্ষার্থীকে নিজ খরচে টার্কিশ কোর্সে ভর্তি হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বাধ্যবাধকতা আছে সেটা পূরণ করতে হবে। সাধারণত B2 বা C1 লেভেল পর্যন্ত কমপ্লিট করার সার্টিফিকেট চায়। এটা শেষ করতে প্রায় ৮ থেকে ১০ মাস লাগে। কেউ যদি বাইরে থেকে ভালো প্রস্তুতি নিয়ে তুরস্কের কোনো ল্যাংগুয়েজ সেন্টারে পরীক্ষা দিয়ে চূড়ান্ত বা এক-দুই ধাপ পরের সার্টিফিকেট নিতে পারে, তবে তার জন্য ভাষা কোর্সে সময় লাগবেই না বা কম লাগবে। এতে খরচও কম হবে। আর শিক্ষার্থী পছন্দের বিষয়ে যদি ইংরেজি

মাধ্যম অফার করে, তবে টোফেল-জিআরই স্কোর থাকলে আবেদনপত্র গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে টার্কিশ ভাষা শেখার প্রয়োজন নেই।

মিডিয়াম ইন্সট্রাকশন বেশিরভাগ সাবজেক্টের জন্য টার্কিশ; তবে কম্পিউটার, ইলেক্ট্রিক্যাল ও ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং, কিছু পোস্ট গ্রাজুয়েশন মেডিকেল সাবজেক্ট ও বেশিরভাগ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি মাধ্যম অফার করে। মাস্টার্স ও পিএইচডির ক্ষেত্রে সুপারভাইজার চাইলে ইংরেজিতে কোর্স ও থিসিস করা যায়।

তুরস্কে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কী কী বাধা মোকাবেলা করতে হয়?

সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো—তুরস্কে বেশিরভাগ সাবজেক্ট (বিশেষত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে) টার্কিশ ভাষায় অফার করা হয়। ভালো টার্কিশ না জানলে একটু সমস্যা হতে পারে; তবে আশার কথা, টার্কিশ ভাষা যথেষ্ট গাণিতিক—যা শেখা সহজ এবং শেখায় আনন্দ আছে। দক্ষতার জন্য স্থানীয়দের সাথে মিশে যাওয়ার বিকল্প নেই। মেডিকেলে রেজাল্ট ভালো করা একটু কঠিন হলেও অনেক বাংলাদেশি নিজ ডিপার্টমেন্ট এমনকি ফ্যাকাল্টিতেও প্রথম হয়। যেহেতু অতিরিক্ত এক বছর টার্কিশ কোর্স করতে হয়, তাই গ্রাজুয়েশন শেষ করতে সময়টাও বেশি লাগে।

দ্বিতীয় বিষয় হলো—তুরস্ক যেহেতু একটু বেশি স্টুডেন্ট সাপোর্ট দেয়, তাই স্টাইপেন্ড অ্যামাউন্টটা কম। পার্টটাইম কাজের সুযোগ তেমন নেই, থাকলেও পেমেন্ট ইউরোপিয়ান দেশগুলোর মতো নয়। তুরস্কের জব মার্কেট যথেষ্ট সুবিধাজনক নয়, তাই পার্টটাইম জব বা গ্রাজুয়েশন শেষে তুরস্কে থেকে যাওয়ার পূর্ব চিন্তা না করাই ভালো। তবু প্রচুর পরিমাণ স্টুডেন্ট আর দেশে ফেরে না, এটা নির্ভর করে গ্রাজুয়েটদের ক্যারিয়ার ও জীবন সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। মোটকথা, সরকারের পলিসি, ছোটো জব মার্কেট, জাতীয়তাবাদ, রিফুজি আধিক্য ইত্যাদি কারণে তুরস্কে ভালো অ্যাকাডেমিক পজিশন পাওয়া অথবা ভালো ইন্ডাস্ট্রিয়াল জব পাওয়া একটু কঠিন, যদিও এই সংখ্যা একেবারে শূন্য নয়।

সম্ভবত ইংরেজি মাধ্যমে মাস্টার্স (বা অনার্স) করতে পারলে তা বেশি উপকারী। যেহেতু টার্কিশ সার্টিফিকেটের বহির্বিশ্বে যথেষ্ট মান আছে, তাই ফাউন্ডেশন হিসেবে তুরস্কের সার্টিফিকেট ব্যবহার করে পশ্চিমা দেশগুলোতে সহজেই পাড়ি জমানো সম্ভব। আর টার্কিশ মাধ্যমে পড়লেও বাংলাদেশিদের যেহেতু ইংরেজি

ভাষা জানা থাকে, তাই ইংরেজি প্রফেশিয়েন্সির প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট অর্জন করে তারাও ইউরোপ, নর্থ আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ার দিকে পিএইচডির জন্য টার্গেট করতে পারে।

মাদরাসা ছাত্রদের বিদেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ এবং প্রস্তুতি

দেশের মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থার (আলিয়া এবং কওমি) সার্বিক অবস্থা

দেশে দুই ধারার ইসলামিক শিক্ষাকার্যক্রম চালু রয়েছে—আলিয়া ও কওমি। এর মধ্যে আলিয়া শিক্ষাকার্যক্রম সরকার কর্তৃক স্বীকৃত। মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে প্রতিবছর অনেক শিক্ষার্থী (যেমন ২০২০ সালে ৮৮ হাজারের অধিক) আলিম (এইচএসসি সমমান) পাশ করেছে। সরকারি স্বীকৃতি থাকায় মূলধারার শিক্ষাকার্যক্রম (জেনারেল) থেকে পাশ করা এইচএসসি শিক্ষার্থীদের সাথে প্রতিযোগিতা করে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হতে পারে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা এবং সমাজবিজ্ঞান অনুষদে ভর্তি পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা শীর্ষ স্থান দখল করলেও সর্বোতভাবে আলিয়া শিক্ষার গুণগত মান মূলধারার (জেনারেল এডুকেশনের) চেয়ে অনেকটাই পিছিয়ে। মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড থেকে আলিম পাশ করলেও আরবি ভাষায় পর্যাপ্ত দক্ষতা অর্জিত হয় না।

অন্যদিকে কওমি মাদরাসা থেকে দেশের মূলধারার ইসলামিক স্কলার তৈরি হয়। কওমি মাদরাসার শিক্ষা কার্যক্রম বাংলাদেশ সরকার দ্বারা স্বীকৃত নয়। ২০১৮ সালে আল-হাইয়াতুল উলইয়া লিল জামিয়াতিল কওমিয়া বাংলাদেশের অধীন কওমি মাদরাসার দাওরায়ে হাদিসের (তাকমিল) সনদকে মাস্টার্স ডিগ্রি (ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবি) সমমান স্বীকৃতি প্রদান করেছে বাংলাদেশ সরকার। এই সার্টিফিকেটকে কাগজে-কলমে স্বীকৃতি দিলেও দেশের মূলধারার চাকরি ক্ষেত্রে তাদের জড়িত হওয়ার সুযোগ নেই। অন্যদিকে এই সার্টিফিকেট বিদেশের

বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রহণযোগ্যতাও লাভ করেনি, দু-একটা ব্যতিক্রম ছাড়া।

বর্তমানে প্রায় ৩০ হাজারের মতো ছাত্র প্রতিবছর দাওরায়ে হাদিস ডিগ্রি অর্জন করছেন। বোর্ডের পরীক্ষাতেই অংশ নিচ্ছেন সাতাশ হাজারের মতো (https://islampratidin.com/start-the-dawra-e-hadith-exam/)। এর বাইরেও অন্তত দু-তিন হাজার ছাত্র দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করছেন এবং সংখ্যাটা দ্রুতই বাড়ছে, গত দশ বছরের পরিসংখ্যান দেখলেই এটা স্পষ্ট হবে। তাদের কতভাগ কর্মক্ষেত্রের সাথে যুক্ত হতে পারছেন, এটা নিশ্চিত করে বলা কঠিন; তবে এই সেক্টরে অনেকেই সর্বোচ্চ সনদ লাভ করার পরও যোগ্যতা অনুযায়ী জব সেক্টরে ঢুকতে পারছেন না।

বিদেশে উচ্চশিক্ষার্থে কওমি মাদরাসার শিক্ষার্থীদের অবস্থা এবং বাধাগুলো কী কী?

দাওরায়ে হাদিসের সনদকে মাস্টার্স ডিগ্রির সমমান দেওয়া হলেও আরবি সাহিত্য কিংবা ইসলামিক স্টাডিজ নিয়েও বিদেশে পড়তে যেতে পারছে না শিক্ষার্থীরা; তবে এই প্রতিকূল অবস্থাতেও প্রচণ্ড আগ্রহী কিছু শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশে পড়তে যাচ্ছেন। তারা নিজ উদ্যোগে বা স্কলারশিপের নানা উপায় অবলম্বন করে তুরস্ক, কাতার, মিসর, সৌদি আরব, ভারত, সাউথ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন। আলিয়া মাদরাসার শিক্ষার্থীদের এই বাধা না থাকার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পড়তে পারেন। তাই আলিয়া শিক্ষার্থীরা এই সুযোগ নিতে পারেন, বিশেষ করে আরবি ভাষার দক্ষতা বাড়ানোর মাধ্যমে।

প্রতিবছর কতজন উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশে যাচ্ছে এই পরিসংখ্যান জানা নেই। তবে মাওলানা মুহিউদ্দীন ফারুকী (যিনি কওমি মাদরাসা থেকে দাওরায়ে হাদিস পাস করে মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জনকারী এবং দেশে ফিরে এই বিষয়ে কাজ করছেন) এর মতে প্রতিবছর ১০০ জন শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার্থে মধ্যপ্রাচ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়তে যাচ্ছেন। কওমি ব্যাকগ্রাউন্ডের সিনিয়র স্কলারদের মতে—গত ২০ বছর ধরে দাওরায়ে হাদিস পাস করা শিক্ষার্থীদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে দেশ-বিদেশের বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া এবং গবেষণামুলক পড়ালেখার আগ্রহ ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দেশে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে কওমি শিক্ষার্থীদের বিদেশে উচ্চশিক্ষাকে উৎসাহিত করতে সরকারকে

এগিয়ে আসতে হবে এবং কওমি সনদকে যথাযথ মূল্যায়ন করা সময়ের দাবি।

বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে দ্বিপাক্ষিক শিক্ষা চুক্তি বা মুআদালার মাধ্যমে কোনো কওমি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যোগাযোগ স্থাপন করতে পারলে ছাত্ররা সরাসরি ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। দেশের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় ও মিশরের আল-আজহারের সাথে এই ধরনের দ্বিপাক্ষিক শিক্ষা চুক্তি করার ফলে সেই প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা এখন সরাসরি ভর্তি ও স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারে। এই ধরনের শিক্ষা চুক্তি যাতে আরো হয়, তার জন্য কওমি সিনিয়র নেতৃত্বের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

কওমি মাদরাসার শিক্ষার্থীরা যেভাবে বিদেশে জন্য প্রস্তুতি নিতে পারেন

উচ্চশিক্ষার্থে প্রস্তুতির দিক-নির্দেশনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সাক্ষাৎকারে (মুহিউদ্দিন ফারুকী ও ইফতেখার জামিল) উঠে এসেছে। মোদ্দাকথা, বিদেশে উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতির জন্য কয়েক বছর ধৈর্য ধরে প্রস্তুতি নিতে হবে। যেহেতু কওমি সনদ সরকারের অনুমোদিত নয়, কওমির পাশাপাশি মূলধারার সার্টিফিকেট (আলিয়া, জেনারেল বা ইংলিশ মিডিয়াম) অর্জনেও তাই মনোনিবেশ করতে হবে।

বিদেশে উচ্চশিক্ষার্থে স্কলারশিপ বা ভর্তির জন্য যে সমস্ত অত্যাবশ্যকীয় কাগজপত্র প্রস্তুত করতে হবে

১। আলিম বা এইচএসসি অথবা ইংলিশ মিডিয়াম (GED) সার্টিফিকেট ও মার্কশিট (শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক সত্যায়িত)।

২। আলিম বা উচ্চমাধ্যমিক অথবা সমমানের প্রশংসাপত্র।

৩। জন্মসনদ ও সক্রিয় পাসপোর্ট।

৪। প্রার্থীর ছবি (ছবি টুপি ও চশমা ছাড়া এবং ব্যাকগ্রাউন্ড সাদা হতে হবে)।

৫। মেডিকেল ফিটনেস সার্টিফিকেট (জেলা সিভিল সার্জন অফিস থেকে পাওয়া যায়)।

৬। দুজন ইসলামি ব্যক্তিত্বের চারিত্রিক সনদ (রিকমেন্ডেশন লেটার)।

৭। মোটিভেশন লেটার (কেন বিদেশে পড়তে চান)।

৮। অতিরিক্ত যোগ্যতার অন্যান্য সনদপত্র থাকলে (যেমন : হিফজ, আরবি ভাষায় দক্ষতার কোনো কোর্স, সমাজসেবামূলক কাগজ, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পুরস্কার, বিতর্ক ইত্যাদি)।

সাক্ষাৎকার—কওমি মাদরাসা থেকে বিদেশে উচ্চশিক্ষার অভিজ্ঞতা

সাক্ষাৎকার—মুহিউদ্দীন ফারুকী মদিনা বিশবিদ্যালয়ে স্কলারশিপ

মুহিউদ্দীন ফারুকী কওমি মাদরাসা থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি (দাওরায়ে হাদিস) অর্জন করার পর দীর্ঘ ১০ বছর মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা (অনার্স এবং মাস্টার্স) করেন। দেশে ফিরে আরবি ভাষা ও সাহিত্যে আত্মনিয়োগ করতে একটি সেন্টার (মারকাজুল-লুগাহ) গড়ে তুলেছেন। উচ্চতর গবেষণা করাও এই প্লাটফর্মের অন্যতম লক্ষ্য।—*লেখক*

মুহিউদ্দীন ফারুকী, বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য আপনি কীভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন?

ব্যক্তিগতভাবে আমি ছোটোবেলা থেকেই মদিনায় পড়তে আগ্রহী ছিলাম। অনেকটা পারিবারিকভাবেই এই আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে বলে আমার মনে পড়ে। আমার আব্বাজান (রহ.) বলতেন, তোমাকে অনেক বড় আলেম হতে হবে। বিদেশেও পড়াশোনা করতে হবে। মূলত উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আমার আব্বু-আম্মুই ছিলেন প্রধান অনুপ্রেরণা।

আপনি কীভাবে উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি হয়েছেন এবং স্কলারশিপ পেয়েছেন?

আমি কওমিতে পড়া শেষ করে আলিয়া থেকে দাখিল ও আলিম পরীক্ষা দিয়েছি। এরপর আলিমের সার্টিফিকেট দিয়ে মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করেছি। আবেদনের কিছুদিন পরই আলহামদুলিল্লাহ আমার স্কলারশিপের জন্য নাম চলে এসেছে। বর্তমানে যারা মদিনাসহ আরব বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করতে চায়, তাদের সরকারি সার্টিফিকেট থাকলে বিষয়টা সহজ। তা না হলে সরাসরি কওমি থেকে যাওয়ার বিষয়টা অনেকটাই ধোঁয়াশার মতো। নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না; তবে কওমি থেকে অনেকেই নিজ খরচে মিশরে উচ্চশিক্ষার জন্য যাচ্ছে। গত কয়েক মাসে আমাদের 'মারকাযুল-লুগাহ' এরই কয়েকজন ছাত্র মিশরে গিয়েছে।

| আপনার মতে বিদেশে মাদরাসা-পড়ুয়া কওমি ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ কেমন?

মাদরাসার শিক্ষার্থীরা অধিকাংশই আরব বিশ্বে এবং বিশেষত সৌদিআরব ও মিশরে যায়। সেখানে তাদের উচ্চশিক্ষার অনেক সুযোগ রয়েছে; তবে বিশ্বের অন্যান্য দেশে খুব কম ছাত্রই উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ যেতে পারে। প্রতিবছর কতজন বাইরে পড়তে যায়, সেই সংখ্যাটা বলা মুশকিল; তবে সবমিলে ১০০ এর মতো হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় মনে হচ্ছে, ভবিষ্যতের চিত্র আরো অনেক বিস্তৃত হবে। অর্থাৎ, ভবিষ্যতে কওমি মাদরাসার ছাত্রদের বিদেশে অধ্যয়নের সংখ্যা অনেক বাড়বে এবং সেটা আরব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বেশি হবে। প্রতিদিনই অনেক ছাত্রদেরকে আমরা পরামর্শ দিচ্ছি। কীভাবে আবেদন করবে, সে প্রক্রিয়াও বলে দিচ্ছি। প্রতিদিনের ফোন ও যোগাযোগে মনে হচ্ছে, কওমি ছাত্রদের বিদেশে উচ্চশিক্ষার সংখ্যা প্রতিবছর ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকবে ইনশা আল্লাহ।

| আপনার মতে বিদেশে উচ্চশিক্ষা বাস্তবে কোনো প্রভাব ফেলবে কি না?

বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে পারবে। এতে তার ক্যারিয়ার গঠনের সুযোগ বাড়বে। বিদেশের পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণের ফলে তাদের চিন্তা ও কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি পায়। তার চোখে পৃথিবী অন্য আঙ্গিকে উন্মোচিত হয়। যার ফলে তারা নিজেকে আবিষ্কার করতে পারে এবং আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। আমি মনে করি, ক্যারিয়ার গঠনের জন্য একজন ব্যক্তির কল্পনাশক্তিটাই প্রধান। এ ছাড়া ক্যারিয়ার নিয়ে সে অনেক গাইডলাইন ও কোর্স করার সুযোগ পায়, যা দেশে থাকাকালীন পায় না কিংবা এই ধরণের কোর্স থাকলেও সেগুলো থেকে শেখার আগ্রহ কাজ করে না, কিন্তু বিদেশে অন্যান্যদের দেখাদেখি কোর্সগুলোতে যুক্ত হয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করে।

সাক্ষাৎকার—ইফতেখার জামিল (স্টুডেন্ট, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া)

| ইফতেখার জামিল, আপনি বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য কীভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন?

অনুপ্রেরণার একটা বড় উৎস আমার পরিবার। আমার পরদাদা, দাদা, বাবা, নানা, মামারা বিদেশে পড়াশোনা করেছেন। আমার ভাইও মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। মূলত ইসলামি ঐতিহ্যে রিহলাহ বা জ্ঞানার্জনে বিদেশ

ভ্রমণকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়, আমাদের পারিবারিক সংস্কৃতিও এই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা। পাশাপাশি বিশ্বায়নকেও অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে দেখা যেতে পারে। অনলাইনের মাধ্যমে আমরা এখন বৈশ্বিক সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হচ্ছি, জাতীয় গণ্ডি থেকে আন্তর্জাতিক পরিসরে যেতে প্রণোদিত হচ্ছি।

কওমি মাদরাসায় পড়াশোনা করেও কীভাবে উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি এবং স্কলারশিপ পেয়েছেন?

অনলাইনের সূত্রে বিদেশে অধ্যয়নরত বেশকিছু বাংলাদেশি ছাত্রের সাথে আমার যোগাযোগ ছিল। মূলত তাদের পরামর্শে আমি নিজেকে প্রস্তুত করি। যেহেতু কওমি মাদরাসার সার্টিফিকেট বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্বীকৃত নয়, তাই আমি জিইডি (GED) ও স্যাট (SAT) পরীক্ষা সম্পন্ন করি, শেষের দিকে (IELTS)-ও দিই। এখানে আমার দেড় বছরের মতো সময় লাগে। স্বাভাবিক নিয়মে আবেদন করি, পরিচিত ভাইরা অফিসে যোগাযোগ করে ভর্তি নিশ্চিত করেন। প্রথম সেমিস্টারে আমার সিজিপিএ ফোর ছিল, সিনিয়র ভাইদের পরামর্শে আমি স্কলারশিপ কমিটির কাছে মেইল করি। মেইলে আমার টোটাল জার্নি, দক্ষতা, দুটি প্রবন্ধ যুক্ত করে দিই। কমিটি আমাকে স্কলারশিপ দিতে সম্মত হয়।

বিদেশে মাদরাসা পড়ুয়া ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ কেমন? ভবিষ্যৎ চিত্র কেমন হতে পারে?

কেউ যদি বিদেশে পড়তে চায়, তবে অন্তত চার-পাঁচ বছর আগে থেকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তাহলে মাদরাসায় পড়াশোনা সম্পন্ন করেই বিদেশে যাওয়া যাবে। ভারত-পাকিস্তানে কওমি মাদরাসা ধারায় প্রতিষ্ঠিত অনেক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে যাওয়া যেতে পারে; তবে সেক্ষেত্রে ভিসা পাওয়াটা একটু কঠিন, পাশাপাশি পাকিস্তানে গেলে পরবর্তী সময়ে ইউরোপে যেতে সমস্যা হতে পারে। এখন প্রতিবছর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে কওমি মাদরাসার প্রচুর ছাত্র পড়তে যাচ্ছে। কোনো কোনো মাদরাসা আনুষ্ঠানিকভাবে আল-আজহারের সাথে চুক্তিও সম্পন্ন করেছে, তাতে আরো দ্রুত ও সহজে ভর্তি-কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাচ্ছে। এর বাইরের দেশগুলোতে যেতে হলে আলিয়া বা জেনারেল সার্টিফিকেট লাগবে। এখন আলিয়া বা জেনারেল সার্টিফিকেট অর্জন করাও বেশ সহজ হয়ে গেছে। কেউ চাইলে

সরাসরি এসএসসিতে ভর্তি হতে পারছে। মোটকথা, চার-পাঁচ বছর আগে থেকে প্রস্তুতি নিলে খুব সহজেই যেকোনো দেশে যাওয়া সম্ভব। আলিয়া-জেনারেলে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের থেকে তুলনায় কওমি মাদরাসার ছাত্রদের একটু আগে থেকেই পরিকল্পনা-যোগাযোগ-প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। এতটুকুই পার্থক্য। এখন আনুমানিক কোন দেশে কতজন ছাত্র পড়তে যাচ্ছে, সে বিষয়ে কোনো পরিসংখ্যান নেই। আনুমানিকভাবে সংখ্যা বলাটাও বেশ কঠিন। আশা করা যায়, আগামী দিনগুলোতে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি সৌদি-মালয়েশিয়ায় মাদরাসা ছাত্রদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষার ডিগ্রি ক্যারিয়ার গঠনে কীভাবে প্রভাব ফেলবে?

যোগাযোগ-অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশের মাদরাসাগুলো মূলধারা থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন, তারা রাষ্ট্রের সাথে সরাসরি জড়িত নয়। এর যেমন অনেক সুবিধা আছে, তেমনি অসুবিধাও আছে। বিদেশে পড়াশোনায় এসব সীমাবদ্ধতার অবসান ঘটতে পারে। পাশাপাশি রিহলাহ বা আন্তর্জাতিক পড়াশোনা ইসলামি ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কওমি মাদরাসায় গবেষণার সুযোগ অনেক সীমিত, বিদেশে গেলে গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রও বিস্তৃত হবে। 'আধুনিক' ক্যারিয়ার গঠনের কিছু ব্যাবহারিক দিক আছে, কওমি মাদরাসা মূলধারায় না থাকায় এসব অভিজ্ঞতায় কমতি দেখা দেয়।

অন্যদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ তৈরিতে আপনি কি আগ্রহী?

আমি যেহেতু অন্যদের সাহায্যে বিদেশে পড়তে পারছি, তাই আমি নিজেও জুনিয়রদের সাহায্য করতে আগ্রহী। আমরা অনলাইন কর্মশালা করার উদ্যোগ নিচ্ছি, ইনশা আল্লাহ।

কওমি মাদরাসার ছাত্ররা যেখানে এগিয়ে

কওমি সর্বোচ্চ সনদ (দাওরায়ে হাদিস) সাধারণত ১৮-২০ বছর বয়সের মধ্যে অর্জিত হয়। এই শিক্ষাজীবনে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা এবং নিজের কাজ নিজে করার মাধ্যমে ছাত্ররা তুলনামূলকভাবে অল্প বয়সেই ম্যাচুরিটি (জীবন সম্পর্কে পরিপক্কতা) লাভ করে, যা সচরাচর সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে

দেখা যায় না। তাই দাওরায়ে হাদিস পাশ করে বিদেশে উচ্চশিক্ষার্থে পাড়ি জমালে তাদের অল্প সময়ে অনেক দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। সব শিক্ষাধারার শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ নেওয়া উচিত। কেননা এতে মানসিক বিকাশ এবং আত্মবিশ্বাসগত পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজেরও পজিটিভ পরিবর্তন হবে। দ্বিধা কাটিয়ে চেষ্টা করা উচিত।

প্রবাসের বাধাগুলো এবং সেগুলো কীভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব?

নিজের অভিজ্ঞতায় বিদেশ-বিভুঁইয়ে খাপ খাওয়ানো

২০০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিংগাপুরে পিএইচডির উদ্দেশে বিমানে চড়েই প্রচণ্ড খারাপ লাগা শুরু হলো। পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্নীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব—সবাইকে রেখে যাওয়ার অনুভূতিটা পুরো অন্যরকম, যা দেশে থাকতে বোঝা যায় না। ছোটবেলা থেকে নিয়মিত সালাত আদায় অভ্যাসের অংশ ছিল। বিমানে মনে হলো, কীভাবে সালাত আদায় করবো, পর্যাপ্ত পানিও নেই, যদিও বিমান ভ্রমণের আগে এ বিষয়গুলো চিন্তা করেই প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। সালাত আদায় করার সময় কিবলার ইস্যুটিও বিবেচনায় ছিল। এরপর সাময়িক অস্বস্তি। দেশের ইমিগ্রেশন চেকপয়েন্ট অতিক্রম করাটাও একটা বড় বাধা মনে হলো। সহযোগিতার পরিবর্তে জেরা করার মনোভাব। ভাবখানা এমন, বিদেশ পড়তে যাওয়াটাই অন্যায়। অবশেষে সিংগাপুরের চাংগি এয়ারপোর্টে নেমে মনে হলো—কুয়া থেকে নদীতে এসে পড়লাম। এয়ারপোর্টের দিক-নির্দেশনা অনুসরণ করে ইমিগ্রেশন পার হতে বেগ পেতে হলো না।

ম্যাপ অনুসরণ করে পরদিন ক্যাম্পাসে গেলাম। এটা আমার জন্য সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা ছিল। মজার ব্যাপার হচ্ছে—উন্নতদেশে এত চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা করে সিস্টেম তৈরি করা হয় যে, আপনি দিব্যি গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবেন। হারিয়ে গেলেও সমস্যা নেই। লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলে রাস্তা দেখিয়ে দেবে। ল্যাবে ঢুকেই অন্য এক জগত আবিষ্কার করলাম, সবকিছু গোছানো, পরিছন্ন। সুপারভাইজার

(তাইওয়ানিজ চাইনিজ) সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। দুপুরে কী খাবো, খাবার হালাল কি না এসব নিয়ে চিন্তা কাজ করে। আসার আগে এসব বিষয় নিয়ে হোমওয়ার্ক করে এসেছিলাম। এরপরও অন্যধরনের অনুভূতি, খাপ-খাওয়ানোর ব্যাপার থাকে। ল্যাবের দ্বিতীয় দিনে ল্যাব মিটিং ছিল, শুক্রবারের যে সময়টাতে জুমআর সালাত। বুঝতে পারছিলাম না, কী করবো। অন্যরা যদি কিছু মনে করে—এই চিন্তা জেঁকে বসলো। সেসময় কেন জানি চোখ ভিজে গেলো। জুমআয় শরিক হতে পারলাম না। পরে অন্যদের সাথে আলাপ করে জানতে পারলাম, সুপারভাইজার একজনের ধর্মীয় স্বাধীনতায় কোনো বাধা দিতে পারেন না। বর্তমান বিশ্বে এটা খুবই সংবেদনশীল ইস্যু। সুপারভাইজারকে জুমআর সময় ল্যাব মিটিং এর ইস্যুটি খোলাখুলি বলার পর তিনি মিটিংয়ের সময়সূচি পরিবর্তন করে দিলেন। যত দিন সিঙ্গাপুরে ছিলাম (১০ বছরের বেশি), তত দিন এটা আর ইস্যু হয়নি।

গবেষণা ও চাকরির সুবাদে গত ২০ বছরে অস্ট্রেলিয়া, চীন, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন, মালয়েশিয়ায় সময় কাটিয়েছি। আল্লাহ হজও করার তাওফিক দিয়েছেন, যেটা বড় একটা অভিজ্ঞতা। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের পরিবেশ, কৃষ্টি-কালচার। আগের তুলনায় বিশ্ব অনেক পরিবর্তন হয়েছে, প্রত্যেক দেশে মুসলিমদের কমিউনিটি গড়ে উঠেছে। বিদেশ ভ্রমণের আগে এসব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে চেকলিস্ট বানালে নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়ানো সহজ হবে।

আমরা যখন বিদেশে গেছি, তখন বয়স ছিল প্রায় ৩০ এর কোঠায়। এসএসসি পাস করে ঢাকা কলেজের হোস্টেলে থেকেছি। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজিতে ভর্তি হয়ে ফজলুল হক মুসলিম হলে থেকেছি। অর্থাৎ, ছোটবেলা থেকে ঘরছাড়া বলা যায়। নিজের কাজ নিজেরই করতে হতো। অসুখ হলেও একা একা থাকতে হতো। দেখা গেছে, জ্বরের ঘোরে বাথরুমে গিয়ে টেপের নিচে মাথা রেখে নিজেই নিজের মাথায় পানি দিতাম। পাশ করে চাকরিও করেছি এক বছর। এত অভিজ্ঞতার পরও বিদেশে গিয়ে শুরুতে অনেক খাপ-খাওয়াতে হয়েছে। ইদানীং একটা বিষয় দেখা যাচ্ছে, এ-লেভেল বা এইচএসসি পাস করার পর সন্তানকে বিদেশে ব্যাচেলর করতে পাঠাচ্ছেন পিতা-মাতারা। যে সন্তানকে এত আদরে মানুষ করেছেন, নিজের কাপড় ধুতে দেননি, বাজার করতে দেননি, বাইরে বা স্কুলে পাঠাতেও আরেকজন সাথে থাকে; সেই সন্তানের জন্য এত অল্প বয়সে বিদেশের নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়ানো বেশ দুরূহ ব্যাপার। অনেককে আবার পড়াশোনার খরচ চালাতে পার্ট-টাইম জবও করতে হয়। এই বয়সে এত

কিছুর চাপ সামলানো অনেক কষ্টসাধ্য। পিতা-মাতাদের প্রতি পরামর্শ হচ্ছে—দেশে আন্ডারগ্রাজুয়েশন শেষ করে বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠালে সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য ভালো হবে, অন্যদিকে পড়াশোনা বাবদ আপনার এক থেকে দুই কোটি টাকাও বেঁচে যাবে।

প্রবাসে বসবাসের বাধাগুলো এবং সম্ভাব্য সমাধান

খাবার

খাবার হালাল কি না—যারা মুসলিম এবং ধর্ম পালনে নিষ্ঠাবান এবং বিশেষত মুসলিম অধ্যুষিত দেশ থেকে পড়তে যান, তাদের জন্য শুরুতে এই বিষয়টা খুব পীড়াদায়ক মনে হবে। বিমানে উঠেই এই সমস্যা প্রথমে মোকাবেলা করতে হবে। যারা ধর্মকর্ম পালন করেন না, তাদের জন্য বিদেশ স্বর্গরাজ্য বলে মনে হবে। কেননা হরেক রকমের, ভিন্ন স্বাদের, ভিন্ন কালচারের খাবার। এই কারণে সচরাচর দেখা যায়, অনেক বাঙালি বিমানে উঠেই মদ অর্ডার করতে থাকে, খেয়ে খেয়ে কেউ কেউ তো মাতালের পর্যায়েও চলে যায়। জীবনে হয়তো মদ পান করার সুযোগ তেমন পাননি, কিন্তু ফ্রি মদ দেখে হুঁশই থাকে না কারো কারোর। অন্যদিকে স্বাদের ভিন্নতার কারণে হালাল খাবারেও প্রথমদিকে জীবন তামাতামা মনে হতে পারে। যেমন : মালয়েশিয়ায় বা মালে খাবারের প্রায় সব আইটেমে চিনিযুক্ত করা হয়, যা আমাদের ঝালপ্রিয় বাঙালির খেতে বিস্বাদ মনে হবে। চীনে, জাপানে কাঁচা মাছ, গোশতের আইটেম দেখে নাক সিটকানো আসতে পারে। ৩০-৪০ বছর আগে বিদেশের মাটিতে হালাল খাবার জোগাড় করা অনেক কঠিন ছিল। এখন সেই সমস্যা আর নেই, যদি আপনি সঠিক তথ্য পান। অনলাইনে এই বিষয়ে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তা ছাড়া মসজিদভিত্তিক মুসলিম কমিউনিটির সাথে নিয়মিত ওঠাবসা করলে বিদেশে বসবাস অনেক ক্ষেত্রে দেশের চেয়েও সহজ মনে হবে। আশেপাশে মসজিদ না থাকলে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম এসোসিয়েশন নামক প্লাটফর্ম থাকে। সেখানেও অনেক সাপোর্ট পাওয়া যায়। বিশ্বের প্রায় সব দেশে বাংলাদেশি মাছ-খাবার পাওয়া যায়।

ভাষা

প্রবাসে যারা পড়তে যান, তাদের ইংরেজিতে যোগাযোগ করতে তেমন কোনো

সমস্যা হয় না। শুরুর দিকে অনর্গল ইংরেজিতে বলতে না পারলেও আস্তে আস্তে তা রপ্ত হয়ে যায়। নন-ইংলিশ স্পিকিং দেশে (চায়না, জাপান, কোরিয়া, ইউরোপ) যোগাযোগে কিছুটা গ্যাপ তৈরি হতে পারে, কিন্তু তাতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। এজন্য কিছু কিছু দেশে ভাষার ওপর কোর্স করতে হয়। বিদেশে পড়তে গেলে আপনার চিন্তা-ভাবনা বিকাশে এবং ক্যারিয়ার গঠনের ক্ষেত্রে নতুন ভাষা সম্পর্কে জানাটা একটা বড় প্রাপ্তি হতে পারে। উন্নত দেশগুলোর লোকাল ভাষা শিখে নিতে পারলে ডিগ্রি শেষে জব এবং সিটিজেনশিপ বা অভিবাসন সহজ হয়। বাংলাদেশিরা সচরাচর বিদেশের পরিবেশে সহজে খাপ খাওয়াতে পারে কিছুটা বাধ্য হয়েই। কেননা দেশে তাদের তেমন সুযোগ নেই, মূল্যায়নও করা হবে না। তাই নিজের বাঁচার তাগিদেই সবকিছু রপ্ত করতে হয় বাংলাদেশিদের। সিংগাপুরে দেখেছি, অনেক শ্রমিক ভাই ইংরেজির অত্যন্ত সীমিত শব্দ ভান্ডার দিয়ে অন্য ভাষাভাষীদের সাথে প্রেম অবধি চালিয়ে যান!

ধর্মকর্ম

পরিবর্তিত বিশ্বের ধর্মকর্ম বিষয়টি নিয়ে প্রথম পরিচ্ছেদে তথ্যগত বিশদ আলোচনা করেছি। এই পরিচ্ছেদে নিজের অভিজ্ঞতার পাশাপাশি কয়েকটা কেইস স্টাডি যোগ করেছি। বিশ্বব্যাপী মুসলিম কমিউনিটি গড়ে উঠলেও আমাদের দেশের মতো ঈদ, রামাদানের সময়কার ইসলামিক আবহ দেখা যায় না। হয়তো দেখা যাবে ঈদের দিনও ল্যাবে কাজ করা হচ্ছে, যদিও এটাতে কেউ বাধ্য করবে না হিউম্যান রাইটস ইস্যুতে। দেশের মতো সব জায়গায় মসজিদও পাওয়া যায় না। ইউরোপে কোনো কোনো সিটিতে পর্যাপ্ত মসজিদ রয়েছে। এজন্য কোথাও যাওয়ার আগে একটু প্রস্তুতি নিয়ে বের হতে হবে। অন্যভাবে চিন্তা করলে এতে আপনার মুসলিম পরিচয় বরং বারবার ঝালাই হবে। বাংলাদেশে আমরা বেশিরভাগ শুধু নামে মুসলিম, আমার কর্মে তা ফুটে ওঠে না সামাজিকভাবে তো না-ই। দেশে বাহ্যিকভাবে মুসলিম পোশাক পরিধান করলে জবের ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হতে পারেন, বিশেষ করে করপোরেট প্রতিষ্ঠানে। নিজে ভুক্তভোগী ছিলাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে দেশের সুনামধন্য একটা প্রতিষ্ঠানে জব করার সময়। এমন অহরহ ঘটনা ঘটছে দেশে। বিদেশে পোশাক-পরিচ্ছদ অনায়াসে পরা যায়। অনেক ক্ষেত্রে এতে কেউ কেউ খুব সম্মানও করেন এই সেন্সে যে, এর মাধ্যমে একটা দেশের কালচার পালন হচ্ছে।

বাঙালি জড়তা

বাংলাদেশি ছাত্র-ছাত্রী বিদেশের মাটিতে যোগাযোগের ক্ষেত্রে একধরনের জড়তা অনুভব করে। এটা আমারও হয়েছে। লোকে কী বলবে তা নিয়ে বেশি চিন্তিত। প্রসঙ্গত, বিশ্ববিদ্যালয় লেভেলের কোনো ছাত্রকে বড় ছাতা বহন করতে বিশেষ ধরনের লজ্জা পেতে দেখি। সিনেমা, নাটকের মাধ্যমে এই কালচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। লম্বা ছাতা বহন করাকে বিয়ের ঘটক, দরিদ্র শ্রেণির মানুষের সাথে মিলিয়ে ফেলার কালচার রয়েছে। দেখা যায়, যেই সমস্যার সমাধান আছে, সেটা সমাধানে আমরা বাঙালিরা বিদেশের পরিবেশে গড়িমসি করি। শুধু এই কারণে বাংলাদেশে ঘরে ঘরে মানসিক সমস্যার বিস্তার লাভ করছে। তা ছাড়া স্কুলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, পরিবারে আমরা 'ভয়' নামক কালচারে বড় হয়েছি। ভয়-পাওয়া মানসিকতার কারণে ল্যাবে নতুন কোনো মেশিন বা সফটওয়্যার ব্যবহার করতে অহেতুক মানসিক ধকল যায় অনেকের। ল্যাবমেট ও সুপারভাইজারের সাথে জড়তা কাটিয়ে ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। ল্যাবের কলিগরা মিলে বারবিকিউ, একসাথে দল বেঁধে খেতে যাওয়ার কালচার বিদেশে আছে। এজন্য শুরুতে নিজের মুসলিম পরিচয় আত্মবিশ্বাসের সাথে জানালে অনেক মানসিক সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে, অন্যরা শ্রদ্ধাও করবে।

দেশভিত্তিক শিষ্টাচার বা রীতিনীতি

আমাদের মতো ছোটো দেশে এলাকাভিত্তিক খাবার, কথা বলা, মশকরা বা ফান করার বিভিন্ন রীতি রয়েছে। তাই নতুন দেশে এরকম ব্যাপার হওয়াটা স্বাভাবিক। যেমন : আমেরিকানরা খুব হাই, হ্যালো, নাইস মিটিং ইউ, থ্যাংক ইউ, লিফট বা অফিসে দরজা খুলে আপনাকে আগে বের হতে দেওয়ার মাধ্যমে সম্মান করে—এগুলো জানতে হবে এবং সে অনুযায়ী অভিযোজন করতে হবে। অন্যদিকে ইউরোপের মানুষগুলোকে খুব গম্ভীর প্রকৃতির মনে হলেও বাস্তবে তা নয়। ইউরোপের মধ্যেও অনেক পার্থক্য। হল্যান্ডে রেল ভ্রমণে নতুন কাউকে দেখে পাশের জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে দেখেছি, কিন্তু সুইডেনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাশাপাশি থাকলেও কোনো কথা বলতে দেখিনি। অস্ট্রেলিয়ায় কোনো কোনো ট্রেনের বগি রয়েছে, যেখানে ফোনে কথা বলাটাও বারণ! তাই যে দেশে যাচ্ছেন, সেই দেশের রীতি-নীতি, অভিবাদন জানার চেষ্টা করুন। এই বিষয়গুলো নিয়ে অনলাইনে, ইউটিউবে অনেক ভিডিও ডকুমেন্টারি পাওয়া যায়।

উন্নতমানের পড়াশোনার সিস্টেমের সাথে খাপ-খাওয়ানো

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, বিদেশের পড়াশোনার মান অনেক উন্নত। তাই হেসে-খেলে আনন্দ করে পাশ করবেন এবং ডিগ্রি পাবেন, তা মাথা থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে। দেশে ফাঁকিবাজি (অন্যেরটা নকল বা কপিপেস্ট) করে অ্যাসাইনমেন্ট করেছেন, বিদেশে গিয়ে চেষ্টা করলে নিশ্চিতভাবে ধরা খেয়ে যাবেন। প্ল্যাজিয়ারিজম সফটওয়্যার ব্যবহার তাদের দেশের পড়াশোনার সিস্টেমের অংশ। তাই কপি-পেস্ট করলেন কি না তা ধরা পড়ে যাবে। আর নকল করার তো প্রশ্ন-ই ওঠে না। যদি কেউ নকল করে ধরা পড়ে, তার ছাত্রত্ব বাতিল হয়ে যাবে। উন্নত দেশে এথিক্স বা নীতি-নৈতিকতা বিরাট বিষয়। কেউ ইচ্ছে করে ভঙ্গ করার পর ধরা পড়লে তার ক্যারিয়ার গঠন ব্যাহত হতে পারে। দেশ থেকে এত কষ্ট করে পড়তে যাচ্ছেন, তাই ভালোমতো পড়াশোনা শেষ করা প্রধান ও একমাত্র টার্গেট হওয়া উচিত।

ড. এনায়েতুর রহীমের কানাডা-আমেরিকায় ২০ বছর বসবাসের অভিজ্ঞতা[১]

আমি ধরে নিচ্ছি যিনি আমেরিকায় পড়াশোনা করতে আসছেন, তিনি গ্রাজুয়েট লেভেলে। অর্থাৎ, আমেরিকাতে মাস্টার্স কিংবা পিএইচডি প্রোগ্রামে আসছেন। আমেরিকা অন্যান্য উন্নত দেশের মতোই খুবই স্বাধীন এবং খোলামেলা একটি দেশ। স্বাধীন অর্থ আমরা বুঝতে পারি, কিন্তু খোলামেলা বলতে আমরা অনেক সময় বুঝি না, কী বোঝানো হয়। খোলামেলা এই অর্থে যে, মানুষ তার ইচ্ছামতো ভাব প্রকাশ করতে পারে এবং মত প্রকাশ করতে পারে এবং তার যা করতে ভালো লাগে, সেটা করতে পারে। একটা উদাহরণ দিই। এই স্বাধীনতা বা এই খোলামেলা মানে এই নয় যে, একজন সমুদ্র-সৈকতে যেরকম স্বল্পপোশাকে যায়, সেরকম পোশাক পরে শপিংমলে যেতে পারবে। সেটা তারা পারবে না। এখানকার অনেক শপিং মলের প্রবেশ দরজায় লেখা থাকে, টি-শার্ট পরা থাকতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে লেখা থাকে, খালি পায়ে আসা যাবে না। এতে বোঝা যাচ্ছে, খোলামেলা বলতে বাংলাদেশ থেকে আমেরিকা সম্পর্কে অনেকের যেমন ধারণা, ব্যাপারটা

---

[১] প্রেক্ষাপট অনুধাবন করতে ড. রহীম সম্পর্কে কয়েকটি কথা। কানাডায় মাস্টার্স এবং পিএইচডি করে আমেরিকার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। বর্তমানে হেলথ ইন্ডাস্ট্রিতে ডাটা সায়েন্টিস্ট হিসেবে কাজ করছেন। তিনি ও তার পরিবার বেশভূষায় ইসলাম পালন করেন।—*লেখক*

আসলে সেরকম নয়। এখানেও যত্রতত্র যেরকম খুশি সেরকম করে রাস্তায় বের হওয়া যায় না। পাবলিক ইনডিসেনসি ও ন্যুডিটি এখানেও অপরাধ। হ্যাঁ, এখানে যারা উলঙ্গাপনা করতে চায়, তাদের সেসব করার আলাদা জায়গা রয়েছে। এই জিনিসগুলো পাবলিক প্লেসে রাস্তাঘাটে করা যায় না।

আরেকটা উদাহরণ দিই—এসব দেশে অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় খুবই সাধারণ একটি বিষয়। তার মানে এই নয় যে, তারা রাস্তাঘাটে বসে অ্যালকোহল খাচ্ছে বা খেতে পারে। বাস্তবতা হচ্ছে—অ্যালকোহলের খোলা বোতল নিয়ে আপনি রাস্তায় বের হতে পারবেন না। এমনকি আপনার গাড়ির মধ্যেও খোলা বোতল নিয়ে আপনি ঘুরতে পারবেন না। পুলিশ পাবলিক নুইসেন্স সৃষ্টি করার কিংবা সম্ভাব্য মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালানোর অপরাধে ধরে নিয়ে যাবে।

বাংলাদেশের অনেকের ধারণা, আমেরিকা ফ্রি সেক্সের দেশ। ব্যাপারটা খুবই ভুল। এরা প্রগ্রেসিভ কান্ট্রি, কিন্তু এখানকার সমাজে অনেক মানুষ আছে যারা খুবই রক্ষণশীল। এটা একটা ফ্রি সোসাইটি; কিন্তু ফ্রি সেক্সের দেশ নয়। সেক্স একটা পার্টনারশিপ। এখানে সেক্স এর জন্য বিয়ে কোনো শর্ত নয়। আমাদের ধর্মীয় অনুশাসনের সাথে তুলনা করলে এটা অগ্রহণযোগ্য ও অদ্ভুত মনে হবে; কিন্তু আপনি চাইলে আপনার অনুশাসন মেনে চলতে পারবেন—এতে কেউ বাধা দেবে না। ফ্রি সোসাইটি মানে হলো—কেউ কারো বিষয়ে নাক গলায় না। আমার বাসায় কে আসলো কে গেলো, আপনি কার সাথে থাকছেন—সেটা নিয়ে কারো মাথাব্যাথা নেই। মানে সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যে ব্যাপারগুলো আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত, এই ব্যাপারগুলো এখানে রিলাক্সড। তার মানে আবার এই নয় যে, সামাজিক মূল্যবোধ বা ভ্যালুজ আমেরিকায় একেবারে অনুপস্থিত। আমাদের নেইবারহুড-সহ জানাশোনার মধ্যেই বহু আমেরিকান পরিবার আছে, যাদের ভ্যালুজ আমাদের টিপিকাল মুসলিম ভ্যালুজের মতোই। এরাও পরিবারবদ্ধ হয়ে থাকতে পছন্দ করে, ডিনার টেবিলে একসাথে বসে খাওয়া পছন্দ করে। এমনকি বহু আমেরিকান পরিবার আছে; আমরাই চিনি, যাদের তিন-চারটা করে বাচ্চা আছে। বাংলাদেশের কয়টা পরিবারে এখন চারটা করে বাচ্চা থাকে?

যেই চিত্রটা তুলে ধরলাম, এটা হলো এক ধরনের আমেরিকানদের। আমেরিকানদের আরেকটা অংশ আছে, যাদের অবস্থা এরকম নয়। কে কার বাচ্চার বাবা—এরকম বিষয় নিয়ে টিভির অনেক প্রোগ্রাম আছে, যেগুলো আমরা প্রথম প্রথম এসে দেখে

এই সমাজ সম্পর্কে একটা নেতিবাচক ধারণা পেয়েছিলাম। পরে আমার এক কানাডিয়ান ফ্রেন্ড বলেছিল, ওইগুলো দেখে সমাজের আসল অবস্থা অনুমান করা ঠিক হবে না। একজন আমেরিকান প্রতিবেশি আমাদের গ্রামদেশে প্রতিবেশির সাথে যেরকম সম্পর্ক থাকে, সেই রকম সম্পর্ক বজায় রাখে। ঢাকা শহরের পাশের ফ্ল্যাটে কে থাকে, এই খবরও আমরা জানি না। এই উদাহরণ দিয়ে কি পুরো বাংলাদেশ সম্পর্কে আমরা কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারি?

এবার আসি গ্রাজুয়েট লেভেলে বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ থেকে পড়তে এসেছে এমন শিক্ষার্থীরা কীভাবে এই সমাজের সাথে অ্যাডাপ্ট করবে সেই বিষয়ে।

প্রথমত, আইডেন্টিটি ক্রাইসিস

বাংলাদেশ থেকে যারা আসে, তাদের অধিকাংশই দেশে ধর্ম-কর্মে খুব একটা নিয়মিত থাকে না বলে অনুমান করি। আইডেন্টিটি ক্রাইসিসে পড়ে এরাই। আইডেন্টিটি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রত্যেক মানুষের জন্যই। বিদেশে আসলে এই ব্যাপারটা আরো ভালো করে বোঝা যায়।

এখানে কেউ তার ধর্মীয় আইডেন্টিটি নিয়েই পরিচিত হতে চায়, আর কেউ ধর্মীয় আইডেন্টিটা বাদ দিয়ে। এখানে কে কোন আইডেন্টিটি নিয়ে বড় হবে, সেটা সম্পূর্ণ তার নিজস্ব ব্যাপার। সমাজ সেটা বেঁধে দেয় না। মোটাদাগে আপনি পুরো ধার্মিক হলেও কেউ কিছু বলবে না আবার পুরো অধার্মিক হলেও কেউ কিছু বলবে না। দেখেছি, বাংলাদেশ থেকে যারা কখনোই ধর্মীয় চর্চা করতো না, তারা আমেরিকায় এসে ধর্ম-কর্ম পুরোপুরি পালন করা শুরু করে। এর বিপরীত চিত্রও কিন্তু আছে।

কী করা উচিত

একজন গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টের প্রথমেই তার সুপারভাইজারের সাথে ভালো একটা সম্পর্ক স্থাপন করা প্রয়োজন। কেননা একজন গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টের সুপারভাইজার হলো বিদেশে তার প্রথম অভিভাবক। তার সাথে সব কিছু খোলা মনে প্রকাশ করতে হবে। মানে ধরুন, আপনি বাজার করতে যাবেন, কিন্তু আপনার গাড়ি নাই বা অন্য কোনো সহায়তা পাচ্ছেন না, সেক্ষেত্রে সুপারভাইজারকে বললে হয় সে নিজে এসে আপনাকে হেল্প করবে অথবা আপনাকে একটা উপায় বাতলে দেবে।

যেকোনো সমস্যা বা পরামর্শের জন্য তার শরণাপন্ন হওয়া যায়। বাংলাদেশিদের মধ্যে—লোকে কী ভাববে—এই ধরনের ভাবনা বেশি কাজ করে। এভাবে তারা নিজেরাই কমিউনিকেশন গ্যাপ তৈরি করে এবং এই গ্যাপের মধ্যে নিজেরাই ডুবে মরে, শেষমেশ মূল যে উদ্দেশ্যে বিদেশে এসেছে, সেই উদ্দেশ্য অর্জনে নিজেরাই নিজেদের বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

এই পরিস্থিতিতে যাতে না পড়তে হয়, এজন্য আপনাকে খোলা মনে সুপারভাইজারকে সব কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে। এমনকি এদের সামাজিক ভ্যালুজ সম্পর্কে যদি আপনার কোনো প্রশ্ন থাকে, সেটাও সুন্দর করে জিজ্ঞেস করবেন; কিন্তু কোনো কিছু নিয়েই নেগেটিভ কৌতূহল না দেখানো ভালো। আপনার অ্যাটিটিউড হবে আপনি জানতে চাইছেন তেমন। আর এদের ওপরে কোনো কিছু চাপিয়ে দেবেন না। আপনার কাছ থেকে জানতে চাইলে সুন্দর করে বুঝিয়ে দেবেন। তাদেরকে অপশন দেবেন চিন্তা করার। কার সংস্কৃতি কত সুপেরিয়র, এসব আলোচনায় কখনো নিজেকে জাহির করবেন না। ওরা হয়তো আপনাকে মুখের ওপর কিছু বলবে না বা আপনার সাথে তর্ক করে জিততে চাইবে না, কিন্তু এই বিষয়টা পছন্দও করবে না। এরা যখন কোনো কিছু পছন্দ না করে, তখন সে বিষয় নিয়ে আর বেশি একটা কথা বলে না।

ইন্টারনেটের প্রসারের কারণে আমেরিকান সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে যেমন আমাদের জানার সুযোগ হয়েছে, তেমনিভাবে আমেরিকানরাও চাইলে বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পারে।

তাই আমি যখন আমার সুপারভাইজারের সাথে গাড়িতে বসে বিশাল সবুজ ফসলের ক্ষেতের পাশ দিয়ে ড্রাইভ করে যেতে যেতে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলাম, তখন উনি বলছিলেন, তুমি নিশ্চয় অবাক হচ্ছো এত বড় বড় ফসলের ক্ষেত দেখে, কারণ তোমাদের ওখানে ফসলের ক্ষেতগুলো তো অনেক ছোটো ছোটো। আমি খানিকটা অবাক হলেও বিস্মিত হইনি। কারণ যে কারো পক্ষেই যেকোনো দেশ সম্পর্কে জানা এখন আর ততটা কঠিন নয়।

যাহোক আগের কথায় ফিরে আসি। সুপারভাইজারের পরে আমি বলবো, যদি স্থানীয় কোনো বাংলাদেশি সিনিয়র বড় ভাই বা পরিবার আপনাকে সহায়তা করতে চায়, তাদের সহায়তা নেবেন। একজন ভিনদেশি যতটা খোলা মনে আপনাকে হেল্প

করতে আসবে, দেশিরা অনেক ক্ষেত্রে তার অন্যরকম। আমাদের মধ্যে অনেক জাজমেন্ট কাজ করে। ভালো হয় মসজিদে গিয়ে কারো সাথে সম্পর্ক করা। সেখানে একটা কমন গ্রাউন্ড থাকে।

মসজিদভিত্তিক সাহায্য পাওয়ার মাধ্যমটাকে আমার কাছে সবচাইতে ভালো মনে হয়েছে। প্রবাসে কমিউনিটির সাথে ইন্টিগ্রেট করার জন্য মসজিদ থেকে শুরু করে কাউকে খুঁজে বের করে তার মাধ্যমে সমমনাদের সাথে পরিচিত হওয়া যেতে পারে। এটা সম্ভব হয় মসজিদে নিয়মিত যাতায়াত করার মাধ্যমে। ইউনিভার্সিটির আশেপাশে যদি মসজিদ না থাকে, তাহলে ইউনিভার্সিটিতেই মুসলিম students অ্যাসোসিয়েশন থাকবে। সেখানে যাবেন এবং তাদের প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করবেন। এভাবে ধীরে ধীরে আপনার ভালো লাগবে। আপনি ওই দেশের সমাজব্যবস্থার সাথে আস্তে আস্তে নিজেকে অ্যাডাপ্ট করে নিতে পারবেন।

বিদেশে সালাতের ব্যবস্থা

আমি পিএইচডি প্রোগ্রামে গ্রাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকার সময় পরীক্ষার ডিউটি দিতে গিয়ে দেখতাম অনেক ছাত্র পরীক্ষা চলাকালীনই যুহরের সালাতের জন্য চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে হলের একপাশে দুই মিনিটে সালাত পড়ে তারপরে আবার এসে পরীক্ষা দিতে বসতো। কেউ এই বিষয়ে অবাক হতো না বা এ বিষয় নিয়ে কেউ কথা বলতো না। এসব দেশের ধর্মীয় স্বাধীনতা এরকমই। আপনার পরীক্ষার তারিখ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সাথে—যেমন : ঈদ—যদি কনফ্লিক্ট করে, সেক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটির রেজিস্টার অফিসকে আগে থেকেই জানাতে হবে। আপনার জন্য বিকল্প সময়ে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। এই জিনিসগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে পরিষ্কারভাবে লেখা থাকে এবং ইমেইলেও যখন পরীক্ষার রুটিন প্রকাশ করে, সেটা ছাত্রদের জানিয়ে দেওয়া হয়। সেই সাথে এও জানিয়ে দেওয়া হয় যে, এরকম কনফ্লিক্ট থাকলে তা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়কে অবগত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় সেভাবে ব্যবস্থা নেবে। শেষ মুহূর্তে গিয়ে বললে হবে না, কারণ এখানে সব কিছুই নিয়মতান্ত্রিক।

কর্মক্ষেত্রে সালাতের ব্যবস্থা এবং মিটিংয়ের সাথে সংঘর্ষ-বিষয়ক

আপনি কর্মক্ষেত্রে হোক বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজের ক্ষেত্র—দেখা গেলো জুমআর সালাতের সময় মিটিং দিয়েছে বা কোনো একটা অনুষ্ঠান আছে। এই মিটিং যদি

আপনার সাথে আপনার সুপারভাইজারের হয়, তাহলে তাকে সুন্দর করে বুঝিয়ে বলবেন যে, এই সময়ে আমি মিটিং করতে পারবো না, কারণ আমার জুমআর সালাত আছে। এটা অসম্ভব, সুপারভাইজার এই অনুরোধ রাখবে না। এই কথা আপনার কর্মক্ষেত্রের জন্যও প্রযোজ্য। জুমআর সালাতের মতো বড় ইভেন্টের ক্ষেত্রে ম্যানেজার আপনাকে জোর করে ওই সময়ে মিটিংয়ে আসতে বলবে না। এই জন্যই আপনাকে আগে থেকে তাকে জানিয়ে রাখতে হবে, আপনার কোন সময়ে কনফ্লিক্ট হবে। এখানে আলোচনা করে সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। হ্যাঁ, কর্মক্ষেত্রের ধরনটাই যদি এমন হয়, ওই সময় আপনাকে ব্রেক দেওয়া সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে আপনার উচিত হবে, ওই ধরনের কাজে যোগ না দেওয়া; তবে আমেরিকা-কানাডা বা এরকম উন্নত দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো একটা জিনিস সবচেয়ে বেশি ভয় পায়, সেটা হচ্ছে তাদের কোনো কর্মী যদি হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশনের অভিযোগ তোলে। হ্যাঁ, আপনার সালাত পড়তে বাধা দেওয়া—এটা হিউমান রাইটস ভায়োলেশন। কোনো প্রতিষ্ঠান চায় না, তারা এই ধরনের অভিযোগে অভিযুক্ত হোক। সে কারণে তারা আপনার জন্য সবকিছু করবে, যাতে আপনার সালাতের ব্যবস্থা থাকে এবং সুষ্ঠুভাবে সেগুলো পালন করতে পারেন।

আমি যখন উইসকনসিনে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি হিসেবে জয়েন করি, তখন অরিয়েন্টেশনের পরে আমরা কয়েকজন বললাম যে, আমাদের সালাতের জায়গা লাগবে। তারা একটা কমন প্রেয়ার এরিয়া আমাদেরকে দেখিয়ে দিলো, যেখানে সব ধর্মের মানুষই তাদের উপাসনা করতে পারে। সাধারণত এই ধরনের প্রেয়ার রুমগুলো মুসলিমরাই ব্যবহার করে। অন্য কেউ আসে না। আমাদের জন্য তারা জায়নামায কিনে দিলো এবং রুমের ছাদে কেবলার ডিরেকশন স্টিকার দিয়ে চিহ্নিত করে দিয়েছিল। ব্যাপারটা আমার কাছে এতটাই অবাক লেগেছিল যে, কল্পনা করতে পারিনি। এই উদাহরণগুলো বিচ্ছিন্ন কোনো উদাহরণ নয়। এগুলা এখানে স্বাভাবিক, কিন্তু প্রথম প্রথম আমাদের কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়।

আমরা পত্র-পত্রিকায় সবসময়ই নেগেটিভ ও অস্বাভাবিক জিনিসগুলো দেখে থাকি। যেমন মুসলিম বলে কারো হিজাবে টান দিয়েছে—এটা খবর হবে। কারণ এই ব্যাপারটা অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার। এটা যদি স্বাভাবিক কোনো ঘটনা হতো, এটা নিয়ে নিউজ হতো না। ব্যাপারটা এভাবে চিন্তা করে দেখবেন।

আমরা গত প্রায় বিশ বছর ধরে আমেরিকা ও কানাডায় বসবাস করছি। আমরা

ভিজিবল মুসলিম। আমার স্ত্রী হিজাব করেন, আমার মেয়েরা হিজাব করে। আমার মুখে দাড়ি আছে। আজ পর্যন্ত আমাদের বাহ্যিক অবয়বের কারণে কোনো রকম ডিসক্রিমিনেশনের মুখোমুখি হইনি, আলহামদুলিল্লাহ।

ডক্টর মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন ২০ বছর যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা এবং লাইফ সায়েন্স ও জনস্বাস্থ্য সেক্টরে গবেষণা করছেন। তিনি ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ সিঙ্গাপুর থেকে মলিকিউলার বায়োলজিতে পিএইচডি সম্পন্ন করে ডিউক-এনইউএস গ্র্যাজুয়েট মেডিকেল স্কুল এবং ন্যাশনাল ক্যান্সার সেন্টার সিঙ্গাপুর (এনসিসি)-এ পোস্টডক্টরাল রিসার্চ ফেলো হিসেবে কাজ করেছেন। ড. হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাইক্রোবায়োলজিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তিনি দীর্ঘ ১০ বছর সিংগাপুরে গবেষণার প্রশিক্ষণ নিয়ে বাংলাদেশে ফিরে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। এরপর দেশের স্বনামধন্য এক ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতেও বায়োফার্মাসিউটিক্যাল ড্রাগ তৈরির প্রজেক্টে সিনিয়র ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

বর্তমানে তিনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (আইইউবি) স্কুল অফ এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড লাইফ সায়েন্স-এ সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। এর পাশাপাশি তিনি অনারারি প্রিন্সিপাল ফেলো হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার উলংগং ইউনিভার্সিটির সাথে যুক্ত রয়েছেন। ড. হোসেন বায়োমেডিকেল রিসার্চ ফাউন্ডেশন (বিআরএফ)-এর নির্বাহী পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। বিআরএফের উদ্যোগে মাঠ পর্যায়ে (জামালপুর) থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধ নিয়ে দীর্ঘ ৬ বছর যাবৎ গবেষণা করছেন। তিনি সায়েন্স কমিউনিকেটর হিসেবে গত ২৫ বছর ধরে লেখালেখি করছেন। করোনা অতিমারির সময় তিনি জনস্বাস্থ্য-বিষয়ক নীতি-নির্ধারণে সহযোগিতা করতে জনপ্রিয় মূলধারার সংবাদ মাধ্যম এবং টিভি চ্যানেলগুলোতে অবদান রেখেছেন।

দুনিয়াজুড়ে কত যে অযুত-নিযুত সম্ভাবনা ছড়িয়ে আছে তার হিসেব নেই। আমাদের তরুণেরা চাইলে সহজেই সেগুলো লুফে নিতে পারে। বিশ্বজুড়ে উড়াল দিতে পারে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশে। এই পন্থায় সম্মানজনক জীবিকা অর্জনের নিশ্চয়তা যেমন আছে, আছে জ্ঞানবিজ্ঞানে অবদান রাখারও সুযোগ। অথচ আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য বিসিএসের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। বিসিএস নিয়ে চারদিকে এমন উন্মাদনা ছড়িয়ে রাখা হয়েছে যে তরুণরা আর অন্যকিছু নিয়ে ভাবতেই পারছে না। অথচ, বিসিএসে পাশের হার ১ পার্সেন্টেরও কম।

অন্যদিকে, উচ্চশিক্ষার বেলায় বিসিএসের মতো এতটা অসম প্রতিযোগিতাও নেই। আমাদের পাশের দেশগুলোর বিপুল পরিমাণ শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার উদ্দেশে প্রতি বছর বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে। এক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষার্থীদের পিছিয়ে থাকার অন্যতম কারণ 'ইনফরমেশন গ্যাপ'—তথ্যগত ঘাটতি। আর সেই ঘাটতিগুলো পূরণের লক্ষ্যেই এই গ্রন্থটির অবতারণা। বিদেশে উচ্চশিক্ষায় কী পরিমাণ সুযোগ আছে এবং কীভাবে সে দিকে আগাতে হবে, মোটকথা বিদেশে উচ্চশিক্ষার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু প্রয়োজন, তার সবই উঠে এসেছে এই দুই মলাটের ভেতর। বিসিএসের অবাস্তব মোহ কাটিয়ে বিদেশে উচ্চশিক্ষামুখী সুনাগরিক গড়ে তোলায় মাইলফলক হবে এ বই, ইনশাআল্লাহ।

Rokomari.com
বিসিএস নাকি
বিদেশে উচ্চশিক্ষা?
ড. মোহাম্মদ সালো...
220222#
226999#635607-9

কেন্দ্র :
পি.কে রায় রোড,
বাজার, ঢাকা-১১০০
০১৬১৩-৭১১-৮১১

লেভেল আপ পাবলিশিং